মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১৪তম বর্ষ ১০ম সংখ্যা

জুলাই ২০১১

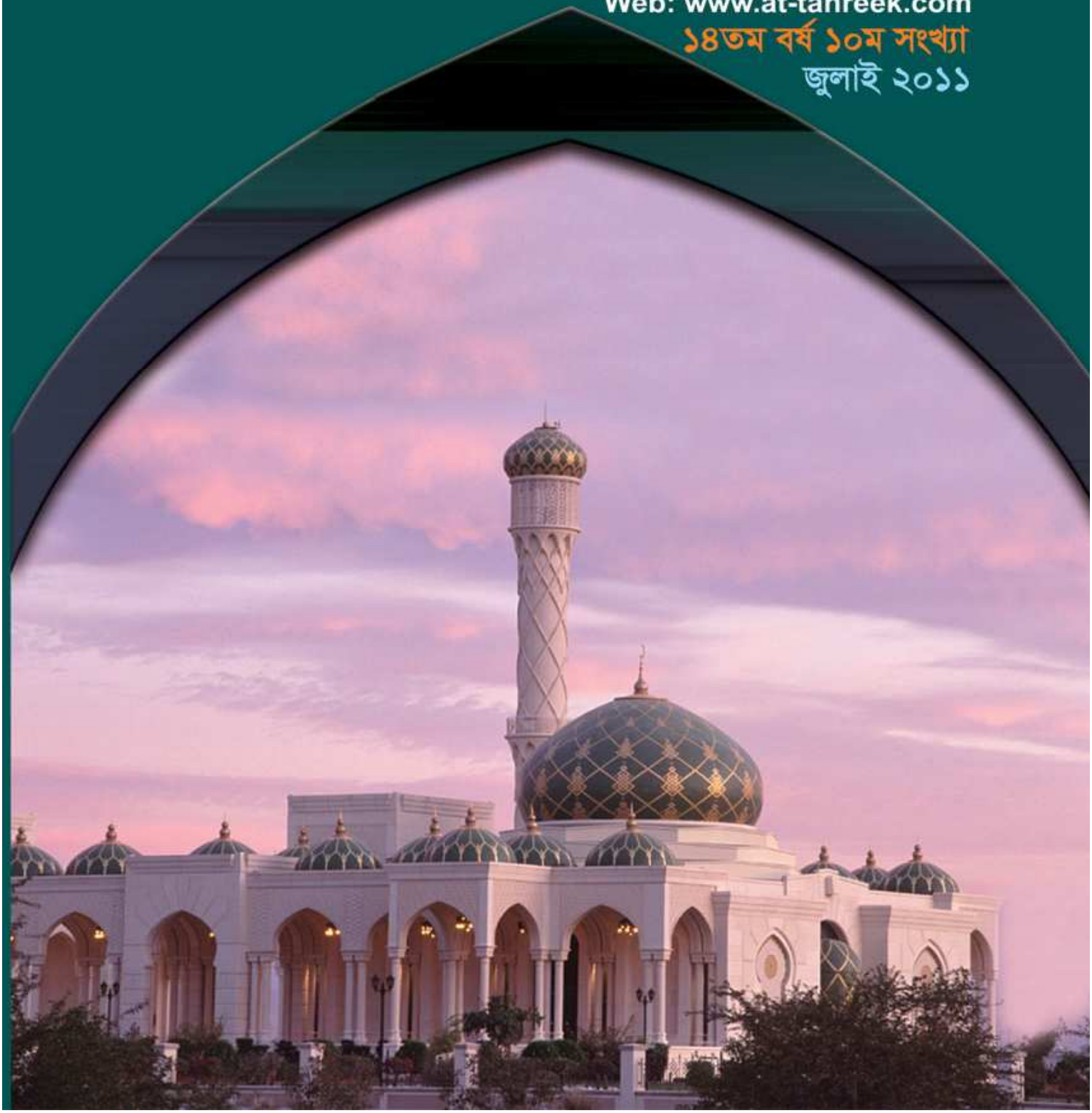

মাসিক
আত-তাহরীক

১৪তম বর্ষঃ ১০ম সংখ্যা

সূচীপত্র

✡ **সম্পাদকীয়** ০২
✡ **প্রবন্ধ :**
♦ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী *(২৫/১৩ কিস্তি)* ০৪
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
♦ জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত *(৬ষ্ঠ কিস্তি)* ১৫
-মুযাফফর বিন মুহসিন
♦ ওয়াহ্হাবী আন্দোলন : উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ এবং মুসলিম বিশ্বে এর প্রভাব ১৯
-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
♦ মানবজাতির প্রকাশ্য শত্রু শয়তান ২৩
-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ
♦ শবেবরাত ২৯
-আত-তাহরীক ডেস্ক
♦ রামাযানের ফাযায়েল ও মাসায়েল ৩১
-আত-তাহরীক ডেস্ক
✡ **মনীষী চরিতঃ**
♦ আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর ৩৩
-নূরুল ইসলাম
✡ **নবীনদের পাতা :**
♦ ক্বিয়ামতের ভয়াবহতা ৩৭
-মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম
✡ গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান ৪০
♦ অপূর্ব প্রতিদান *-নাফীসা আমীন*
✡ **কবিতা :** ৪২
♦ ক্লান্ত পথিক ♦ শেষ নবীজির পথ
♦ মানব দানব ♦ ফাঁকি
✡ **সোনামণিদের পাতা** ৪৩
✡ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪৪
✡ **মুসলিম জাহান** ৪৬
✡ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৬
✡ **সংগঠন সংবাদ** ৪৭
✡ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

সম্পাদকীয়

আহলেহাদীছ আন্দোলন

'আহলেহাদীছ' অর্থ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারী। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে যারা জীবন সমস্যার সমাধান তালাশ করেন, তাদেরকে 'আহলেহাদীছ' বলা হয়। আর দুনিয়ার মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত করার জন্য ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে চলে আসা যে নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' বলা হয়।

প্রচলিত অর্থে আহলেহাদীছ কোন ফের্কা বা মতবাদের নাম নয়, এটি একটি পথের নাম। এ পথ আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র পথ। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথ। এ পথের শেষ ঠিকানা হ'ল জান্নাত। ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম এবং সালাফে ছালেহীন সর্বদা এ পথেরই দাওয়াত দিয়ে গেছেন। মানুষের ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনের যাবতীয় হেদায়াত এ পথেই মওজুদ রয়েছে। আহলেহাদীছের সর্বাপেক্ষা বড় নিদর্শন হ'ল এই যে, তারা আক্বীদার ক্ষেত্রে শিরকের বিরুদ্ধে আপোষহীনভাবে তাওহীদবাদী এবং আমলের ক্ষেত্রে বিদ'আতের বিরুদ্ধে আপোষহীনভাবে সুন্নাতপন্থী। তারা মানুষ হিসাবে ধর্ম-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে সকলের প্রতি বিনয়ী ও সহনশীল। কিন্তু দুনিয়াবী সফলতা ও পরকালীন মুক্তির পথ হিসাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুসরণের প্রতি নিরাপোষভাবে একনিষ্ঠ।

উৎপত্তি : মুসলমানদের মধ্যে যখন থেকে বিদ'আতের সূচনা হয়েছে, তখন থেকেই তার বিপরীতে আহলেহাদীছ আন্দোলনের উৎপত্তি হয়েছে। তৃতীয় খলীফা হযরত ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতের (২৩-৩৫ খৃঃ) শেষদিকে জনৈকা নিগ্রো মাতার গর্ভজাত ইহুদী সন্তান আব্দুল্লাহ বিন সাবা-র মাধ্যমে যে রাজনৈতিক বিভক্তির সূচনা হয়, তার সূত্র ধরে পরবর্তী খলীফা আলী (রাঃ)-এর সময়ে ৩৭ হিজরী থেকে শী'আ ও খারেজী চরমপন্থী দলের উদ্ভব হয় এবং পরবর্তীতে অন্যান্য বিদ'আতী দল সমূহের উত্থান ঘটে। তারা সবাই স্ব স্ব মাযহাবের পক্ষে কুরআন ও হাদীছের অপব্যাখ্যা করতে থাকে। তখন ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এযাম এইসব বিদ'আতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং বিদ'আতীদের বিপরীতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে তাঁরা নিজেদেরকে আহলুল হাদীছ ও আহলুস সুন্নাহ নামে অভিহিত করেন। তাঁদের মাধ্যমেই আহলেহাদীছ আন্দোলনের উৎপত্তি হয়।

ক্রমবিকাশ : বিদ'আতীদের প্রতিরোধ আন্দোলনের সাথে সাথে আহলেহাদীছ আন্দোলনের ক্রমবিকাশ সাধিত হতে থাকে। আহলেহাদীছ আন্দোলন তার সূচনা থেকেই প্রচারমূলক ও প্রতিরোধ মূলক দু'পদ্ধতিতে এগিয়ে চলেছে। ক্রমবিকাশের এই গতিধারা বা ইতিহাসকে মোটামুটি ছয়টি ভাগে বিভক্ত করা যায়। **(১) স্বর্ণযুগ :** যা অব্যাহত ছিল ৩৭ হিজরী পর্যন্ত। যে সময়ে মানুষ জীবন পরিচালনার জন্য পবিত্র কুরআন ও হাদীছকেই একমাত্র নির্দেশিকা হিসাবে গ্রহণ করেছিল। **(২) বিদ'আতীদের উত্থান যুগ :** ৩৭ হিজরী থেকে শুরু হয়ে মোটামুটি ১০০ হিজরী পর্যন্ত। এ সময় মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক ও উছূলী বিতর্ক

ব্যাপকভাবে দানা বেঁধে উঠে। উত্থান ঘটে শী'আ, খারেজীসহ নানা পথভ্রষ্ট দল ও উপদলের। ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে এযাম এসব ভ্রান্ত মতবাদ ও বিদ'আতী আক্বীদা-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ব্যাপক দাওয়াতী প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এই যুগে বিদ'আতী দলগুলোর বিপরীতে আহলেহাদীছগণের নামীয় ও দলীয় স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠে। **(৩) সংকট ও সংস্কার যুগ (১০০-১৯৮ হিঃ) :** এই যুগে আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে প্রধানতঃ চারজন বিদ্বানের মাধ্যমে জাহমিয়া, মু'তাযিলা, মুশাব্বিহা প্রভৃতি ভ্রান্ত দলের উদ্ভব ঘটে। যদিও আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামের দাওয়াতী তৎপরতা এবং উমাইয়াদের প্রশাসনিক কঠোরতার কারণে এদের ফিৎনা খুব বিকাশ লাভ করেনি। **(৪) সুন্নাত দলনের যুগ (১৯৮-২৩২ হিঃ) :** ১৫০ হিজরীর পরে গ্রীক দর্শন সঞ্জাত যুক্তিবাদের প্ররোচনায় একদল কালাম শাস্ত্রবিদের আর্বিভাব ঘটে। এইসব মুতাকাল্লিমীন ও মু'তাযিলাদের কুটতর্কে মুসলমানদের সহজ-সরল হাদীছ ভিত্তিক জীবন ধারায় ব্যত্যয় ঘটে এবং বহু মানুষ আক্বীদাগত বিভ্রান্তিতে পতিত হন। আব্বাসীয় খলীফাদের কেউ কেউ মু'তাযিলা মতবাদ গ্রহণ করায় এবং এ মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করায় আহলেহাদীছ বিদ্বানগণের উপর নেমে আসে মহা পরীক্ষা। যার মর্মান্তিক শিকার হতে হয় আহলেহাদীছগণের নেতা ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে (১৬৪-২৪১ হিঃ)। তবুও সকল প্রকার নির্যাতন সহ্য করে হাদীছপন্থী বিদ্বানগণ ছাহাবা যুগের আক্বীদা ও আমল অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টায় ব্রতী থাকেন। **(৫) সংকট পরবর্তী যুগ (২৩২-৪র্থ শতাব্দী হিজরী) :** এই যুগের প্রথমার্ধ্ব ছিল আহলেহাদীছ আন্দোলনের রেনেসাঁ যুগ। এ সময় মু'তাযিলাগণ রাজনৈতিক ক্ষমতা হারায় এবং হাদীছ সংকলনের স্বর্ণ যুগ শুরু হয়। ৩য় শতাব্দী হিজরী 'হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনের স্বর্ণযুগ' হিসাবে অভিহিত হয়। কুতুবে সিত্তাহ এ যুগেই সংকলিত হয়। অসংখ্য আহলেহাদীছ বিদ্বান এ যুগে হাদীছ সংকলনের কাজে লিপ্ত হন এবং তাদের মূল্যবান লেখনী পরিচালনা করেন। **(৬) তাক্বলীদী যুগ (৪র্থ শতাব্দী হিজরী-পরবর্তী যুগ) :** এই সময় মুতাযিলাগণ রাজনৈতিক ক্ষমতা হারালেও উছূলী বিতর্ক শেষ হয়নি। কুরআন ও হাদীছের বাহ্যিক অর্থের অনুসরণ এবং ছাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত পথ ছেড়ে বিদ্বানগণ স্ব স্ব লৌকিক জ্ঞানের মাধ্যমে সবকিছুর সমাধান তালাশ করতে শুরু করেন। ফলে কালাম ও দর্শন শাস্ত্রের কুটতর্ক, বিভিন্ন মুজতাহিদ ইমামের ফিক্বহী মতপার্থক্য, ছূফীবাদের প্রসার ইত্যাদি কারণে মুসলমানদের সামাজিক ঐক্য ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। যা অবধারিতভাবে মানুষকে মাযহাবী তাক্বলীদের অন্ধ গুহায় নিক্ষেপ করে। ফলে ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পর থেকে মুসলমানরা নিজেদেরকে বিভিন্ন মাযহাবী নামে পরিচিত করতে শুরু করে। মাযহাবী তাক্বলীদের অন্যায় যিদ ও হঠকারিতা অবশেষে ৬৫৬ হিজরীতে আব্বাসীয় খেলাফত ধ্বংসের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ৬৬৫ হিজরী থেকে ইসলামী জগতের সর্বত্র চার মাযহাবের লোকদের জন্য পৃথক পৃথক ক্বাযী নিযুক্ত হয়। ৮০১ হিজরীতে মুসলিম ঐক্যের প্রাণকেন্দ্র কা'বা গৃহের চার পার্শ্বে চার মাযহাবের জন্য চারটি পৃথক মুছাল্লা কায়েম করা হয়। অবশেষে ১৩৪৩ হিজরীতে (১৯২৬ খৃঃ) সঊদী বাদশাহ আব্দুল আযীয উক্ত বিদ'আত উৎখাত করেন ও মুসলিম উম্মাহ্কে ঐক্যবদ্ধ জামা'আতে ফিরিয়ে আনেন। যা আজও অব্যাহত আছে। *ফালিল্লাহিল হাম্দ।*

বর্তমানে আমরা তাক্বলীদী অন্ধকারের যুগে বাস করছি। এর বিরুদ্ধে আহলেহাদীছ আন্দোলন পূর্বের ন্যায় আজও প্রচার ও প্রতিরোধ দু'ভাবে এগিয়ে চলেছে। শত নির্যাতন ও জেল-যুলুম সহ্য করেও কথা, কলম ও সংগঠনের মাধ্যমে এ আন্দোলন আজ বিশ্বের প্রায় সর্বত্র সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এ দেশে যার নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে এবং সত্য-সন্ধানী মানুষ ক্রমেই এ আন্দোলনের প্রতি ধাবিত হচ্ছে। *আলহামদুলিল্লাহ।*

অন্যান্যদের সাথে পার্থক্য : আহলেহাদীছ আন্দোলন ও অন্যান্য সংগঠনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হল দু'ধরনের : (১) আদর্শগত ও (২) কর্মগত। আদর্শগত পার্থক্য বলতে ইত্তেবা ও তাক্বলীদকে বুঝায়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ইত্তেবায় বিশ্বাসী এবং অন্যেরা তাক্বলীদে বিশ্বাসী। কর্মগত পার্থক্য বলতে সমাজ পরিবর্তন ও সরকার পরিবর্তন বুঝায়। অন্যেরা সরকার পরিবর্তনকে অগ্রাধিকার দেন। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সমাজ পরিবর্তনকে অগ্রাধিকার দেয়। আক্বীদা ও আমলের সংস্কার সাধনের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক সংস্কার সাধনই এ আন্দোলনের সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য। এ আন্দোলনের কর্মীরা রাষ্ট্রীয় সংস্কারের জন্য অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় কাজ করে এবং সর্বদা সরকারকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পথ প্রদর্শন করে থাকে। তারা সাংগঠনিক মযবুতির মাধ্যমে সরকারের নিকট থেকে জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে। সরকার কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কোন পদক্ষেপ নিলে আমরা সকল প্রকার বৈধ পন্থায় তার প্রতিবাদ করি। আমরা আমাদের কর্মীদের রাজনীতি সচেতন করে গড়ে তুলি এবং দেশ যাতে কোন আগ্রাসী শক্তির পদানত না হয়, সেজন্য জনমত গড়ে তুলি। কিন্তু 'সরকার হটাও' আন্দোলনের নামে হরতাল, গাড়ী ভাংচুর ও হিংসা-হানাহানির মাধ্যমে সমাজে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করা এবং এক অন্যায় হটাতে গিয়ে আরেক অন্যায় করাকে আমরা গুরুতর অন্যায় মনে করি। আমরা নেতৃত্ব নির্বাচনের বর্তমান প্রতারণাপূর্ণ পদ্ধতির পরিবর্তে সহজ-সরল ইসলামী পদ্ধতির প্রতি মানুষকে আহ্বান জানাই। সরকার অন্যায় থেকে বিরত না হ'লে আমরা আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করি। যেমন ফেরাঊনের বিরুদ্ধে মূসা (আঃ) ও তাঁর সাথীগণ দো'আ করেছিলেন। ফলাফল সবারই জানা। অন্যান্য ইসলামী সংগঠনগুলির 'এটাও ঠিক ওটাও ঠিক' আন্দোলনের ফলে মানুষ হক ও বাতিলের পার্থক্য করতে পারে না। এসবের বিপরীতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ইসলামের স্বচ্ছতা পুনরুদ্ধার ও তা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য জান বাজি রেখে আন্দোলন করে থাকে। এটাই তাদের আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। পরিশেষে বলব, যতদিন পৃথিবীতে বিদ'আতী আন্দোলন থাকবে, ততদিন তার বিপরীতে আহলেহাদীছ আন্দোলন থাকবে। হকপন্থী মুসলিমগণ সর্বদা এ আন্দোলনের সাথী থাকবেন এবং এভাবেই ক্বিয়ামত এসে যাবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে এ আন্দোলনের নিষ্ঠাবান কর্মী হিসাবে কবুল করে নিন এবং এর মাধ্যমে আমাদের পরকালীন মুক্তির পথ সুগম করুন-আমীন!! *(স.স.)।*

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(২৫/১৩ কিস্তি)

(২৫/১৩ কিস্তি)

২৫. হযরত মুহাম্মাদ
(ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)

১২। রাসূলের দো'আ ও বদদো'আ :

আব্দুল্লাহ ইবনে ক্বামআহ্র আঘাত ও তার 'এটা লও এবং আমি টুকরাকারিণীর বেটা' বলে তাচ্ছিল্যের জবাবে মুখের রক্ত মুছতে মুছতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাকে বদদো'আ করে বলেছিলেন, أقمأك الله 'আল্লাহ তোকে টুকরা টুকরা করুন' (সে বদদো'আ তার উপরে ফলেছিল মক্কায় ফিরে যাওয়ার পরপরই)। এর কিছুক্ষণ পরেই তিনি মুখের রক্ত মুছতে মুছতে নিজের জাতির হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করে বলেন, اللهمَّ اهْدِ قَومي فإنهم لا يعلمون 'হে আল্লাহ! তুমি আমার কওমকে হেদায়াত কর। কেননা তারা (আমাকে) জানে না' (শিফা-ক্বাযী আয়ায (মৃঃ ৫৪৪ হিঃ))। ত্বাবারাণীর বর্ণনায় এসেছে, اللهم اغفرلقومي এবং ছহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রার বর্ণনায় এসেছে, إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت داعيا ورحمة، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، 'আমি লা'নতকারী হিসাবে প্রেরিত হইনি। বরং আমি প্রেরিত হয়েছি আহ্বানকারী হিসাবে ও রহমত হিসাবে। হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমার কওমকে ক্ষমা কর। তারা (আমাকে) জানে না'।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, كيف يُفْلِحُ قومٌ شَجُّوا وجهَ نبيهم وكَسَرُوا رُبَاعِيَّتَه وهو يدعوهم إلى الإسلام 'ঐ জাতি কিভাবে সফলকাম হবে, যারা তাদের নবীর মুখমণ্ডল আহত করেছে এবং তাঁর দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছে। অথচ তিনি তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করছেন'।[১] অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, এ সময় তিনি বলেন, اشتد غضب الله على قوم دمَّوا وجهَ رسوله 'আল্লাহ্র কঠিন গযব নাযিল হৌক ঐ জাতির উপরে যারা তাঁর রাসূলের চেহারাকে রক্তাক্ত করেছে'। একইরূপ কথা তিনি বলেন ঘাঁটিতে স্থিতি লাভের পর اشتد غضب الله على مَنْ دَمَّى وجهَ نبيِّه 'আল্লাহ কঠিন গযব নাযিল করুন তাদের উপরে, যারা তাঁর নবীর চেহারাকে রক্তাক্ত করে দিয়েছে'।[২] তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়, لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ– 'আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন অথবা আযাব দিবেন, সেবিষয়ে আপনার কিছুই করণীয় নেই। কেননা তারা হ'ল যালেম *(আলে ইমরান ৩/১২৮)*। এতে বুঝা যায় যে, যালেমদের শাস্তি দানের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন। বান্দা কেবল দো'আ করতে পারে। কবুল করার মালিক আল্লাহ।

১৩। চলমান শহীদ :

(ক) ত্বালহা বিন ওবায়দুল্লাহ : কাফিরদের বেষ্টনীতে পড়ার সংকটকালীন অবস্থায় রাসূলকে রক্ষাকারী ৯ জন ছাহাবীর ৭ জন আনছার ছাহাবী শহীদ হওয়ার পর সর্বশেষ দু'জন মুহাজির ছাহাবী হযরত সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ ও ত্বালহা বিন ওবায়দুল্লাহ অতুলনীয় বীরত্বের সাথে লড়াই করে কাফিরদের ঠেকিয়ে রাখেন। দু'জনেই ছিলেন আরবের সেরা তীরন্দায। তাদের লক্ষ্যভেদী তীরের অবিরাম বর্ষণে কাফির সৈন্যরা রাসূলের কাছে ভিড়তে পারেনি। এই সময় রাসূল (ছাঃ) স্বীয় তূণ হ'তে তীর বের করে সা'দকে দেন ও বলেন ارم فداك أبي وأمي 'তীর চালাও! তোমার উপরে আমার পিতামাতা উৎসর্গীত হউন'। তার বীরত্বের প্রতি রাসূল (ছাঃ) কতবড় আস্থাশীল ছিলেন, একথাই তার প্রমাণ। কেননা আলী (রাঃ) বলেন, সা'দ ব্যতীত অন্য কারুর জন্য আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) স্বীয় পিতা-মাতা উৎসর্গীত হউন, এরূপ কথা কখনো বলেননি।[৩]

দ্বিতীয় মুহাজির ছাহাবী হযরত ত্বালহা বিন ওবায়দুল্লাহ সম্পর্কে হযরত জাবের (রাঃ) বলেন যে, ঐদিন তিনি একাই এগারো জনের সঙ্গে লড়াই করেন। এইদিন তিনি ৩৫ বা ৩৯টি আঘাত পান। তাঁর শাহাদাত ও মধ্যমা অঙ্গুলী কেটে যায় ও পরে অবশ হয়ে যায়। রাসূল (ছাঃ) তার সম্পর্কে বলেন, من سرّه أن ينظر إلى شهيد يمشى على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله– 'যদি কেউ ভূপৃষ্ঠে চলমান কোন শহীদকে দেখতে চায়, তবে সে যেন ত্বালহা বিন ওবায়দুল্লাহকে দেখে'।[৪] বস্তুতঃ তিনি শহীদ হন হযরত আলীর খেলাফতকালে 'উটের যুদ্ধে'র দিন কুচক্রীদের হামলায়। আবুবকর (রাঃ) ওহোদ যুদ্ধের প্রসঙ্গ

১. *মানছূরপুরী বলেন, এ সময় কাফেরদের বিরুদ্ধে বদদো'আ করার জন্য কিছু ছাহাবীর দাবীর প্রেক্ষিতে তিনি উক্ত রূপ কথা বলেন।*

২. *ইবনে হিশাম ২/৮৬; বুখারী হা/৪০৭৩-৭৬।*
৩. *ইবনু হিশাম ২/৮২; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬১০৩।*
৪. *ইবনু হিশাম ২/৮ ০; তিরমিযী, মিশকাত হা/৬১১৩।*

উঠলে বলতেন, ذلك اليوم كلــه لطلحــة 'ঐ দিনটি ছিল পুরোপুরি ত্বালহার'। অর্থাৎ নিঃসঙ্গ রাসূলকে বাঁচানোর জন্য যে ত্যাগ তিনি স্বীকার করেছিলেন, তা ছিল তুলনাহীন।

(খ) আবু সাঈদ খুদরীর পিতা মালেক ইবনু সিনান : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ললাট হ'তে রক্ত চেটে ছাফ করে দিলেন। অতঃপর তাকে নিজের রক্ত মুছতে বলা হ'ল। কিন্তু তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম আমি রক্ত মুছবো না। বলেই তিনি ময়দানে ছুটলেন ও যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هــذا– 'যে ব্যক্তি কোন জান্নাতী ব্যক্তিকে দেখতে চায়, সে যেন এ ব্যক্তিকে দেখে'। অতঃপর তিনি যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।

১৪। ফেরেশতা নাযিল :

হযরত সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন, ওহোদ যুদ্ধের দিন আমি রাসূলের সাথে দু'জন সাদা পোশাকধারী লোককে দেখি, যারা তাঁর পক্ষ হ'তে প্রচণ্ড বেগে লড়াই করছিলেন। যাঁদেরকে আমি এর পূর্বে বা পরে আর কখনো দেখিনি- অর্থাৎ জিব্রীল ও মীকাঈল।[৫]

ফেরেশতাগণ সংকট মুহূর্তেই কেবল সহযোগিতা করেছেন, সর্বক্ষণের জন্য নয়। এই সহযোগিতা ছিল সান্ত্বনামূলক। যাতে রাসূল ও মুসলমানদের হিম্মত বৃদ্ধি পায়। নইলে একা জিব্রীলই যথেষ্ট ছিলেন কাফির বাহিনীকে নির্মূল করার জন্য।

১৫। যুদ্ধক্ষেত্রে তন্দ্রা :

কাফিরদের বেষ্টনী থেকে মুসলিম বাহিনীকে মুক্ত করে যখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ধীরে ধীরে পাহাড়ের উচ্চ ভূমির ঘাঁটিতে ফিরে আসছিলেন, তখন হঠাৎ করে অনেকের মধ্যে তন্দ্রা নেমে আসে। বদর যুদ্ধের ন্যায় এটা ছিল তাদের জন্য আল্লাহ প্রেরিত এক ধরনের প্রশান্তি। হযরত আবু ত্বালহা (রাঃ) বলেন, ওহোদ যুদ্ধের দিন যারা তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়েন, আমি ছিলাম তাদের মধ্যে একজন। এমনকি আমার হাত হ'তে কয়েকবার তরবারি পড়ে যায়। অবস্থা এমন ছিল যে, ওটা পড়ে যাচ্ছিল, আর আমি ধরে নিচ্ছিলাম। আবার পড়ে যাচ্ছিল, আবারও ধরে নিচ্ছিলাম'।[৬]

১৬। উবাই ইবনে খালাফের যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ঘাঁটিতে পৌঁছে গেছেন, তখন দুর্ধর্ষ কুরায়েশ নেতা উবাই ইবনু খালাফ আল-জুমাহী সরোষে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়ে বলে, أين محمد لا نجوتُ إن نجا– 'মুহাম্মাদ কোথায়! আজ হয় সে থাকবে, না হয় আমি থাকব'। ছাহাবীগণ তাকে শেষ করে দিতে চাইলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ছাড়, ওকে আসতে দাও! অতঃপর তিনি হারেছ ইবনুছ ছিম্মাহ্র (حارث بن الــصمة) নিকট থেকে একটা ক্ষুদ্র বর্শা চেয়ে নিয়ে ওটা নাড়া দিতেই লোকজন সব এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ল, যেমন উট তার শরীর নাড়া দিলে মাছিগুলি সব উড়ে যায়। তারপর তিনি উবাইয়ের মুখোমুখি হয়ে তার গলার পার্শ্বে সামান্য খালি জায়গা লক্ষ্য করে বর্শা দিয়ে সেখানে আঘাত করেন। তাতে তার একটু আঁচড় লাগে মাত্র। কোন রক্তপাত হয়নি। ভয়ে সে ঘোড়া থেকে পড়ে যায়। অতঃপর সে কুরায়েশদের কাছে ফিরে গিয়ে বলে, قــتلني والله محمــد 'আল্লাহ্র কসম! মুহাম্মাদ আমাকে হত্যা করে ফেলেছে'। লোকেরা বলল, ذهب والله فؤادك والله إنْ بك من بأس– 'আল্লাহ্র কসম! আসলে (ভয়ে) তোমার জান উড়ে গেছে। নইলে আল্লাহ্র কসম! তোমার আঘাতের মধ্যে ভয়ের কিছু নেই'। জবাবে সে বলল, মুহাম্মাদ মক্কায় আমাকে বলেছিল, আমি তোমাকে হত্যা করব'। অতএব والله لــو بصق على لقــتلني 'আল্লাহ্র কসম! যদি সে আজ আমার দিকে থুথু নিক্ষেপ করত, তাতেই সে আমাকে হত্যা করে ফেলত'। অতঃপর তার যন্ত্রণা এত বৃদ্ধি পায় যে, সে বলদের মত উচ্চ রবে শব্দ করতে থাকে এবং বলতে থাকে, والذي نفسي بيده لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز لــماتوا جميعــا– 'যার হাতে আমার প্রাণ তার কসম করে বলছি, 'যে কষ্ট আমি পাচ্ছি, যদি যুল-মাজাযের সকল অধিবাসী ঐ কষ্ট পেত, তবে তারা সবাই মারা যেত'। অতঃপর মক্কা ফেরার পথে সারফ (الــسرف) নামক স্থানে পৌঁছে আল্লাহ্র এই শত্রু মৃত্যুবরণ করে। সে ছিল উমাইয়া ইবনু খালাফের ভাই এবং সে রাসূলের মুখে পচা হাড়ের গুঁড়া ফুঁকে মেরেছিল।

ঘটনা ছিল এই যে, মক্কায় থাকতে উবাই বিন খালাফ রাসূল (ছাঃ)-কে প্রায়ই ভয় দেখিয়ে বলতো আমি তোমাকে আমার তেজস্বী 'আউদ' (العود) ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে হত্যা করব। যাকে আমি দৈনিক তিন ছা' (সাড়ে সাত কেজি) করে শস্যদানা খাইয়ে থাকি। জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতেন, ইনশাআল্লাহ আমিই তোমাকে হত্যা করব'। উবাই সেই কথাটাই মনে করে রেখেছিল।

১৭। ত্বালহার কাঁধে রাসূল (ছাঃ) :

পাহাড়ের ঘাঁটিতে প্রত্যাবর্তনের পথে একটা টিলা পড়ে যায়। রাসূল চেষ্টা করেও তার উপরে উঠতে সক্ষম হ'লেন

৫. *বুখারী হা/৪০৫৪।*
৬. *বুখারী ২/৫৮২।*

না। তখন ৩৯টি আঘাতে জর্জরিত উৎসর্গীতপ্রাণ ছাহাবী ত্বালহা বিন উবায়দুল্লাহ মাটিতে বসে পড়ে রাসূলকে কাঁধে উঠিয়ে নিয়ে টিলার উপরে পৌঁছে যান। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুশী হয়ে বলেন, اوجب طلحةُ أي الجنـــةَ 'ত্বালহা জান্নাত ওয়াজিব করে নিয়েছে'।[৭]

১৮। রাসূলের শহীদ হবার খবর ও তার প্রতিক্রিয়া :

মুসলিম বাহিনীর পতাকাবাহী মদীনায় প্রেরিত ইসলামের প্রথম মুবাল্লিগ রীরকেশরী মুছ'আব বিন ওমায়ের শহীদ হবার পর তাঁকে আঘাতকারী আব্দুল্লাহ ইবনে ক্বামআহ ফিরে গিয়ে সানন্দে ঘোষণা প্রচার করে দেয় যে, إن محمدا قد قتل 'মুহাম্মাদ নিহত হয়েছে'। কেননা রাসূলের চেহারার সাথে মুছ'আবের অনেকটা মিল ছিল। এই খবর উভয় শিবিরে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। মুসলমানগণ ক্ষণিকের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। একদল অস্ত্র ত্যাগ এমনকি মদীনায় পলায়ন পর্যন্ত করলেন। কেউ পাহাড়ে উঠে গেলেন। অন্যদল কাফিরদের মধ্যে মিশে গেলেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মাধ্যমে আবু সুফিয়ানের নিকটে সন্ধি প্রস্তাব পাঠানোর চিন্তাও করেন। অন্যদিকে মুশরিকদের আক্রমণ থিতিয়ে পড়ল। কেননা তাদের মূল টার্গেট পূর্ণ হয়েছে। ফলে তারা এখন যুদ্ধ ছেড়ে মুসলমানদের মৃত লাশের নাক-কান কাটার মত নোংরামিতে লিপ্ত হ'ল।

১৯। রাসূলকে চিনতে পেরে খুশীতে প্রথম চীৎকার দিয়ে ওঠেন যিনি :

মুছ'আব বিন ওমায়ের-এর শাহাদাতের সাথে সাথে মুসলমানদের পতাকা 'আল্লাহ্র সিংহ' আলীর হাতে তুলে দেন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)। অতঃপর তিনি নিজ সেনাদলের দিকে অগ্রসর হ'তে থাকেন। এমন সময় ছাহাবী কা'ব বিন মালেক (রাঃ) তাঁকে সর্বপ্রথম চিনতে পারেন ও খুশীতে চিৎকার করে বলে ওঠেন, يـــا معـــشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله صـــلعم 'হে মুসলিমগণ! সুসংবাদ গ্রহণ কর। এইতো আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে চুপ থাকতে ইঙ্গিত করেন। যাতে মুশরিকেরা তাঁর অবস্থান বুঝতে না পারে। কিন্তু তার আওয়ায মুসলিম বাহিনীর কানে ঠিকই পৌঁছে গিয়েছিল এবং দ্রুত সেখানে ৩০ জনের মত ছাহাবী জমা হয়ে গেলেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) সবাইকে নিয়ে ঘাঁটির দিকে যেতে শুরু করেন ও সেখানে গিয়ে স্থিতি লাভ করেন।

২০। রাসূলের চেহারা থেকে কড়া তুলতে গিয়ে নিজের দাঁত হারালেন যিনি :

আব্দুল্লাহ ইবনে ক্বামআর তরবারির প্রচণ্ড আঘাতে শিরস্ত্রাণের দু'টি কড়া রাসূলের চোখের নীচে হাঁড়ের মধ্যে ঢুকে যায়। যা বের করার জন্য হযরত আবুবকর (রাঃ) এগিয়ে গেলে আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ) তাকে আল্লাহ্র দোহাই দেন ও নিজেই দাঁত দিয়ে কামড়ে ধীরে ধীরে টান দিয়ে একটা বের করে আনেন। এতে তাঁর উপরের সম্মুখ সারির একটি 'ছানিয়া' (ثنيـــة) দাঁত ভেঙ্গে পড়ে যায়। দ্বিতীয়টির বেলায় আবুবকর (রাঃ) আবার এগিয়ে গেলেন। কিন্তু এবারেও তিনি আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে তাঁকে সরিয়ে দেন ও নিজেই সেটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধীরে ধীরে টেনে বের করেন। এতে তার আরেকটি 'ছানিয়া' দাঁত ভেঙ্গে পড়ে যায়। এখান থেকে তাঁর লকব হয়ে যায় 'দুই ছানিয়া দাঁত হারানো ব্যক্তি' (سَاقِطُ الثَّنِيَتَيْنِ)[৮] উল্লেখ্য যে, ত্বালহা যখন একাই লড়ছিলেন, তখন সামনের কাতার থেকে রাসূলের খোঁজে সর্বপ্রথম পিছনে ফিরে আসেন গুহার সাথী আবুবকর ও তারপরে আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ)।

২১। নাক-কান কাট ও কলিজা চিবানো মামা-ভাগিনা এক কবরে :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শহীদ হয়েছেন ভেবে নিশ্চিন্ত মনে মুশরিক সেনাদের কেউ কেউ শহীদ মুসলমানদের লাশের উপরে বীরত্ব দেখাতে শুরু করে এবং তাদের নাক-কান ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহ কেটে মনের ঝাল মিটাতে থাকে। এ সময় আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উৎবাহ বদর যুদ্ধে তার পিতার হত্যাকারী হযরত হামযার উপরে প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করার জন্য তাঁর বুক ফেড়ে ফেলে কলিজা বের করে নিয়ে চিবাতে থাকে এবং তাঁর নাক ও কান কেটে কণ্ঠহার বানায়। হামযাকে 'সাইয়েদুশ শুহাদা' শহীদগণের নেতা রূপে এবং 'আসাদুল্লাহ' ও 'আসাদু রাসূলিল্লাহ' (আল্লাহ্র সিংহ ও আল্লাহ্র রাসূলের সিংহ) আখ্যায়িত করা হয়। (২) আরেকজন ছিলেন হামযার ভাগিনা ও রাসূলের ফুফাতো ভাই আব্দুল্লাহ বিন জাহ্শ। যিনি যুদ্ধে নামার আগের দিন দো'আ করেছিলেন যে, হে আল্লাহ! আমাকে কালকে এমন একজন বীর যোদ্ধার মুখোমুখি কর, যে আমাকে প্রচণ্ড লড়াই শেষে হত্যা করবে এবং আমার নাক ও কান কেটে দেবে। তারপর আমি তোমার সামনে হাযির হ'লে তুমি বলবে, হে আব্দুল্লাহ! তোমার নাক ও কান কাটা কেন? আমি বলব, হে আল্লাহ! তোমার জন্য ও তোমার

৭. *ইবনু হিশাম ২/৮৬; তিরমিযী, আহমাদ মিশকাত হা/৬১১২।*

৮. *ইবনু হিশাম ২/৮০।*

রাসূলের জন্য (فيك وفي رســـولك)। তখন তুমি বলবে, صـــدقت 'তুমি সত্য বলেছ'। এ দো'আর সত্যায়ন করে হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ বলেন, আমার চেয়ে তার দো'আ উত্তম ছিল এবং সেভাবেই তিনি শাহাদাত লাভে ধন্য হয়েছেন। এজন্য তাকে المجدّع في الله 'আল্লাহ্র রাস্তায় নাক-কান কর্তিত' নামে অভিহিত করা হয়। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নিজে হামযা ও আব্দুল্লাহ দু'জনকে একই কবরে দাফন করেন।

২২। রাসূলের জন্য ঢাল হ'লেন যাঁরা :

আনাস (রাঃ) বলেন, ওহোদের সেই কঠিন মুহূর্তে লোকেরা যখন নবীকে ছেড়ে এদিক-ওদিক ছুটছে, তখন আবু ত্বালহা ঢাল নিয়ে রাসূলের সামনে দাঁড়িয়ে যান। রাসূল এবং তিনি একই ঢালের আড়ালে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবু ত্বালহার নিক্ষিপ্ত তীর কোথায় পড়ছে, দেখার জন্য একটু মাথা উঁচু করলেই আবু ত্বালহা বলে উঠতেন, بأبي أنـــت وأمي لا تشرف، يصيبك سهم من سهام القوم، نحـــري دون نحرك– 'আমার পিতা-মাতা আপনার উপরে উৎসর্গীত হৌন- আপনি মাথা উঁচু করবেন না। তাহ'লে ওদের নিক্ষিপ্ত তীর আপনার গায়ে লেগে যাবে। আমার বুক হৌক আপনার বুক'।[৯] আবু ত্বালহা ছিলেন একজন দক্ষ তীরন্দায। এইদিন তিনি দু'টি বা তিনটি ধনুক ভেঙ্গেছিলেন। শত্রুর দিক থেকে তীর এলেই তিনি রাসূলকে বাঁচানোর জন্য নিজের বুক উঁচু করে ধরতেন। (২) একইভাবে আবু দুজানা আনছারী রাসূলকে বাঁচানোর জন্য নিজের পিঠ পেতে দেন এবং ঐদিন তার পিঠে শত্রুর নিক্ষিপ্ত বহু তীর এসে আঘাত করে।[১০] নেতা ভক্তির এমন পরাকাষ্ঠা ইতিহাসে নযীরবিহীন।

২৩। প্রাণ নিয়ে খেললেন যারা :

রাসূলের দান্দান মুবারক শহীদ হওয়ার পর সেই সংকট মুহূর্তে মুষ্টিমেয় যে কয়জন ছাহাবী রাসূলের নিকটে ছুটে এসে তাঁকে বাঁচানোর জন্য নিজেদের জীবন নিয়ে খেলতে থাকেন, তাঁরা ছিলেন হযরত আবু দুজানা, মুছ'আব বিন ওমায়ের, আলী ইবনু আবী ত্বালেব, সাহল ইবনু হুনায়েফ, মালেক ইবনু সিনান- আবু সাঈদ খুদরীর পিতা, উম্মে উমারাহ নুসাইবাহ বিনতে কা'ব আল-মাযেনিয়াহ, ক্বাতাদাহ ইবনু নু'মান, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব, হাতেব ইবনু আবী বালতা'আহ এবং আবু ত্বালহা (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)। এঁদের মধ্যে মুছ'আব বিন উমায়ের এবং মালেক ইবনু সিনান শহীদ হয়ে যান।

২৪। দুই বৃদ্ধের শাহাদাত লাভ :

দুইজন অতি বৃদ্ধ ছাহাবী হযরত ইয়ামান ও ছাবিত বিন ওয়াক্বশকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘাঁটিতে রেখে গিয়েছিলেন প্রহরা ও ছোটখাট কাজের জন্য। কিন্তু বিপর্যয়কালে তাঁরা শাহাদাত লাভের আকাংখায় ময়দানে ছুটে যান এবং প্রথমজন ভুলক্রমে মুসলমানের হাতে এবং দ্বিতীয় জন কাফিরের হাতে শহীদ হন।

২৫। রাসূলের ধনুক কে নিল?

হযরত ক্বাতাদাহ বিন নু'মান বলেন, ওহোদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় ধনুক দ্বারা এত অধিক তীর চালিয়েছিলেন যে, ধনুকের প্রান্তদেশ ভেঙ্গে যায়'। পরে ঐ ধনুকটি ক্বাতাদাহ নিয়ে নেন এবং তার কাছেই রেখে দেন।[১১]

২৬। রাসূলের মু'জেযা :

(ক) ওহোদ যুদ্ধের দিন হযরত ক্বাতাদাহ বিন নু'মানের একটি চোখে আঘাত লাগায় তা বেরিয়ে ঝুলে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ হাতে ওটাকে যথাস্থানে ঢুকিয়ে দেন। তাতে চোখ ঠিক হয়ে যায় এবং তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় ও দৃষ্টি শক্তি আগের চেয়ে তীক্ষ্ণ হয়।

(খ) ঘাঁটিতে পৌঁছে রাসূলকে হামলাকারী উবাই বিন খালাফকে মারার জন্য রাসূল (ছাঃ) হারেছ ইবনুছ ছিম্মাহ্র কাছ থেকে নিয়ে যে বর্শাটি নিক্ষেপ করেছিলেন, তা কেবল তার গলায় আঁচড় কেটে গিয়েছিল। যাতে রক্তপাত পর্যন্ত হয়নি। অথচ তাতেই সে দু'টিন পরে মারা পড়ল।

(গ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘাঁটিতে অবস্থান কালে আবু সফিয়ান ও খালেদ বিন ওয়ালীদের নেতৃত্বে যে দলটি তাঁকে হামলা করার জন্য পাহাড়ে উঠে যায়, তারা যাতে নিকটে পৌঁছতে না পারে, সেজন্য রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করেন। অতঃপর সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছকে বলেন, أجنبـــهم أو اردهـــم 'ওদেরকে দুর্বল করে দাও। অথবা বললেন, ওদেরকে ফিরিয়ে দাও'। তখন সা'দ বললেন, كيف أجنبهم وحـــدي 'কিভাবে আমি একা ওদের দুর্বল করে দেব'? অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাকে তিনবার একই নির্দেশ দিলে তিনি নিজের তূণ থেকে একটা তীর বের করে নিক্ষেপ করেন। তাতে শত্রু পক্ষের একজন নিহত হয়। অতঃপর আমি ঐ তীর নিয়ে নিই এবং দ্বিতীয় আরেক শত্রুকে মারলাম। সেও নিহত হ'ল। আমি আবার ঐ তীর নিয়ে নিলাম ও তৃতীয় আরেক শত্রুকে মারি। তাতে সেও

৯. *বুখারী হা/৩৮৮১।*
১০. *ইবনু হিশাম ২/৮২।*
১১. *ইবনু হিশাম ২/৮২।*

মারা পড়ে। তাতে শত্রুরা ভয়ে নীচে নামতে লাগল। আমি ঐ তীর এনে আমার তূণের মধ্যে রেখে দিলাম। আমি বললাম, هذا سهم مبارك 'এটা বরকতপূর্ণ তীর'। এই তীরটি সা'দের নিকটে আমৃত্যু ছিল এবং তার পরে তার সন্তানদের কাছে ছিল।[১২] অতঃপর হযরত ওমর ও মুহাজিরগণের একটি দল ধাওয়া করে তাদেরকে পাহাড়ের উপর থেকে নীচে নামিয়ে দেয়।

২৭। সকলে বসে বসে যোহরের ছালাত আদায় করলেন :

ওহোদ যুদ্ধ শেষে ঘাঁটিতে স্থিতি লাভের পর যোহরের ছালাতের সময় হ'লে যখমের কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বসে বসে ছালাত আদায় করেন। ছাহাবায়ে কেরামও তাঁর পিছনে বসে বসে ছালাত আদায় করেন।

২৮। আবু সুফিয়ান ও হযরত ওমরের কথোপকথন :

যুদ্ধ শেষে মাক্কী বাহিনী প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি গ্রহণ শেষ করে প্রধান সেনাপতি আবু সুফিয়ান ওহোদ পাহাড়ে উঠে উচ্চৈঃস্বরে বললেন, أفيكم محمد 'তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ আছে কি'? أفيكم ابن أبي قحافة 'তোমাদের মধ্যে আবু কুহাফার বেটা (আবুবকর) আছে কি'? أفيكم عمر بن الخطاب 'তোমাদের মধ্যে ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব আছে কি'? কিন্তু কোন জবাব না পেয়ে তিনি খুশী হয়ে সঙ্গীদের বললেন, اما هؤلاء فقد كفيتموهم 'যাক এই লোকগুলো থেকে তোমরা বেঁচে গেলে'। তখন ওমর (রাঃ) আর নিজেকে ধরে রাখতে না পেরে উচ্চৈঃস্বরে বললেন, يا عدو الله إن الذين ذكرتهم أحياء وقد أبقى الله ما يسوءك– 'রে আল্লাহ্র শত্রু! যাদের নাম তুমি উল্লেখ করেছ, তাঁরা সবাই বেঁচে আছেন। আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করার উৎস বাকী রেখেছেন'। তখন আবু সুফিয়ান বললেন, তোমাদের লোকদের 'মুছলা' (مثلة) করা হয়েছে অর্থাৎ নাক-কান কাটা হয়েছে। আমি যার হুকুমও দেইনি এবং এটাকে খারাপও মনে করিনি'। অতঃপর তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন, أُعْلُ هُبَلُ 'হোবল দেবতার জয় হৌক'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবীদের নির্দেশ দিলেন, তোমরা বল, الله أعْلَى وأَجلُّ 'আল্লাহ সুউচ্চ ও সবচেয়ে সম্মানিত'। আবু সুফিয়ান বললেন, لنا عزي ولا عزي لكم 'আমাদের জন্য উযযা দেবী রয়েছে, তোমাদের উযযা নেই'। জবাবে রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীদের বললেন, তোমরা বল, الله مولانا ولا مولى لكم 'আল্লাহ আমাদের অভিভাবক এবং তোমাদের কোন অভিভাবক নেই'। তখন আবু সুফিয়ান বললেন, أنعمت فعال، يوم بيوم بدر والحرب سجال– 'কতই না ভাল কাজ হ'ল। আজকের দিনটি বদরের দিনের প্রতিশোধ। আর যুদ্ধ হ'ল বালতির ন্যায়।' অর্থাৎ যুদ্ধে কখনো একদল জয়ী হয়, কখনো অন্যদল। যেমন বালতি একবার একজনে টেনে তোলে, আরেকবার অন্যজনে। জবাবে ওমর (রাঃ) বললেন, لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار– 'না সমান নয়। আমাদের নিহতেরা জান্নাতে, আর তোমাদের নিহতেরা জাহান্নামে'।

এরপর আবু সুফিয়ান ওমর (রাঃ)-কে কাছে ডাকলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে অনুমতি দিলেন। কাছে গেলে আবু সুফিয়ান বললেন, أنشدك الله يا عمر أقتلنا محمدًا 'আমি তোমাকে আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে বলছি হে ওমর! আমরা কি মুহাম্মাদকে হত্যা করেছি'? ওমর বললেন, اللهم لا 'আল্লাহ্র কসম! না। وإنه ليستمع كلامك الآن 'তিনি এখন তোমার কথা শুনছেন'। জবাবে আবু সুফিয়ান বললেন, أنت أصدق من ابن قمئة وأبر– 'তুমি আমার নিকটে ইবনু ক্বামআর চাইতে অধিক সত্যবাদী ও অধিক সৎ।'

২৯। জান্নাতের সুগন্ধি লাভ :

(ক) আনাস বিন নাযার : ইনি আনাস ইবনু মালেকের চাচা ছিলেন এবং ইনি বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে না পারায় দুঃখিত ছিলেন। যুদ্ধের দ্বিতীয় ভাগে মুসলিম বাহিনীর বিপর্যয়কালে বসে থাকা কিংকর্তব্যবিমূঢ় ওমর, ত্বালহা সহ মুহাজির ও আনছারদের একদল লোককে দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ما تنتظرون 'কিসের জন্য অপেক্ষা করছেন? তারা বললেন, قتل رسول الله صلعم 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিহত হয়েছেন'। আনাস বললেন, ما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله– 'তাঁর পরে বেঁচে থেকে আপনারা কি করবেন? উঠুন, যার উপরে আল্লাহ্র রাসূল জীবন দিয়েছেন, তার উপরে আপনারাও জীবন দিন'। এরপর তিনি বললেন, اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين– 'হে আল্লাহ এই লোকগুলি অর্থাৎ মুসলমানেরা যা করছে সেজন্য আমি তোমার নিকটে

১২. *যাদুল মা'আদ ২/৯৫।*

ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং ওরা অর্থাৎ মুশরিকেরা যা করছে, তা হ'তে আমি নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করছি'। একথা বলে তিনি সম্মুখে অগ্রসর হ'লে আউস নেতা সা'দ ইবনে মু'আয (রাঃ)-এর সাথে মুলাক্বাত হয়। তিনি তাকে বললেন, হে আবু উমার! কোথায় যাচ্ছেন? আনাস বিন নাযার জবাবে বললেন, واها لريح الجنة يا سعد إني أجده دون أحد 'ওহ, জান্নাতের সুগন্ধি হে সা'দ! আমি ওটা পাচ্ছি ওহোদের পিছন থেকে'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, إني لاجد ريح الجنة من دون أحد-

অতঃপর তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে গেলেন ও প্রাণপণ যুদ্ধ করে শহীদ হ'লেন। ঐদিন তাকে বর্শা তীর ও তরবারির ৮০টির অধিক যখম লেগে দেহ ঝাঝরা হয়ে গিয়েছিল। কেবল আঙ্গুলগুলি দেখে তার ভগ্নী রবী' বিনতে নযর তাকে (একটি অক্ষত আঙ্গুল) চিনতে পারেন।

(খ) সা'দ বিন রবী' : যুদ্ধ শেষে আহত ও নিহতদের সন্ধানকালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যায়েদ ইবনু ছাবিতকে পাঠান সা'দ ইবনু রবী'-এর সন্ধানে। বলে দিলেন যদি তাকে জীবিত পাও, তবে আমার সালাম বলো এবং আমার কথা বলবে যে, রাসূল তোমাকে বলেছেন, كيف تجدك 'তুমি নিজেকে কেমন পাচ্ছ? যায়েদ বলেন, আমি তাকে যখন পেলাম, তখন তাঁর মৃত্যু ক্ষণ এসে গিয়েছে। তিনি ৭০-এর অধিক যখম প্রাপ্ত হয়েছিলেন। আমি তাকে রাসূলের সালাম জানিয়ে তাঁর কথাটি জানিয়ে দিলাম। তখন তিনি রাসূলকে সালাম দিতে বললেন এবং বললেন, তুমি রাসূলকে বলো يا رسول الله أجد ريح الجنة- 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি জান্নাতের সুগন্ধি পাচ্ছি'। অতঃপর আমার কওম আনছারদের বলো, তাদের একজনও বেঁচে থাকতে যদি শত্রুরা রাসূলের নিকট পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তবে আল্লাহ্র নিকটে তাদের কোন ওযর চলবে না'। পরক্ষণেই তাঁর প্রাণবায়ু নির্গত হ'ল। ইনি ছিলেন ১৩ নববী বর্ষে মক্কায় অনুষ্ঠিত বায়'আতে কুবরার দিন রাসূলের নিযুক্ত ১২ জন নক্বীবের অন্যতম এবং খাযরাজ গোত্রের অন্যতম নেতা। একদিন হযরত আবু বকর (রাঃ) সা'দের ছোট্ট মেয়েকে কোলে নিয়ে আদর করতে করতে বলেন, এটি সা'দের মেয়ে। যিনি আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। তিনি ক্বিয়ামতের দিন নুক্বাবায়ে মুহাম্মাদীর মধ্যে শামিল হবেন।

৩০। আল্লাহ জীবিত আছেন : রাসূলের মৃত্যু সংবাদে কিংকর্তব্যবিমূঢ় আনছারদের ডাক দিয়ে ছাবিত ইবনু দাহদাহ বলে ওঠেন, يا معشر الانصار إن كان محمد قد قتل فان الله حي لا يموت قاتلوا على دينكم فان الله مظفركم وناصركم- 'হে আনছারগণ! যদি মুহাম্মাদ নিহত হয়ে থাকেন, তবে আল্লাহ জীবিত আছেন, তিনি মরেন না। তোমরা তোমাদের দ্বীনের উপরে যুদ্ধ করো। কেননা আল্লাহ তোমাদের বিজয় দানকারী ও সাহায্যকারী'। ... তার একথা শুনে একদল আনছার উঠে দাঁড়াল এবং তাদেরকে সাথে নিয়ে ছাবিত সরাসরি খালিদ ইবনে ওয়ালীদের বাহিনীর উপরে হামলা চালালেন, পরে খালিদের বর্শার আঘাতে তিনি শহীদ হন। সঙ্গীরাও শহীদ হয়ে যান।

৩১। এক ওয়াক্ত ছালাত আদায় না করেও যিনি জান্নাতী হ'লেন : আউস গোত্রের আমর বিন ছাবিত আল-উছায়রিম (عمرو بن ثابت الأصيرم)-কে আহতদের মধ্যে দেখতে পেয়ে হতাহতদের সন্ধানকারী মুসলিম বাহিনী হতবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ما الذي جاء بك أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام- 'হে উছায়রিম! কোন বস্তু তোমাকে এখানে এনেছে? নিজ সম্প্রদায়কে সাহায্য করার উত্তেজনা, না ইসলামের আকর্ষণ? উত্তরে তিনি বললেন, بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله ورسوله ثم قاتلت مع رسول الله حتى أصابني ما ترون- 'ইসলামের আকর্ষণ। আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপরে ঈমান এনেছি। অতঃপর আল্লাহ্র রাসূলের পক্ষে যুদ্ধ করেছি। অতঃপর যে অবস্থায় উপনীত হয়েছি, তাতো তোমরা দেখছই'। এরপরেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার বিষয়টি রাসূলকে বলা হ'লে তিনি বলেন, هو من أهل الجنة 'সে জান্নাতবাসী'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, عمل قليلا وأجر كثيرا 'কম আমল করল এবং পুরস্কার বেশী পেল'। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, ولم يصل لله صلاة قط 'অথচ তিনি আল্লাহ্র জন্য এক রাক'আত ছালাতও কখনো আদায় করেননি'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ولم يسجد لله سجدة 'অথচ তিনি কখনো আল্লাহ্র জন্য একটি সিজদাও করেননি'। উল্লেখ্য যে, দ্বাদশ নববী বর্ষে মক্কায় অনুষ্ঠিত প্রথম বায়'আতের পর ১২ জন মুসলমানের সাথে ইসলামের প্রথম মুবাল্লিগ হযরত মুছ'আব বিন ওমায়েরকে মদীনায় পাঠানো হ'লে তাঁর দাওয়াতে আউস নেতা সা'দ বিন মু'আয ইসলাম কবুল করেন এবং স্বীয় গোত্রের সকলকে আল্লাহ্র দোহাই দিয়ে সন্ধ্যার মধ্যেই ইসলাম কবুলের আহ্বান জানান। নইলে তাদের সঙ্গে তিনি কথা বলা হারাম ঘোষণা করেন। এমতাবস্থায় সন্ধ্যার মধ্যে সবাই ইসলাম কবুল করে। কেবলমাত্র উছায়রিম বাকী থাকে। উক্ত ঘটনার চার বছর

পরে ওহোদ যুদ্ধের দিন তিনি স্বেচ্ছায় ইসলামের কলেমা পাঠ করে যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটে যান এবং শহীদ হয়ে যান।

৩২। ইসলামের পক্ষে লড়াই করেও যারা জাহান্নামী হ'ল :

(১) মদীনার বনু যাফর (بنو ظَفر) গোত্রের কুযমান (قزمان) ওহোদ যুদ্ধে রাসূলের পক্ষে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেছিল। সে একাই কুরায়েশ বাহিনীর ৪ জন পতাকাবাহীসহ ৭/৮ জন শত্রুসৈন্য খতম করেছিল। যুদ্ধের ময়দানে তাকে আহত অবস্থায় পাওয়া গেলে মুসলিম সেনারা তাকে উঠিয়ে তার মহল্লায় নিয়ে যান। তখন সে বলল, والله إن قاتلت إلا عن أحساب قومي، ولولا ذلك ما قاتلت– 'আল্লাহ্র কসম! আমি যুদ্ধ করেছি আমার বংশ মর্যাদা রক্ষার জন্য। যদি এটা না থাকত, তাহ'লে আমি যুদ্ধই করতাম না'। অতঃপর যখন তার যখমের যন্ত্রণা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়, তখন সহ্য করতে না পেরে নিজেকে নিজে যবেহ করে ফেলে। তার প্রসঙ্গ এলে রাসূল (ছাঃ) বলতেন, إنه من أهل النار 'নিশ্চয়ই সে জাহান্নামী'। প্রকৃত অর্থে সে ছিল একজন মুনাফিক। বংশ মর্যাদা রক্ষার উত্তেজনাই তাকে যুদ্ধে টেনে এনেছিল। এ প্রসঙ্গেই রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إن السيف لا يمحوا النفاق، رواه الدارمي باسناد صحيح– 'তরবারি নিফাককে দূরীভূত করে না'।[১৩] অর্থাৎ শহীদ হ'লেও মুনাফেকীর পাপ দূর হয় না।

(২) হারিছ বিন সুওয়াইদ বিন ছামিত আনছারী : এ ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে মুসলমান ছিল। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সে মুনাফিক ছিল। মুসলমানদের পক্ষে সে ওহোদ যুদ্ধে যোগদান করে। কিন্তু যুদ্ধের মধ্যে সে তার স্বপক্ষীয় মুজাযযার বিন যিয়াদ আল-বালাওয়া আনছারীকে হত্যা করে এবং মক্কায় পালিয়ে যায়। সে তাকে মেরে কুফরী অবস্থায় কোন এক যুদ্ধে তার পিতাকে হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছিল। আর এজন্য সে যুদ্ধের ময়দানকে সুযোগ হিসাবে বেছে নিয়েছিল।[১৪]

এতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কেবলমাত্র আল্লাহ্র কালেমাকে বুলন্দ করার উদ্দেশ্য ব্যতীত দেশ, জাতি, গোত্র বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে যুদ্ধকারীর পরিণতি জাহান্নাম ছাড়া কিছুই নয়। রাসূলের পতাকাতলে জিহাদে শরীক হয়েও উক্ত ব্যক্তিদ্বয় জান্নাত থেকে মাহরূম হয়ে গেল নিয়তে ত্রুটি থাকার কারণে। এজন্যেই হাদীছে এসেছে, إنما الأعمال بالنيات 'সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল'।[১৫]

৩৩। উত্তম ইহুদী :

ওহোদ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর নিহতদের মধ্যে মুখাইরীক্ব (مخيريق) নামক মদীনার বনু নাযীর ইহুদী গোত্রের অন্যতম আলেমকে পাওয়া গেল। যুদ্ধ চলাকালে তিনি তার গোত্রকে বলেন, يا معشر يهود والله لقد علمتم أن نصر محمد عليكم حق– 'তোমরা জান যে, মুহাম্মাদকে সাহায্য করা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য'। তারা বলল, اليوم يوم السبت 'আজকে যে শনিবার'। তিনি বললেন, لا سبت لكم 'তোমাদের জন্য কোন শনিবার নেই'। এই বলে তিনি তরবারি ও অন্যান্য সরঞ্জাম উঠিয়ে নিয়ে বলেন, إن أصبت فمالى لمحمد يصنع فيه ما يشاء 'যদি আমি নিহত হই, তবে আমার মালামাল মুহাম্মাদের হবে। তিনি তা নিয়ে যা খুশী করবেন'। এরপর তিনি যুদ্ধে গিয়ে নিহত হন। তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, مخيريق خير يهود 'মুখাইরীক্ব একজন উত্তম ইহুদী ছিল'। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার পরিত্যক্ত সাতটি খেজুর বাগান আল্লাহ্র রাস্তায় ওয়াফক করে দেন এবং এটাই ছিল মদীনার প্রথম ওয়াকফ ভূমি।

৩৪। শহীদের রক্ত মিশকের ন্যায় সুগন্ধিময় :

ওহোদ যুদ্ধে নিহত শহীদগণের লাশ পরিদর্শনের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أنا شهيد على هؤلاء 'আমি এই লোকদের ব্যাপারে সাক্ষী থাকব'। অতঃপর তিনি বলেন, مَا مِنْ جَرِيْحٍ يَجْرَحُ فِيْ اللهِ إِلاَّ وَاللهِ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْمَى جَرْحَهُ، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيْحُ رِيْحُ الْمِسْكِ– 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় আহত হয়, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উঠাবেন যে, তার ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত বইতে থাকবে। রং তো রক্তেরই হবে। কিন্তু সুগন্ধি হবে মিশকের মত'।[১৬]

৩৫। লেংড়া শহীদ : আমর ইবনুল জামূহ লেংড়া ছিলেন বিধায় তার ব্যাঘ্যসম চার পুত্র জিহাদে যান ও পিতাকে বারণ করেন। কিন্তু তিনি রাসূলকে এসে বললেন, আমি

১৩. *দারেমী, মিশকাত হা/৩৮৫৯।*
১৪. *ইবনু হিশাম ২/৮৯।*
১৫. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১।*
১৬. *ইবনে হিশাম ২/৯৮; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৮০২ 'জিহাদ' অধ্যায়।*

যদি এই লেংড়া পায়ে যুদ্ধ করে নিহত হই, তাহ'লে কি জান্নাত পাব? জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, হাঁ পাবে। কিন্তু তোমার জন্য যুদ্ধ মাফ। তখন তিনি বলে উঠলেন, فوالذى بعثك بالحق لأطأن بها الجنة اليوم إن شاء الله 'যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, তার কসম করে বলছি, আল্লাহ চাহেন তো আজই আমি জান্নাতের বুকে চলাফেরা করতে চাই'। তিনি যুদ্ধে নামেন ও শহীদ হয়ে যান।

৩৬। শুহাদা কবর স্থান :

অনেকে শহীদদের লাশ মদীনায় স্ব স্ব বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সব লাশ ফেরত আনতে নির্দেশ দেন। অতঃপর বিনা গোসলে তাদের পরিহিত যুদ্ধ পোষাকে (বর্তমান শুহাদা কবরস্থানে) দাফন করা হয়। একটি কবরে দু'/তিনজনকে দাফন করা হয়। একটি কাপড়ে দু'জনকে কাফন পরানো হয়। অতঃপর লাহদ (اللحد) বা পাশখুলি কবর খোড়া হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিজ্ঞেস করেন, أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ এদের মধ্যে সর্বাধিক কুরআন জানতেন কে'? লোকেরা ইঙ্গিত দিলে তিনি তাকেই আগে কবরে নামাতেন। তিনি জাবের (রাঃ)-এর পিতা আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু হারাম এবং আমর ইবনুল জামূহকে এক কবরে রাখেন। কেননা তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল'।

অনুরূপ হযরত হামযা (রাঃ) ও আব্দুল্লাহ বিন জাহ্শকে একই কবরে রাখা হয়। কেননা তিনি ছিলেন হামযার ভাগিনা ও দুধভাই। তাদের জন্য কাফনের কাপড় যথেষ্ট না হওয়ায় মাথা ঢেকে দিয়ে পায়ের উপরে 'ইযখির' (الإذخر) ঘাস চাপিয়ে দেওয়া হয়। মুছ'আব বিন ওমায়ের-এর কাফনের কাপড়ে কমতি হ'লে অনুরূপভাবে ইযখির ঘাস দিয়ে পা ঢাকা হয়। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, হামযার জন্য দো'আ করার সময় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এত কেঁদেছিলেন যে, তাঁর স্বর উঁচু হয়ে যায় এবং আমরা তাঁকে এত কাঁদতে কখনো দেখিনি। এখানেও শহীদদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة 'ক্বিয়ামতের দিন আমি এদের সকলের উপরে সাক্ষী হব'। এই ছহীহ বর্ণনা মতে কারু জানাযা হয়নি। তবে দাফন শেষে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীদের নিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ান এবং আল্লাহ্র প্রশংসা শেষে দীর্ঘ দো'আ করেন।[১৭]

৩৭। ভাইয়ের লাশ দেখতে মানা :

হযরত হামযার বোন হযরত ছাফিয়া বিনতে আব্দুল মুত্ত্বালিব ছুটে এসেছেন ভাইয়ের লাশ শেষবারের মত দেখার জন্য। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত যুবায়েরকে বললেন, তিনি যেন তার মাকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু তিনি বাধা না মেনে বলেন, কেন বাধা দিচ্ছ। আমি শুনেছি, আমার ভাইয়ের নাক-কান কাটা হয়েছে। وذلك في الله 'আর তা হয়েছে আল্লাহ্র পথে'। তাতে আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট রয়েছি। لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله 'আমি একে পূণ্য মনে করব এবং অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করব ইনশাআল্লাহ। একথা বলার পর তিনি ভাইয়ের লাশের কাছে পৌঁছেন এবং তার জন্য দো'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

৩৮। শহীদগণের জন্য বিদায়ী দো'আ :

দাফন শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামকে পিছনে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড় করিয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে আল্লাহ্র প্রশংসা করেন ও তাঁর নিকটে প্রার্থনা করেন।[১৮] উল্লেখ্য যে, চারদিকে অনুচ্চ ও অনাড়ম্বর পাচিল দিয়ে বর্তমানে শোহাদা কবরস্থানটি ঘেরা রয়েছে। নির্দিষ্টভাবে কোন কবরের চিহ্ন সেখানে নেই।

৩৯। মদীনা ফেরার পথে মহিলাদের আকুতিপূর্ণ ঘটনা সমূহ :

(ক) হামনাহ বিনতে জাহশ : মদীনায় ফেরার সময় পথিমধ্যে হামনাহ বিনতে জাহ্শের (حمنة بنت جحش) সাথে সাক্ষাৎ হ'লে তাকে প্রথমে তাঁর ভাই আব্দুল্লাহ বিন জাহ্শ, অতঃপর মামু হামযাহ বিন আব্দুল মুত্ত্বালিবের শাহাদাতের খবর দেওয়া হয়। উভয় খবরে তিনি ইন্নালিল্লাহ পাঠ করেন ও তাদের জন্য ইস্তেগফার করেন। এরপর তাঁকে তাঁর স্বামী মুছ'আব বিন ওমায়ের-এর শাহাদাতের খবর শুনানো হ'লে তিনি চীৎকার দিয়ে ওঠেন ও হাউমাউ করে কেঁদে ওঠেন (فصاحت وولولت)। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إن زوج المرأة منها بمكان 'নিশ্চয়ই স্বামীর জন্য স্ত্রীর নিকটে রয়েছে এক বিশেষ মর্যাদা'। উল্লেখ্য যে, মুছ'আবকে হত্যা করে আব্দুল্লাহ বিন ক্বামআহ লায়ছী, যে রাসূলের উপর হামলা করেছিল ও তাঁর দান্দান মুবারক শহীদ হয়েছিল।

(খ) বনু দীনার গোত্রের এক মহিলাকে তার স্বামী, ভাই ও পিতার শাহাদাতের খবর শুনানো হ'লে তিনি ইন্নালিল্লাহ পাঠ করেন ও তাদের জন্য ইস্তিগফার করেন। অতঃপর তিনি বলেন, রাসূলের খবর কি? বলা হ'ল, তিনি ভাল

১৭. *আহমাদ, হাকেম ৩/২৩।*

১৮. *বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫৪১, সনদ হাসান ও মুসনাদে আহমাদ হা/১৫৫৩১, ২২০০১, সনদ ছহীহ।*

আছেন যেমন তুমি চাচ্ছ হে অমুকের মা'। তখন তিনি অস্থির চিত্তে বলে উঠলেন, أرونيه حتى أنظر إليه 'আমাকে একটু দেখিয়ে দাও, যাতে আমি স্বচক্ষে তাঁকে দেখতে পারি'। তারপর তাকে দেখিয়ে দিতেই খুশী হয়ে তিনি রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন, كل مصيبة بعدك جَلَلٌ 'আপনাকে পাওয়ার পর সব বিপদই তুচ্ছ'। এই মহিলা ছিলেন হিন্দ, যিনি লেংড়া শহীদ আমর ইবনুল জামূহ আনছারী (রাঃ)-এর স্ত্রী।[১৯]

(গ) আউস গোত্রের নেতা সা'দ-এর মা দৌড়ে আসছেন। ঐ সময় তার পুত্র সা'দ ইবনু মু'আয রাসূলের ঘোড়ার লাগাম ধরে চলছিলেন। কাছে এলে সা'দ বললেন, 'হে রাসূল, ইনি আমার মা। রাসূল (ছাঃ) তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, 'মারহাবা'। অতঃপর তিনি থেমে যান এবং তাঁকে তার পুত্র আমর ইবনু মু'আযের শাহাদাতের জন্য সমবেদনা জানান ও ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেন। তখন উম্মে সা'দ বলেন, أما إذ رأيتك سالمًا فقد اشتويت المصيبة– 'যখন আমি আপনাকে নিরাপদ দেখেছি, তখন আমি সব মুছীবতকে নগণ্য মনে করেছি'। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওহোদ যুদ্ধের সকল শহীদের জন্য দো'আ করেন এবং উম্মে সা'দকে উদ্দেশ্য করে বলেন, يا ام سعد ابشري وبشرى أهلهم أن قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعا وشفعوا في أهلهم جميعا– 'হে উম্মে সা'দ! সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং শহীদ পরিবারগুলিকে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও যে, তাদের শহীদগণ সকলে জান্নাতে একত্রে রয়েছে এবং তাদের পরিবারবর্গের ব্যাপারে তাদের সবারই শাফা'আত কবুল করা হবে'। উম্মে সা'দ বললেন, رضينا يا رسول الله ومن يبكي عليهم بعد هذا؟ 'আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এরপরে আর কে তাদের জন্য কান্নাকাটি করবে? অতঃপর তিনি বললেন, ادع لمن خلفوا منهم 'হে রাসূলুল্লাহ! তাদের উত্তরাধিকারীদের জন্য দো'আ করুন'। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দো'আ করলেন, اللهم اذهب حزن قلوبهم واجبر مصيبتهم وأحسن الخلف على من خلفوا– 'হে আল্লাহ! তুমি তাদের অন্তরের দুঃখ দূর করে দাও। তাদের বিপদ নিরাময় করে দাও এবং তাদের উত্তরাধিকারীদের উত্তমরূপে তদারকী কর'।

১৯. *যুরকানী ৬/২৯০; রাহমাতুললিল আলামীন ২/৩৪৩ টীকা-১।*

বনু নাযীর যুদ্ধ

(৪র্থ হিজরীর রবীউল আউয়াল মোতাবেক ৬২৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাস)

ইসলাম ও মুসলমানের প্রতি চরম বিদ্বেষী মদীনার ইহুদী গোত্রগুলির অন্যতম হ'ল বনু নাযীর গোত্র (بنو نضير)। এরা হযরত হারূণের বংশধর বলে কথিত। শেষনবীর সাহচর্য লাভের আশায় তারা বায়তুল মুক্বাদ্দাস অঞ্চল থেকে বিতাড়িত হবার পর মদীনায় হিজরত করেছিল। তাদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত ছিল। তারা তওরাতে বর্ণিত বিবরণ অনুযায়ী শেষনবীকে ঠিকই চিনেছিল। কিন্তু তিনি বনু ইস্রাঈল বংশের না হয়ে বনু ইসমাঈল বংশের হওয়ায় তারা তাঁকে মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং সর্বপ্রকার শত্রুতায় লিপ্ত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় এসে অন্যদের ন্যায় তাদের সাথেও শান্তি চুক্তি করেন। তাতে বলা ছিল যে, কেউ কারু বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। শত্রুকে সাহায্য করবে না। রক্তমূল্য আদায়ের সময় পরস্পরকে সাহায্য করবে। সকলে রাসূলকে সহযোগিতা করার মাধ্যমে মদীনাকে রক্ষা করবে। হুওয়াই বিন আখত্বাব, সালাম বিন আবুল হুক্বাইক্ব, সালাম ইবনু মুশকিম প্রমুখ ছিল এদের নেতা। অর্থ-বিত্তে ও অস্ত্র-শস্ত্রে সমৃদ্ধ হ'লেও তারা কখনো সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'ত না। ভীরু ও কাপুরুষ হওয়ার কারণে সর্বদা শঠতা-প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রের কুট-কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অপতৎপরতায় লিপ্ত থাকতো। ২য় হিজরীতে বদর যুদ্ধের এক মাস পরে অন্যতম ইহুদী গোত্র বনু ক্বায়নুক্বার বিতাড়ন ও ৩য় হিজরীর মধ্য রবীউল আউয়ালে ইহুদী নেতা কা'ব বিন আশরাফের হত্যাকাণ্ডের ফলে তাদের মধ্যে সাময়িকভাবে যে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল, ৩য় হিজরীর শাওয়ালে ওহোদ যুদ্ধে বিপর্যয়ের ফলে তা দূরীভূত হয়। তারা পুনরায় অঙ্গীকার ভঙ্গ করা এবং মদীনার মুনাফিক ও মক্কার মুশরিক নেতাদের সাহায্য করার মাধ্যমে চক্রান্তমূলক তৎপরতা শুরু করে দেয়। সবকিছু জানা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পূর্বের সন্ধিচুক্তির কারণে অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে সবকিছু হযম করতেন। কিন্তু রাজী'-তে ১০ জন ও মাঊনাতে ৬৯ জন নিরীহ মুবাল্লিগকে প্রতারণা ও চরম বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে মর্মান্তিকভাবে হত্যা করার ঘটনার মধ্য দিয়ে তাদের ঔদ্ধত্য চরমে উঠে যায়। এরপরেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ধৈর্য ধারণ করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে তারা খোদ রাসূলকেই হত্যা করার ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে।

ঘটনা ছিল এই যে, মাঊনার মর্মন্তুদ ঘটনায় বেঁচে যাওয়া একমাত্র ব্যক্তি আমর বিন উমাইয়া যামরী (রাঃ) মদীনায় ফেরার পথে 'কারকারা' নামক স্থানে দু'জন কাফিরকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করেন। এর মাধ্যমে তিনি সঙ্গীদের নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঐ

দু'জন ব্যক্তি ছিল বনু কেলাব গোত্রের, যাদের সাথে রাসূলের সন্ধিচুক্তি ছিল, যা আমরের জানা ছিল না। মদীনায় এসে ঘটনা বিবৃত করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তুমি এমন কাজ করেছ যে, এখন আমাদেরকে রক্তমূল্য দিতে হবে।

অতঃপর রক্তমূল্য সংগ্রহের জন্য তিনি আবুবকর, ওমর, আলী ও আরও কয়েকজনকে সাথে নিয়ে মদীনা হ'তে দু'মাইল দূরে বনু নাযীর গোত্রে গমন করেন। কারণ তাদের সঙ্গে পূর্বে কৃত সন্ধি চুক্তি এভাবেই ছিল যে, রক্তমূল্য আদায়ে তারা পরস্পরকে সাহায্য করতে বাধ্য থাকবে। তাদের সঙ্গে আলাপের পর তারা রাযী হয়ে যায় এবং তারা তাদের একটি বাড়ীতে রাসূলকে বসিয়ে রক্তমূল্য আনতে যায়। রাসূল ও তাঁর সাথীগণ সেখানে অপেক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু ইহুদী নেতারা গোপনে একত্রিত হ'লেই শয়তান তাদের পেয়ে বসে এবং রাসূলকে সেখানেই হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের অন্যতম নেতা ও গোত্রের কোষাধ্যক্ষ সালাম বিন মুশকিম একাজে বাধা দিয়ে বলেন, তোমরা একাজ করো না। আল্লাহ্র কসম! এটা তাকে অবগত করানো হবে। অধিকন্তু আমাদের ও তাদের মধ্যে যে সন্ধিচুক্তি রয়েছে একাজটি তার বিপরীত হবে'। কিন্তু তারা কোন কথা শুনলো না। আমর বিন জাহহাশকে (عمرو بن جحاش) নিয়োগ করা হ'ল এজন্য যে, দেয়ালের উপর থেকে পাথরের ভারি চাকি নিক্ষেপ করে সেখানে নীচে উপবিষ্ট রাসূলকে সে অতর্কিতে হত্যা করবে।

তাদের এই চক্রান্তের কথা জিব্রীল আল্লাহ্র হুকুমে রাসূলকে সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেন এবং তিনি দ্রুত সেখান থেকে উঠে চলে আসেন। তিনি ছাহাবায়ে কেরামকে ইহুদীদেরকে এই ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের কথা অবহিত করেন। অতঃপর মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহকে তখনই বনু নাযীরের কাছে এই নির্দেশসহ প্রেরণ করেন যে, তারা যেন অনতিবিলম্বে মদীনা ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। এজন্য তাদেরকে দশদিনের সময় দেওয়া হ'ল। এরপর সেখানে কাউকে পাওয়া গেলে তাদের সবাইকে হত্যা করা হবে।

এই দশদিন সময়ের মধ্যেই শয়তান তাদেরকে আবার ধোঁকায় ফেলল। মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তাদের যেতে নিষেধ করল। সে তার দু'হাযার সেনা দিয়ে তাদের সাহায্য করার অঙ্গীকার করল। এতদ্ব্যতীত আরেকটি ইহুদী গোত্র বনু কুরায়যা ও বেদুঈন গোত্র বনু গাৎফান তাদের সাহায্য করবে বলে আশ্বস্ত করল। বনু নাযীর নেতা হুয়াই বিন আখত্বাব মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের কথার উপরে বিশ্বাস রেখে মদীনা পরিত্যাগ না করে মুসলমানদের সাথে মুকাবিলার সিদ্ধান্ত নিল। এ সিদ্ধান্ত তারা যথারীতি রাসূলকে জানিয়ে দিল। তখন রাসূল (ছাঃ) যুদ্ধ প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূমের উপরে মদীনার দায়িত্বভার অর্পণ করে তিনি বনু নাযীর দুর্গ অবরোধ করেন। ইহুদীরা দুর্গ প্রাচীর থেকে মুসলিম বাহিনীকে লক্ষ্য করে তীর ও প্রস্তর সমূহ ছুঁড়তে থাকে। কিন্তু তাতে কোন কাজ হয়নি। অবরোধ ৬দিন মতান্তরে ১৫দিন অব্যাহত থাকে। তারা যখন দেখল যে, কেউ তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসছে না, তখন তারা আত্মসমর্পণে বাধ্য হল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে অস্ত্র-শস্ত্র ছাড়া বাকী সব মালামাল নিয়ে পরিবার-পরিজনসহ চলে যাবার অনুমতি দিলেন। তারা নিজেদের হাতে গড়া ঘরবাড়ি নিজেরা ভেঙ্গে দরজা-জানালা সহ ৬০০ উট বোঝাই করে নিয়ে চলে যায়। গোত্রনেতা হুয়াই বিন আখত্বাব, সালাম বিন আবুল হুক্বাইক্ব সহ অধিকাংশ ইহুদী ৬০ মাইল দূরে খায়বরে চলে যায়। বাকী কিছু অংশ সিরিয়া চলে যায়। তবে তাদের মধ্যে ইয়ামীন বিন আমর ও আবু সা'দ বিন ওয়াহাব (يامين بن عمرو وأبو سعد بن وهب) নামক দু'জন ব্যক্তি ইসলাম কবুল করেন। ফলে তাদের মালামাল সবই অক্ষত থাকে।

বনু নাযীরের পরিত্যক্ত সম্পত্তি গনীমত নয় বরং 'ফাই' হিসাবে গণ্য হয়। কেননা এখানে কোন যুদ্ধের প্রয়োজন হয়নি। ফলে তা বণ্টিত হয়নি। সবটাই রাষ্ট্রীয় সম্পদ হিসাবে সংরক্ষিত হয়। যা তিনি পরবর্তী যুদ্ধ প্রস্তুতি ও অন্যান্য দান-ছাদাক্বাহ্র কাজে ব্যয় করেন। অবশ্য সেখান থেকে কিছু অংশ তিনি ব্যয় করেন নিজস্ব অধিকার বলে প্রথম দিকে হিজরতকারী ছাহাবীগণের মধ্যে। কিছু দেন অভাবগ্রস্ত আনছার ছাহাবী আবু দুজানা ও সাহল বিন হুনায়েফকে এবং কিছু রাখেন নিজ স্ত্রীগণের সংবৎসরের খোরাকির জন্য। এ বিষয়ে সূরা হাশর ৬-৭ আয়াত দ্বয় নাযিল হয়। তাদের এই নির্বাসনকে কুরআনে أول الحشر বা 'প্রথম একত্রিত বহিষ্কার' *(হাশর ৫৯/২)* বলে অভিহিত করা হয়।

বনু নাযীরকে রাসূলের বিরুদ্ধে উসকে দেবার কাজে মুনাফিকদের প্ররোচনা দান অতঃপর পিছিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে আল্লাহ পাক সরাসরি শয়তানের কাজের সঙ্গে তুলনা করে বলেন,

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيْءٌ مِّنْكَ إِنِّيْ أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ- فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيْهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِيْنَ-

'তারা শয়তানের মত, যে মানুষকে কাফের হ'তে বলে। অতঃপর যখন সে কাফের হয়, তখন শয়তান বলে, তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্ব পালনকর্তা

আল্লাহকে ভয় করি'। 'অতঃপর উভয়ের পরিণতি হবে এই যে, তারা উভয়ে জাহান্নামে যাবে এবং সেখানে চিরকাল বাস করবে। এটাই হ'ল যালেমদের প্রতিফল' *(হাশর ৫৯/১৬-১৭)*।

মূলতঃ এর দ্বারা আল্লাহ পাক আরব উপদ্বীপকে কাফিরমুক্ত করতে চেয়েছেন এবং সেটাই পরে বাস্তবায়িত হয়েছে বনু কুরায়যার বিশ্বাসঘাতকতার চূড়ান্ত শাস্তি ও বিতাড়নের মাধ্যমে এবং সবশেষে হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক খায়বর থেকে দ্বিতীয়বার ইহুদীদের বিতাড়নের মাধ্যমে।

বনু নাযীর যুদ্ধের শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ

১. ইহুদী-নাছারা নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের প্রতি সর্বদা বিদ্বেষ পরায়ণ এবং মুসলমানদের সাথে কৃত সন্ধিচুক্তির প্রতি তারা কখনো শ্রদ্ধাশীল থাকে না *(বাক্বারাহ ২/১২০; মায়েদাহ ৫/৫১)*।

২. ইহুদীরা অর্থ-বিত্ত ও অস্ত্র-শস্ত্রে সমৃদ্ধ হ'লেও তারা সব সময় ভীরু ও কাপুরুষ। সেকারণ তারা সর্বদা শঠতা ও প্রতারণার মাধ্যমে মুসলিম শক্তির ধ্বংস কামনা করে *(হাশর ৫৯/২, ১৪)*।

৩. তারা সর্বদা শয়তানের তাবেদারী করে এবং কোনরূপ ধর্মীয় অনুভূতি বা এলাহী বাণী তাদেরকে শয়তানের আনুগত্য করা হ'তে ফিরাতে সক্ষম হয় না *(হাশর ৫৯/১১-১২, ১৬)*।

৪. যুদ্ধের স্বার্থে ফলদার গাছ ইত্যাদি কাটা যাবে *(হাশর ৫৯/৫)*।

৫. যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত নয়, বরং শত্রু পক্ষীয় কাফেরদের পরিত্যক্ত সকল সম্পদ ফাই (فَيْء)-এর অন্তর্ভুক্ত হবে, যা পুরোপুরি রাষ্ট্র প্রধানের এখতিয়ারে থাকবে। তিনি সেখান থেকে যেভাবে খুশী ব্যয় করবেন। অনুরূপভাবে খারাজ, জিযিয়া, বাণিজ্যিক ট্যাক্স প্রভৃতি আকারে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে যা কিছু জমা হয়, সবই ফাই-য়ের অন্তর্ভুক্ত। জাহেলী যুগে নিয়ম ছিল, এ ধরনের সকল সম্পদ কেবল বিত্তশালীরাই কুক্ষিগত করে নিত। তাতে নিঃস্ব ও দরিদ্রদের কোন অধিকার ছিল না। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রে উক্ত সম্পদ নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণের জন্য রাষ্ট্রপ্রধানকে এখতিয়ার দেওয়ায় হয়েছে এবং পুঁজি যাতে কেবল ধণিক শ্রেণীর মধ্যে আবর্তিত না হয়, তার ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে *(হাশর ৫৯/৬-৭)*। এখানে শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত ফাই কেবলমাত্র বিত্তহীন মুহাজির ও দু'জন বিত্তহীন আনছারের মধ্যে বণ্টন করেন। কিন্তু কোন বিত্তবানকে দেননি। এর উদ্দেশ্য ছিল সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা। উল্লেখ্য যে, গনীমত হ'ল ঐ সম্পদ যা যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয়। যার এক পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হয়। বাকী চার পঞ্চমাংশ ইসলামী সেনাবাহিনীর মধ্যে বণ্টিত হয় *(আনফাল ৮/১, ৪১)*।

৬. ইসলামী এলাকায় ইহুদী-নাছারাদের বসবাস নিরাপদ নয়। সেকারণ রাষ্ট্র প্রয়োজন বোধ করলে তাদেরকে বহিষ্কারাদেশ ও নির্বাসন দণ্ড দিতে পারে *(হাশর ৫৯/২)*। হযরত ওমরের খেলাফত কালে (১৩-২৩ পৃঃ) এদের শঠতা ও দৌরাত্ম্য বেড়ে গেলে তিনি খায়বর থেকে এদেরকে নাজদ ও আযরূ'আত, মতান্তরে তায়মা ও আরীহা-তে নির্বাসিত করেন। ইতিহাসে যাকে '২য় হাশর' বলা হয়ে থাকে *(তাফসীর কুরতুবী, হাশর ২)*।

বস্তুতঃ আল্লাহ্র গযবপ্রাপ্ত এই জাতি *(বাক্বারাহ ২/৬১)* পৃথিবীর কোথাও কোনকালে শান্তি ও স্বস্তির সাথে বসবাস করতে পারেনি এবং পারবেও না। ফিলিস্তিনী আরব মুসলমানদের তাদের আবাসভূমি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে সেখানে যে ইহুদী বসতি কায়েম করা হয়েছে এবং ১৯৪৮ সাল থেকে যাকে 'ইসরাঈল' রাষ্ট্র নামকরণ করা হয়েছে, ওটা আসলে কোন রাষ্ট্র নয়। বরং মধ্যপ্রাচ্যের বুকে পাশ্চাত্য খৃষ্টানদের তৈরী করা একটি সামরিক কলোনী এবং অস্ত্রগুদাম মাত্র। পাশ্চাত্যের দয়া ও সমর্থন ব্যতীত যার একদিনের জন্যও টিকে থাকা সম্ভব নয়। যতদিন দুনিয়ায় ইহুদীরা থাকবে, ততদিন তাদেরকে এভাবেই অন্যের মুখাপেক্ষী হয়েই বেঁচে থাকতে হবে। কেননা এটাই আল্লাহ্র পূর্ব নির্ধারিত বিধান *(আলে ইমরান ৩/১১২)*। এক্ষণে তাদের বাঁচার একটাই পথ রয়েছে- পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে ইসলাম কবুল করা এবং বাকী আরব ও মুসলিম বিশ্বের সাথে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা।

[ক্রমশঃ]

জাল হাদীছের কবলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত

মুযাফফর বিন মুহসিন

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

ছালাতের ফযীলত

(١) عَنْ أُمِّ رُوْمَانَ قَالَتْ رَآنِيْ أَبُوْ بَكْرٍ أَتَمَيَّلُ فِي الصَّلاَةِ فَزَجَرَنِيْ زَجْرَةً كِدْتُ أَنْصَرِفُ مِنْ صَلاَتِيْ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَسْكُنْ أَطْرَافَهُ وَلاَ يَتَمَيَّلْ تَمَيُّلَ الْيَهُوْدِ فَإِنَّ تَسْكِيْنَ الأَطْرَافِ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ-

(১) উম্মু রূমান বলেন, আবূবকর (রাঃ) আমাকে একদা ছালাতে ঝুঁকতে দেখে অত্যন্ত জোরে ধমক দিলেন। ফলে আমি ছালাত ছেড়ে দেওয়ার উপক্রম হ'লাম। তারপর তিনি বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি ছালাতে দাঁড়ায় তখন সে যেন তার শরীরকে স্থির রাখে। ইহুদীদের মত যেন না ঝুঁকায়। কারণ ছালাতের মধ্যে শরীরে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থির রাখা ছালাত পরিপূর্ণ হওয়ার অংশ।[২০]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি জাল।[২১] এর সনদে হাকাম ইবনু আব্দুল্লাহ নামে একজন মিথ্যুক রাবী আছে। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, এর সমস্ত হাদীছই জাল।[২২]

(٢) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا وَأَسْبَغَ لَهَا وُضُوْءَهَا وَأَتَمَّ لَهَا قِيَامَهَا وَخُشُوْعَهَا وَرُكُوْعَهَا وَسُجُوْدَهَا خَرَجَتْ وَهِيَ بَيْضَاءُ مُسْفِرَةٌ تَقُوْلُ حَفِظَكَ اللهُ كَمَا حَفِظْتَنِيْ وَمَنْ صَلَّى الصَّلاَةَ لِغَيْرِ وَقْتِهَا فَلَمْ يُسْبِغْ لَهَا وُضُوْءَهَا وَلَمْ يُتِمَّ لَهَا خُشُوْعَهَا وَرُكُوْعَهَا وَسُجُوْدَهَا خَرَجَتْ وَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ تَقُوْلُ ضَيَّعَكَ اللهُ كَمَا ضَيَّعْتَنِيْ حَتَّى إِذَا كَانَتْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ لُفَّتْ كَمَا يُلَفُّ الثَّوْبُ الْخَلَقُ ثُمَّ ضُرِبَ بِهَا وَجْهُهُ-

(২) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ওয়াক্ত মোতাবেক ছালাত আদায় করে, ভালভাবে ওযূ করে, পূর্ণ ক্বিয়াম, রুকূ, সিজদা করে ও নম্রতা অবলম্বন করে তার ছালাত আলোকোজ্জ্বল হয়ে বের হয় এবং বলে, আল্লাহ তোমাকে হেফাযত করুন যেভাবে তুমি আমাকে হেফাযত করলে। আর যে ব্যক্তি ওয়াক্ত মত ছালাত আদায় করবে না, সুন্দরভাবে ওযূ করবে না, রুকূ-সিজদা করবে না তার ছালাত কালো কুৎসিত হয়ে বের হবে এবং বলবে, আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন যেভাবে তুমি আমাকে ধ্বংস করেছ। অতঃপর সেই ছালাতকে পুরান কাপড়ের মত জড়িয়ে তার মুখে মারা হবে।[২৩]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি অত্যন্ত দুর্বল।[২৪] উক্ত বর্ণনার সনদে আব্দুর রহমান ও আবূ উবায়দাহ নামে দু'জন ত্রুটিপূর্ণ রাবী রয়েছে।[২৫]

(٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ بِأَهْلِهِ الضَّيْقُ أَمَرَهُمْ بِالصَّلاَةِ ثُمَّ قَرَأَ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا الآية-

(৩) আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম বলেন, যখন নবী করীম (ছাঃ)-এর পরিবারে অভাব-অনটন দেখা দিত তখন তিনি তাদেরকে ছালাত আদায় করার নির্দেশ করতেন। অতঃপর পড়তেন, 'আর আপনি আপনার পরিবারকে ছালাতের নির্দেশ দিন এবং আপনিও তার প্রতি অটল থাকুন (সূরা ত্বো-হা ১২৩)।[২৬]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ।[২৭] ইমাম ত্বাবারাণী বলেন, আব্দুল্লাহ বিন সালাম ছাড়া এই হাদীছ আর কেউ বর্ণনা করেননি। মা'মার এককভাবে এটা বর্ণনা করেছে।[২৮]

(٤) عَنْ مُجَاهِدٍ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ وَلاَ يَشْهَدُ جُمُعَةً وَلاَ جَمَاعَةً قَالَ هُوَ فِي النَّارِ-

(৪) মুজাহিদ বলেন, ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, যে ব্যক্তি দিনে ছিয়াম পালন করে এবং রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়ে কিন্তু জামা'আতে এবং জুম'আর ছালাতে শরীক হয় না তার কী হবে? তিনি উত্তরে বললেন, সে জাহান্নামী।[২৯]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ।[৩০] উক্ত হাদীছের সনদে লাইছ ইবনু আবী সুলাইম নামে একজন দুর্বল রাবী আছে।[৩১]

(٥) عَنْ سَهْلِ بن مُعَاذ بن أَنَسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْجَفَاءُ كُلُّ الْجَفَاءِ وَالْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ مَنْ سَمِعَ مُنَادِيَ اللَّهِ يُنَادِي بِالصَّلاَةِ وَيَدْعُو إِلَى الْفَلاَحِ فَلا يُجِيْبُهُ-

২০. হিলইয়াতুল আওলিয়া; ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৭০।
২১. সিলসিলা যঈফাহ হা/২৬৯১।
২২. সিলসিলা যঈফাহ ৬/২১৪ পৃঃ।
২৩. তাবারাণী, আল-আওসাত হা/৩০৯৫; ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৬২-১৬৩।
২৪. যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২২১।
২৫. لم يروه عن حميد عن أنس إلا عباد تفرد به عبد الرحمن وأبو عبيدة هو حميد الطويل -তাবারাণী, আল-আওসাত হা/৩০৯৫।
২৬. তাবারাণী, আল-আওসাত হা/৮৮৬।
২৭. ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৫১।
২৮. لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن سلام إلا بهذا الإسناد تفرد به معمر তাবারাণী, আল-আওসাত হা/৮৮৬।
২৯. তিরমিযী হা/২১৮, ১/৫২ পৃঃ; ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৪০।
৩০. যঈফ তিরমিযী হা/২১৮; যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২৩৬ ও৪৪৬।
৩১. তাহক্বীক্ব জামেউল উছূল হা/৩৮১১ -এর টীকা দ্রঃ; আত-তুয়ূরুইয়াত ৫/২১ পৃঃ।

(৫) সাহল ইবনু মু'আয (রাঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ঐ লোকের কাজ অত্যন্ত যুলুম, কুফর ও শঠতাপূর্ণ যে ছালাত ও কল্যাণের দিকে আহ্বানকারীর ডাক শুনল কিন্তু মসজিদে উপস্থিত হ'ল না।[৩২]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ।[৩৩] উক্ত হাদীছের সনদে ইবনু লাহিয়া ও যুবান ইবনু ফায়েদ নামে দু'জন দুর্বল রাবী আছে।[৩৪]

(٦) عَنْ مُسْلِمٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي أُمَامَةَ وَهُوَ يَتَفَلَّى فِي الْمَسْجِدِ وَيَدْفِنُ الْقَمْلَ فِي الْحَصَى فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا أُمَامَةَ إِنَّ رَجُلًا حَدَّثَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوْءَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَفْرُوْضَةِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَا مَشَتْ إِلَيْهِ رِجْلُهُ وَقَبَضَتْ عَلَيْهِ يَدَاهُ وَسَمِعَتْ إِلَيْهِ أُذُنَاهُ وَنَظَرَتْ إِلَيْهِ عَيْنَاهُ وَحَدَّثَ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ سُوءٍ قَالَ وَاللَّه لَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَا أُحْصِيهِ-

(৬) আবু মুসলিম বলেন, আমি আবু উমামা (রাঃ)-এর নিকট গেলাম। তখন তিনি মসজিদের পোকা-মাকড় দূর করছিলেন এবং আবর্জনা ফেলে দিচ্ছিলেন। আমি বললাম, আপনার নিকট থেকে আমার কাছে এক ব্যক্তি এই হাদীছ বর্ণনা করেছে যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ভালভাবে ওযূ করে, দুই হাত ও মুখ ধৌত করে, মাথা ও কান মাসাহ করে অতঃপর ফরয ছালাতে দাঁড়ায় আল্লাহ তা'আলা তার ঐ দিনের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেন। যা সে হাত, কান, চোখ, চলাফেরা এবং অন্তরের কল্পনার মাধ্যমে করেছে। অতঃপর আবু উমামা বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে একাধিক বার এই হাদীছ শুনেছি।[৩৫]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ। এর সনদে আবু মুসলিম নামে মিথ্যুক বর্ণনাকারী রয়েছে।[৩৬]

(٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ-

(৭) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, কোন ওযর ছাড়াই যদি কেউ দুই ছালাত একত্রিত করে পড়ে তাহলে সে কাবীরা গোনাহের যে সমস্ত দরজা রয়েছে তার একটিতে উপনীত হল।[৩৭]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি অত্যন্ত দুর্বল।[৩৮] ইমাম তিরমিযী বলেন, এর সনদে হানাশ নামে একজন রাবী আছে। ইমাম আহমাদ সহ অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ তাকে যঈফ বলেছেন।[৩৯]

(٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا سَهْمَ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ لَا صَلَاةَ لَهُ وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوْءَ لَهُ-

(৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, যার ছালাত হয়না ইসলামে তার কোন অংশ নেই এবং যার ওযূ হয় না তার ছালাত হয় না।[৪০]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি অত্যন্ত যঈফ।[৪১] উক্ত হাদীছের সনদে আব্দুল্লাহ ইবনু সাঈদ ইবনু আবু সাঈদ নামে একজন রাবী আছে। সে সকল মুহাদ্দিছের ঐকমত্যে যঈফ।[৪২]

(٩) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا طُهُوْرَ لَهُ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا صَلَاةَ لَهُ إِنَّمَا مَوْضِعُ الصَّلَاةِ مِنَ الدِّيْنِ كَمَوْضِعِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ-

(৯) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যার আমানত নেই তার ঈমান নেই, যার ওযূ হয় না তার ছালাত হয় না, যে ছালাত আদায় করে না তার দ্বীন নেই। মূলত: দ্বীনের মধ্যে ছালাতের স্থান অনুরূপ যেমন শরীরের মধ্যে মাথার স্থান।[৪৩]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ। ইমাম তাবারাণী বলেন, মিনদিল ছাড়া উবায়দুল্লাহ বিন ওমর থেকে এই হাদীছ কেউ বর্ণনা করেনি। আর হাসান তার থেকে এককভাবে বর্ণনা করেছে।[৪৪]

---

৩২. মুসনাদে আহমাদ হা/১৫৬৬৫; তাবারাণী হা/১৬৮০৪; ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১৩৮।
৩৩. যঈফ আত-তাগীব ওয়াত তারহীব হা/২৩৩; যঈফুল জামে' হা/২৬৫০।
৩৪. তাহক্বীক্ব মাজমাউয যাওয়ায়েদ হা/২১৫৯, ২/৫৪ পৃঃ; তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ১৫২।
৩৫. মুসনাদে আহমাদ হা/২২৩২৬; ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ৭৭।
৩৬. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৭১১, ১৪/৪৬৫ পৃঃ; যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১৩৪।
৩৭. তিরমিযী হা/১৮৮, ১/৪৮ পৃঃ, 'ছালাত' অধ্যায়; তাবারাণী হা/১১৩৭৫; বায়হাক্বী সুনানুল কুবরা হা/৫৭৭১; হাকেম হা/১০২০; ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১০০।
৩৮. সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৫৮১।
৩৯. حنش هذا هو أبو على الرحبي وهو حسين بن قيس وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد وغيره- তিরমিযী হা/১৮৮, ১/৪৮ পৃঃ।
৪০. মুসনাদে বাযযার হা/৮৫৩৯; ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ১১৮।
৪১. যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩০১।
৪২. মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১/৩৬৪ পৃঃ, হা/১৬১২।
৪৩. তাবারাণী, আওসাত ২/৩৮৩ পৃঃ; আল-মু'জামুছ ছাগীর হা/১৬২; মুন্তাখাব হাদীস, পৃঃ ১৯০।
৪৪. لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّه بن عُمَرَ إِلا مِنْدَلٌ وَلا عَنْ مِنْدَلٍ إِلا حَسَنٌ تَفَرَّدَ به الْحُسَيْنُ بن الْحَكَم- যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২১৩; যঈফুল জামে' হা/৬১৭৮।

(١٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ صَلاَةً لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ-

(১০) ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কোন এক ওয়াক্ত ছালাত ছেড়ে দিল সে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করবে যখন তিনি ঐ ব্যক্তির উপর রাগান্বিত থাকবেন।[৪৫]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি যঈফ। উক্ত হাদীছের সনদে সিমাক ও সাহল ইবনু মাহমূদ নামে দু'জন দুর্বল রাবী আছে।[৪৬]

(١١) عَنْ عَبْد الله قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ثَلاَثَةٌ لا يَهُوْلُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَلاَ يَنَالُهُمُ الْحِسَابُ هُمْ عَلَى كَثِيْبٍ مِنْ مِسْكٍ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ حِسَابِ الْخَلاَئِقِ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ ابْتِغَاءَ وَجْه الله وَأَمَّ بِه قَوْمًا وَهُمْ يَرْضَوْنَ بِه وَدَاعٍ يَدْعُو إِلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ابْتِغَاءَ وَجْه الله وَعَبْدٌ أَحْسَنَ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّه وَفِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوَالِيْه-

(১১) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, তিন ব্যক্তি এমন আছে যাদের জন্য ক্বিয়ামতের কঠিন কষ্টের ভয় নেই। অন্যান্য মাখলূকের হিসাব না হওয়া পর্যন্ত তাদের হিসাব দিতে হবে না। এর পূর্বে তারা মেশকের টিলায় ভ্রমণ করবে। তাদের একজন হ'ল- যে আল্লাহ্র জন্য কুরআন তেলাওয়াত করেছে, এমনভাবে ইমামতি করেছে যে মুক্তাদীরা তার উপর সন্তুষ্ট। দ্বিতীয় : ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য মানুষকে ছালাতের দিকে আহ্বান করে। তৃতীয় : ঐ ব্যক্তি, যে তার মনীবের সাথে ও আয়ত্বাধীন লোকদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে।[৪৭]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ। এই বর্ণনার সনদে উছমান ইবনু ক্বায়েস আবুল ইয়াকযান ও বাশীর ইবনু আছেম নামে দু'জন দুর্বল রাবী রয়েছে।[৪৮]

(١٢) عَنْ عُبَيْد اللَّه بْنِ سَلْمَانَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَاب النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ قَالَ لَمَّا فَتَحْنَا خَيْبَرَ أَخْرَجُوْا غَنَائِمَهُمْ مِنَ الْمَتَاعِ وَالسَّبْيِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَبَايَعُوْنَ غَنَائِمَهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ حِيْنَ صَلَّى رَسُوْلُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّه لَقَدْ رَبِحْتُ رِبْحًا مَا رَبِحَ الْيَوْمَ مِثْلَهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْوَادِى قَالَ وَيْحَكَ وَمَا رَبِحْتَ. قَالَ مَا زِلْتُ أَبِيْعُ وَأَبْتَاعُ حَتَّى رَبِحْتُ ثَلاَثَمِائَة أُوقِيَّة فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنَا أُنَبِّئُكَ بِخَيْرِ رَجُلٍ رَبِحَ قَالَ مَا هُوَ يَا رَسُوْلَ اللَّه قَالَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصَّلاَةِ-

(১২) উবায়দুল্লাহ ইবনু সালমান থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ)-এর জনৈক ছাহাবী তার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেছে যে, আমরা যখন খায়বার বিজয় করলাম তখন তারা তাদের গণীমত সমূহ বের করে দিল। যার মধ্যে বিভিন্ন রকমের সম্পদ ও যুদ্ধবন্দী ছিল। লোকেরা তাদের নিকট থেকে গণীমত ক্রয় করতে লাগল। তখন এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, এই ব্যবসায় আমার যা লাভ হয়েছে অন্য কারো এত লাভ হয়নি। রাসূল (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কত লাভ হয়েছে? সে বলল, আমি সমানে ক্রয়-বিক্রয় করছিলাম তাতে ৩০০ উকিয়া লাভ হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি কি তোমাদের এর চেয়ে অধিক লাভবান হওয়া যায় এমন কথা বলব? সে বলল, সেটা কী হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, ফরয ছালাতের পর দুই রাক'আত।[৪৯]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ। উক্ত হাদীছের সনদে উবায়দুল্লাহ ইবনু সালমান নামে এক সম্পূর্ণ অপরিচিত রাবী আছে।[৫০]

(١٣) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع خصال فقال لا تشركوا بالله شيئا وإن قطعتم أو حرقتم أو صلبتم ولا تتركوا الصلاة متعمدين فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة ولا تركبوا المعصية فإنها سخط الله ولا تشربوا الخمر فإنها رأس الخطايا كلها ولا تفروا من الموت أو القتل وإن كنتم فيه ولا تعص والديك وإن أمراك أن تخرج من الدنيا كلها فاخرج ولا تضع عصاك عن أهلك وأنصفهم من نفسك-

(১৩) উবাদা ইবনু ছামেত (রাঃ) বলেন, আমার বন্ধু রাসূল (ছাঃ) আমাকে সাতটি বিষয়ে অছিয়ত করেছেন। তিনি বলেন, (১) তোমরা শিরক করবে না যদিও তোমাকে টুকরো টুকরো করে হত্যা করা হয় অথবা আগুনে পোড়ানো হয় অথবা শুলিতে চড়িয়ে হত্যা করা হয় (২) তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত ছেড়ে দিওনা। কারণ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ছালাত ছেড়ে দিবে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। (৩) অবাধ্যতার নিকটবর্তী হয়ো না। কারণ এটা আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কারণ। (৪) মদ্যপান করো না। কারণ উহা প্রত্যেক পাপের উৎস (৫) মৃত্যু কিংবা জিহাদ থেকে

৪৫. তাবারাণী কাবীর হা/১১৬১৭; মুস্তাখাব হাদীস, পৃঃ ১৯১।
৪৬. সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৫৭৩।
৪৭. তাবারাণী হা/১১১৬; মুস্তাখাব হাদীস, পৃঃ ১৯৫।
৪৮. সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৮১২; যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৮৬৩।
৪৯. আবুদাঊদ হা/২৭৮৫; ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ৮৫।
৫০. সিলসিলা যঈফাহ হা/২৯৪৮।

পলায়ন করো না, যদি তার মধ্যে পড়ে যাও (৬) পিতা-মাতার অবাধ্য হয়ো না। যদি তারা তোমাকে দুনিয়ার সমস্ত কাজ থেকে বিরত থাকতে বলে তুমি তাও বিরত থাক (৭) তুমি তোমার পরিবার থেকে আদর্শের লাঠি তুলে নিও না এবং তোমার পক্ষ থেকে তাদের উপর ইনছাফ করো।[৫১]

তাহক্বীক্ব : হাদীছটি যঈফ। উক্ত হাদীছের সনদে সালামাহ ইবনু শুরাইহ ও ইয়াযীদ ইবনু ক্বাওযুর নামে দু'জন অপরিচিত রাবী আছে। ইমাম বুখারী ও যাহাবী তাদের অপরিচিত বলেছেন।[৫২] উল্লেখ্য যে, দশটি নছীহত করেছিলেন বলে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তার সনদ ছহীহ।[৫৩]

(١٤) عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ الله صلى الله عليه و سلم حيث حضرته الوفاة قال فقال لنا اتقوا الله في الصلاة اتقوا الله في الصلاة ثلاثا اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم اتقوا الله في الضعيفين المرأة الأرملة و الصبي اليتيم اتقوا الله في الصلاة فجعل يرددها و هو يقول الصلاة و هو يغرغر حتى فاضت نفسه–

(১৪) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর সময় আমরা সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তিনি আমাদের বললেন, তোমরা ছালাতের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। এটা তিনবার বললেন। অতঃপর তোমাদের দাসীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর এবং দুই শ্রেণীর দুর্বল লোকের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর- বিধবা নারী ও ইয়াতীম বালক। তারপর তিনি বারবার বলতে থাকলেন, ছালাতের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আত্মা বের হওয়া পর্যন্ত তিনি এই ছালাতের কথা বলতেই থাকলেন।[৫৪]

তাহক্বীক্ব : বর্ণনাটি অত্যন্ত যঈফ। উক্ত বর্ণনার সনদে আম্মার ইবনু যুরাবী নামে মাতরূক ও মিথ্যুক রাবী আছে।[৫৫] উল্লেখ্য যে, রাসূল (ছাঃ)-এর শেষ কথা ছিল ছালাত ও নারী জাতি সম্পর্কে মর্মে যে হাদীছ ইবনু মাজাতে এসেছে তা ছহীহ।[৫৬]

(১৫) 'যে ব্যক্তি ফরয ছালাত সমূহের যথাযথ হেফাযত করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে পাঁচ দিক থেকে সম্মানিত করবেন। (১) সংসারের অভাব-অনটন দূর করবেন (২) কবরের আযাব মাফ করবেন (৩) বিচারের দিন ডান হাতে আমলনামা দিবেন (৪) পুলছিরাতের উপর দিয়ে দ্রুত গতিতে পার হয়ে যাবে (৫) বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ছালাতের ব্যাপারে অলসতা করে তাকে পনের প্রকারের শাস্তি প্রদান করা হবে। তার মধ্যে পৃথিবীতে পাঁচ প্রকার, মৃত্যুর সময় তিন প্রকার, তিন প্রকার কবরে, কবর হতে উঠার পর তিন প্রকার। পৃথিবীতে পাঁচ প্রকার হ'ল- (১) তার জীবনে কোন কল্যাণ আসে না (২) তার চেহারা হ'তে জ্যোতি দূর করা হয় (৩) তার সৎ আমলের কোন প্রতিদান দেওয়া হয় না (৪) তার দো'আ কবুল হয় না (৫) সৎ ব্যক্তিদের দো'আর মাঝে তার কোন অংশ থাকে না।

মৃত্যুর সময়ের তিন প্রকার শাস্তি হ'ল- (১) সে লাঞ্ছনার সাথে মৃত্যুবরণ করে (২) ক্ষুধার্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে (৩) এমন তৃষ্ণার্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করে যে সমুদ্র পরিমাণ পানি পান করলেও তার পিপাসা দূর হবে না। কবরে তিন প্রকার শাস্তি হল- (১) তার জন্য কবর এমন সংকীর্ণ হবে যে তার বুকের একদিকের হাড় অপরদিকে ঢুকে যাবে (২) কবরে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হবে (৩) এমন একটি সাপ তার কবরে রাখা হবে যার চক্ষুগুলো আগুনের এবং নখগুলো লোহার। সাপটি এত বড় যে, একদিনের পথ চলার পর শেষ পর্যন্ত পৌঁছা যাবে। এর হুংকার বজ্রের মত। সাপটি বলবে, আমার প্রভু তোমার জন্য আমাকে নির্ধারণ করেছেন, যেন ফজরের ছালাত ত্যাগ করার কারণে সূর্যোদয় পর্যন্ত তোমাকে দংশন করতে পারি, যোহরের ছালাত না পড়ার কারণে যেন আছর পর্যন্ত এবং আছরের ছালাত না পড়ার কারণে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দংশন করতে পারি। অনুরূপ মাগরিবের ছালাত না পড়ার কারণে এশা পর্যন্ত এবং এশার ছালাত নষ্ট করার কারণে সকাল পর্যন্ত দংশন করতে পারি। এই সাপ একবার দংশন করলে সত্তর হাত মাটির নীচে মুর্দা ঢুকে যাবে। এভাবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার শাস্তি হতে থাকবে।

কবর হ'তে উঠার পর তাকে তিন প্রকারের শাস্তি দেওয়া হবে। (১) কঠিনভাবে তার হিসাব নেওয়া হবে (২) আল্লাহ তার উপর রাগান্বিত থাকবেন (৩) তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। পনের নম্বরটি পাওয়া যায় না। তবে অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তার মুখমণ্ডলে তিনটি লাইন লেখা থাকবে : (ক) আল্লাহ্র হক বিনষ্টকারী (খ) ওহে আল্লাহ্র অভিশাপে অভিশপ্ত (গ) দুনিয়াতে যেমন আল্লাহ্র হক বিনষ্ট করেছ তেমনি আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ'।[৫৭]

তাহক্বীক্ব : পুরো বর্ণনাটি মিথ্যা ও বাতিল। কারণ এর কোন সনদ নেই, বর্ণনাকারীও নেই।[৫৮] ফাযায়েলে আমলের মধ্যেই বর্ণনাটির পর্যালোচনায় এক জায়গায় বলা হয়েছে, 'এই হাদীছ মিথ্যা'।[৫৯]

৫১. আল-আহাদীছিল মুখতারাহ হা/৩৫১; ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ৯৬।
৫২. সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৯৯১; যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩০০।
৫৩. আহমাদ হা/২২১২৮; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৫৭০; সনদ হাসান, মিশকাত হা/৬১।
৫৪. বায়হাক্বী হা/১১০৫৩; ফাযায়েলে আমল, পৃঃ ৮৭।
৫৫. সিলসিলা যঈফা হা/৩২১৬।
৫৬. ইবনু মাজাহ হা/২৬৯৮, পৃঃ ১৯৩, 'অছিয়ত' অধ্যায়; আবুদাঊদ হা/৫১৫৬।
৫৭. ফাযায়েলে আমল, ফাযায়েলে নামায অংশ (উর্দু), পৃঃ ৩১-৩৩; (বাংলা), পৃঃ ১০৪-১০৬; ইবনু হাজার হায়ছামী, আল-যাওয়াজির আন ইক্বতিরাফিল কাবাইর, (বৈরুত: ১৯৯৯), পৃঃ ২৬৪।
৫৮. আরশীফ মুলতাক্বা আহলিল হাদীছ, ৪১/১১৬।
৫৯. ফাযায়েলে আমল, (উর্দু) পৃঃ ৩৪; বাংলা, পৃঃ ১০৬।

ওয়াহ্হাবী আন্দোলন : উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ এবং মুসলিম বিশ্বে এর প্রভাব

*আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব**

(২য় কিস্তি)

নাজদের অবস্থা :

ভৌগলিকভাবে জাযীরাতুল আরবের এক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে থাকলেও নাজদের রাজনৈতিক ইতিহাস অতীতে তেমন সমৃদ্ধ ছিল না। হিজরী তৃতীয় শতকে আব্বাসীয় আমলে সর্বপ্রথম নাজদ একটি স্বতন্ত্র রাজ্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ২৫৩ হিজরীতে মুহাম্মাদ আল-উখায়যির এ রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। তখন একে 'দাওলাতুল উখায়যিরিয়াহ' নামে অভিহিত করা হ'ত। কিন্তু হিজরী পঞ্চম শতকের মাঝামাঝিতে নাজদের রাষ্ট্রীয় পরিচয় পুনরায় অবলুপ্ত হয়ে যায় এবং তা পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহের অংশবিশেষে পরিণত হয়। ওছমানীয় শাসনামলে পর্বতময় নজদ অঞ্চল রাজনৈতিকভাবে আরো গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। সেখানকার অধিবাসীরা অভ্যন্তরীণ গোলযোগ নিয়েই ব্যস্ত থাকত। ক্ষমতা দখলের দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ে বিশৃংখল নাজদ অঞ্চল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারটি রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ফলে বাইরের দুনিয়ার সাথে তাদের তেমন সম্পর্ক ছিল না।[৬০]

সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার সাথে পাল্লা দিয়ে সেখানকার ধর্মীয় আচার-আচরণেও নেমে এসেছিল দুর্যোগের ঘনঘটা। শিরক ও বিদ'আতের নোংরা আবর্জনায় হারিয়ে গিয়েছিল তাওহীদ ও সুন্নাতের মর্মবাণী। বিভ্রান্ত ছূফীবাদীদের আধিপত্যে আদি ইসলামের দিশা পাওয়া ছিল নিতান্ত ভাগ্যের ব্যাপার। মানুষ আল্লাহ্র ইবাদত ছেড়ে কবর, খানক্বাহ, গাছ, পাথর, ওলী নামধারী মুর্খ পাগল-ফকীরের ইবাদতে লিপ্ত ছিল। তারা তাদের নামে পশু কুরবানী করত ও নযর-নেয়াজ পাঠাত। সমাজে গণক ঠাকুর ও জাদুকররা লাভ করেছিল বিশেষ কদর। মানুষ তাদের কথা নির্বিবাদে বিশ্বাস করত। জ্বিনের পূজায় তারা বিশেষ অর্ঘ্য নিবেদন করত এবং তার অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য নানা শিরকী উপায়-উপকরণের আশ্রয় নিত। যদিও ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাতের মত মৌলিক ইবাদত তারা পুরোপুরি ছেড়ে দেয়নি, কিন্তু তাদের জীবনাচরণ একজন আল্লাহবিমুখ দুনিয়াপূজারী লম্পটের চেয়ে ভিন্নতর ছিল না।[৬১] তাদের অবস্থা ছিল প্রায় জাহেলী যুগের মুশরিকদের মতই। অজ্ঞতার নিকষ কালো আঁধার তাদের অন্তর থেকে হেদায়াতের নূর নিভিয়ে দিয়েছিল। পথভ্রষ্ট, আর খেয়াল-খুশীর অনুসারী লোকেরা ছিল তাদের নেতৃত্বে। তারা আল্লাহর কিতাব, রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের ধার ধারত না। পূর্বপুরুষদের বিদ'আতী আচার-অনুষ্ঠানকেই তারা ইবাদত মনে করত এবং তাদেরকেই সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী বিবেচনা করত।[৬২] ওয়াহ্হাবী আন্দোলনের উপর সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ইতিহাসবিদ হুসাইন বিন গান্নামের (মৃঃ ১৮১১ খৃঃ) বর্ণনায় দেখা যায় যে, নজদের শহরাঞ্চলের মানুষ কবরপূজা (যেমন যিরার ইবনুল আযওয়ারের কবর), গাছপূজা (যীব ও ফুহ্হাল গাছের পূজা), পাথরপূজা (বিনতে উমায়ের পাহাড়ের পূজা), পীরপূজা (তাজুল আ'মার পূজা)- প্রভৃতিতে লিপ্ত ছিল।[৬৩] 'জুবাইলা'তে যায়েদ বিন খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর কবর ছিল। যেখানে লোকেরা সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় প্রার্থনার জন্য যেত এবং তাদের প্রয়োজন পূরণার্থে ফরিয়াদ জানাতো। 'দিরঈইয়া'তেও অনেক ছাহাবীর নাম সংযুক্ত কবর ছিল। যেখানে মানুষ হাজত পূরণের উদ্দেশ্যে ব্যাপক আগ্রহ নিয়ে যেত। সেখানে একটি গুহা ছিল যেখানে তারা নিজেদের মনস্কামনা পূরণের জন্য গমন করত এবং খাদ্য-দ্রব্য দান করত। তাদের ধারণা ছিল, কতিপয় দুস্কৃতিকারীর নির্যাতন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পালিয়ে আসা জনৈক বাদশাহ্র মেয়ে বিনতে উমায়ের এ গুহার নিকট আশ্রয় পেয়েছিল।[৬৪] ইবনে বিশর বলেন, কার্যত: নাজদের প্রতিটি গোত্রে কিংবা উপত্যকায় গাছ বা কবর ইত্যাদি ছিল, যেখানে মানুষ আশীর্বাদ লাভের আশায় পড়ে থাকত। সরাসরি মূর্তিপূজায় লিপ্ত না হলেও কবরপূজাকে তারা মূর্তিপূজার মতই করে ফেলেছিল। সার্বিক পরিস্থিতির চিত্রায়ন করতে যেয়ে হুসাইন বিন গান্নাম তাই যথার্থই লিখেছেন– 'নজদবাসীদের অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছিল যে, তারা আল্লাহ্র চেয়ে কবরবাসীদেরকেই অধিক ভয় পেত, তাই তাদের নৈকট্য লাভের আশায় তারা ব্যতিব্যস্ত থাকত, এমনকি তাদেরকেই আল্লাহ্র চেয়ে অধিক প্রয়োজন পূরণকারী মনে করত।'[৬৫] আর গ্রামাঞ্চলের বেদুঈনদের অবস্থা তো ছিল অবর্ণনীয়। মরুভূমির বিজন শুষ্ক বালুকাময় প্রান্তরে অজ্ঞতার নিকষ কালো আঁধার তাদেরকে একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে জেঁকে ধরেছিল। এমত পরিস্থিতি চলে আসছিল অব্যাহতভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী

---

* *এম.ফিল গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

৬০. *ড. মুনীর আল-আজলানী, তারীখুল আরাবিয়াহ আস-সঊদিইয়াহ (বৈরূত : দারুল কিতাব আল আরাবী, তাবি) পৃ: ১/২৮-৩৬; ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আস-সালমান, প্রাগুক্ত, ১২১ পৃঃ।*

৬১. *শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দিল্লাহ বিন বায, আল ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দিল ওয়াহ্হাব : দাওয়াতুহু ও সীরাতুহু (রিয়ায : ইদারাতুল বুহূছ আল ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা ওয়াদ দাওয়াহ ওয়াল ইরশাদ, ২য় প্রকাশ : ১৪১১ হিঃ), ২৩ পৃঃ।*

৬২. *হুসাইন বিন গান্নাম, রাওযাতুল আফকার ওয়াল আফহাম, তাহক্বীক: ড. নাছেরুদ্দীন আল আসাদ (বৈরূত : দারুশ শুরূক্ব, ৪র্থ প্রকাশ : ১৯৯৪ খৃঃ) ১৩ পৃঃ।*

৬৩. *হুসাইন বিন গান্নাম, প্রাগুক্ত, ১৫-১৭ পৃঃ।*

৬৪. *নূরুল ইসলাম, প্রবন্ধ : বিপ্লবী সমাজ সংস্কারক মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব নাজদী (রঃ), মাসিক আত-তাহরীক, ৬ষ্ঠ বর্ষ ৮ম সংখ্যা, মে ২০০৩ (রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ), ২৩ পৃঃ।*

৬৫. *হুসাইন বিন গান্নাম, প্রাগুক্ত, ১৪ পৃঃ। এই অবস্থা কেবল নজদে নয়, সমগ্র মুসলিম বিশ্বেই বিরাজ করছিল। স্বয়ং মক্কায় বিভিন্ন ছাহাবীদের কবরকে কেন্দ্র করে যেমন মাযার গড়ে উঠেছিল, তেমনি খোদ রাসূল (ছাঃ)-এর কবরকেও মানুষ তীর্থস্থান বানিয়ে নিয়েছিল। এমনকি অনেকে হজ্জের চেয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারতকেই অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করত (ইবনে গান্নাম, প্রাগুক্ত, ৫৭)।*

ধরে; যতদিন না নব উষার শুভবার্তা নিয়ে এই নজদেরই সন্তান মুজাদ্দিদে যামান মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব তাঁর বিপ্লবী সমাজ সংস্কার আন্দোলন নিয়ে আবির্ভূত হন।[৬৬]

মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও তাঁর সমাজ সংস্কার কার্যক্রম :

নাম, বংশধারা ও জন্ম : তাঁর নাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব বিন সুলায়মান আত-তামীমী। তিনি নাজদের বিখ্যাত তামীম গোত্রের মুশাররফ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[৬৭] বর্তমান সঊদী আরবের রাজধানী শহর রিয়ায থেকে প্রায় ৭০ কি:মি: দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত উয়ায়না নগরীতে ১১১৫ হিঃ/১৭০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা আব্দুল ওয়াহ্হাব, চাচা ইবরাহীম, দাদা সুলায়মান, চাচাতো ভাই আব্দুর রহমান প্রত্যেকেই ছিলেন নজদের নেতৃস্থানীয় আলেমে দ্বীন কিংবা বিচারপতি। তাঁর বংশধারা বর্তমানে 'আলে শায়েখ' নামে পরিচিত এবং সঊদী আরবের সাবেক ও বর্তমান গ্রাণ্ড মুফতী এবং বর্তমান বিচারমন্ত্রী এই বংশোদ্ভূত।

শিক্ষালাভ ও দেশভ্রমণ : শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন প্রখর ধীশক্তির অধিকারী। দশ বছর হ'তে না হ'তেই তিনি সমগ্র কুরআন হিফয করে ফেলেন।[৬৮] পিতার কাছেই তাঁর দ্বীনী ইলম অর্জনের হাতেখড়ি হয়। দাদা ও পিতাসহ আত্মীয়দের মধ্যে বেশ কয়েকজন খ্যাতনামা আলেমে দ্বীন হওয়ায় তাঁদের সাহচর্যে শৈশব থেকেই তিনি জ্ঞানচর্চার পরিবেশে বেড়ে উঠেন। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে হাদীছ ও আক্বায়েদ সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহের দিকে তাঁর ঝোঁক সৃষ্টি হয়। এই আগ্রহ থেকেই তিনি ইবনে তায়মিয়াহ ও তদীয় ছাত্র ইবনুল ক্বাইয়িমের লিখিত গ্রন্থসমূহ গভীর মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করা শুরু করেন। এমনকি তাদের অনেক গ্রন্থ তিনি নিজ হাতে প্রতিলিপি করেছিলেন।[৬৯]

স্থানীয় আলেমদের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন শেষে তিনি বহির্বিশ্ব পরিভ্রমণে বের হন। প্রথমেই তিনি মক্কা মু'আযযামা গমন করেন এবং দ্বিতীয়বারের মত হজ্জ আদায় করেন। সেখানকার আলেমদের সাহচর্যে কিছুদিন থাকার পর তিনি মদীনা গমন করেন। সেখানে বিখ্যাত দু'জন আলেম আব্দুল্লাহ বিন ইবরাহীম বিন সায়ফ আন-নাজদী এবং আল্লামা হায়াত সিন্ধীর সাহচর্যে থেকে দীর্ঘদিন জ্ঞানার্জনে ব্যাপৃত থাকেন। তাঁদের কাছে তিনি তাওহীদ, শিরক, সুন্নাত ও বিদ'আত ইত্যাদি ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা পান এবং শিরক ও বিদ'আতী আমল-আক্বীদার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রেরণা লাভ করেন।[৭০] রাসূল (ছাঃ)-এর কবরকে ঘিরে তখন শিরক-বিদ'আতের আড্ডাখানা গড়ে উঠেছিল। বাক্বী কবরস্থানসহ বিভিন্ন কবরস্থানে ছিল পথভ্রষ্ট মানুষের উপচে পড়া ভিড়। এসব দুরবস্থার সাক্ষী হয়ে তিনি নাজদে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ইরাকের বছরা শহরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং সেখানে প্রখ্যাত সালাফী আলেম শায়খ মুহাম্মাদ আল-মাজমুঈসহ কতিপয় বিদ্বানের নিকট হাদীছ, ফিক্বহ ও আরবী ভাষা শিক্ষা করেন। বছরাতেও তখন শিরক-বিদ'আতের রমরমা অবস্থা। শী'আদের ইমাম ও ওলী পূজার আড়ম্বর ও তাদের দেখাদেখি সুন্নীদের মাঝেও শিরক-বিদ'আতের নানামুখী প্রচলন দেখে তিনি অস্থির হয়ে পড়েন। অবশেষে স্বীয় ওস্তাদের উৎসাহ পেয়ে তিনি এই পথভোলা মানুষগুলিকে তাওহীদের দিকে প্রত্যাবর্তন ও শিরক পরিহারের জন্য প্রকাশ্যে দাওয়াত প্রদানের সিদ্ধান্ত নেন।[৭১] তৎকালীন প্রেক্ষাপটে তাঁর এই দাওয়াত ছিল বছরাবাসীদের নিকট অভিনব ও অপ্রত্যাশিত। শায়খ নিজেই বলেন, 'বছরার মুশরিক লোকেরা আমার কাছে নানা সন্দেহের ঝাঁপি খুলে বসতো আর প্রশ্ন করতো। আমি যখন তাদেরকে বলতাম, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করা বৈধ নয়, তখন তারা এমনভাবে হতভম্ব হয়ে পড়ত যে, তাদের মুখে রা ফুটত না।'[৭২] ফলে খুব শীঘ্রই তিনি বছরাবাসীদের কোপানলে পড়ে যান এবং সেখান থেকে তাঁকে নিগৃহীত ও কপর্দকশূন্য অবস্থায় বিতাড়িত হ'তে হয়।[৭৩] প্রায় ৪ বছর তিনি বছরায় ছিলেন। ড. আব্দুল্লাহ ইবনুল উছায়মীন বলেন, বছরায় অবস্থানকালে তিনটি বিষয়ে তিনি উপকৃত হন– ১. ফিক্বহ, হাদীছ ও আরবী ভাষায় দক্ষতা লাভ। ২.শী'আদের বিভ্রান্ত আক্বীদা-আমল খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ। ৩. তুমুল বিরোধের মুখে বিভিন্ন প্রশ্ন ও সন্দেহের জওয়াব প্রদানের উপায় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ।[৭৪] বছরা থেকে নাজদে প্রত্যাবর্তনের পথে যুবায়ের পল্লী হয়ে তিনি আল-আহসায় গমন করেন এবং সেখানে শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল লতীফের নিকট কিছুকাল অধ্যয়ন করেন। অবশেষে ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দের দিকে স্বীয় বাসভূমি নাজদে ফিরে আসেন।[৭৫] আরবের বিভিন্ন প্রান্তে দীর্ঘ সফরের ফলে ইসলামী

৬৬. *ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আস-সালমান, প্রাগুক্ত, ১২১ পৃঃ।*
৬৭. *হুসায়েন বিন গান্নাম, প্রাগুক্ত, ৮১ পৃঃ।*
৬৮. *তদেব।*
৬৯. *ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আস-সালমান, প্রাগুক্ত, ১২৩ পৃঃ। লণ্ডনের বৃটিশ মিউজিয়ামে তাঁর প্রতিলিপিকৃত কিছু গ্রন্থ অদ্যাবধি সংরক্ষিত রয়েছে (উইকিপেডিয়া)।*
৭০. *সালমান বিন আব্দির রহমান আল-হুকায়েল, হায়াতুশ শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব ও হাকীকাতু দা'ওয়াতিহি (রিয়ায : ১৯৯৯খৃঃ), ২৯ পৃঃ; মাসঊদ আলম নাদভী, প্রাগুক্ত, ৪৩ পৃঃ।*
৭১. *আল-হুকায়েল, প্রাগুক্ত, ৩১ পৃঃ।*
৭২. *হুসায়েন বিন গান্নাম, প্রাগুক্ত, ২৬ পৃঃ; আল হুকায়েল, প্রাগুক্ত, ৩১পৃঃ।*
৭৩. *আল-হুকায়েল, প্রাগুক্ত, ৩২ পৃঃ।*
৭৪. *Jamaal Al-Din M. Zarabozo, The life, teachings and influence of Muhammad ibn Abdul-Wahhab (Riyadh : The Ministry of Islamic Affairs, Endowments, Dawah and Guidance, KSA, 2005) P. 25.*
৭৫. *প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রাচ্যবিদ পণ্ডিতদের লেখনীতে উদ্ধৃত হয়েছে যে, তিনি বাগদাদ (যেখানে নাকি তিনি একজন ধনী রমণীকে বিবাহ করেন, যিনি অল্প কিছুদিন পরই তাঁর জন্য বহু ধন-সম্পদ রেখে মারা যান), কুর্দিস্থান, হামাযান, ইস্ফাহান, রায়, কুম, আলেপ্পো, দামেশক, জেরুজালেম এবং মিসর প্রভৃতি অঞ্চলও ভ্রমণ করেছিলেন এবং সেসব*

বিশ্বের দুরবস্থা সম্পর্কে তিনি বিস্তর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। যা তাঁকে অন্তর্জ্বালায় জর্জরিত করে তুলেছিল এবং একটি বৃহত্তর সমাজ সংস্কার আন্দোলন পরিচালনার বীজ তাঁর অন্তরে বপন করে দিয়েছিল।

দাওয়াত ও জিহাদের ময়দানে পদার্পণ : শিক্ষাজীবনের শুরু থেকেই তিনি শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে সচেতন হয়ে উঠেন এবং পরিপার্শ্বের অজ্ঞ মানুষদের জঘন্যভাবে শিরক-বিদ'আতে জড়িয়ে থাকতে দেখে তাঁদেরকে আলোর পথে ফিরিয়ে আনার জন্য দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। সমকালীন অন্যান্য আলেমদের মত তিনি জনরোষের ভয়ে স্বীয় ইলমের সাথে প্রতারণা করেন নি; বরং ইলমকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন পবিত্র আমানত হিসাবে, যা তাঁর ব্যক্তিত্বকে স্বচ্ছ, সুদৃঢ় ও আপোষহীন করেছিল।[৭৬] তাঁর বিদগ্ধ শিক্ষকবৃন্দ ছিলেন তাঁর জন্য অনুপ্রেরণা। সবকিছু মিলিয়ে শিক্ষাজীবন শেষ করে পিতৃগৃহ 'হুরাইমিলা'য়[৭৭] প্রত্যাবর্তনের পর তিনি স্বীয় আবাসস্থল থেকেই তাঁর কাংখিত আন্দোলন শুরু করেন।

হুরাইমিলা : ১৭২৬-১৭৩৯ খৃঃ (১১৩৯-১১৫৩ হিঃ) পর্যন্ত আনুমানিক প্রায় ১৫ বছর তিনি এই হুরাইমিলাতেই কাটান। এ সময়টি তাঁর জন্য ছিল বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতির সময়।[৭৮] প্রাথমিক পর্যায়ে নিজ শহরের অধিবাসীদের মধ্যে তাওহীদের দাওয়াত প্রচার এবং তাদেরকে যাবতীয় শিরকী কর্মকাণ্ড পরিহার করে এক আল্লাহ্র ইবাদতের আহ্বান জানানোর মাধ্যমে তিনি সমাজ সংস্কার আন্দোলন শুরু করলেন। মানুষকে ডাক দিলেন কিতাব ও সুন্নাহ্র পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ এবং সালাফে ছালেহীনের মানহাজের দিকে প্রত্যাবর্তনের দিকে। স্বভাবতঃই তাঁর দাওয়াত জনমনে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল এবং অধিকাংশই তা প্রত্যাখ্যান করল। শুরু হল তাঁর বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রের অভিঘাত। এমনকি স্বয়ং তাঁর পিতা ও ভাই সুলায়মানের[৭৯] সাথেও তাঁর মতবিরোধ দেখা দিল।[৮০] কিন্তু তিনি বিচলিত না হয়ে এক আল্লাহ্র উপর দৃঢ় আস্থা রেখে স্বীয় দাওয়াত ও সমাজ সংস্কার কার্যক্রমে অটল থাকলেন। ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তিনি দাওয়াতী কাজ পুরোদমে শুরু করলেন।[৮১] হাদীছ, ফিক্বহ ও তাফসীর বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের সুখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে উয়ায়না, দিরঈইয়াহ, রিয়ায, মানফূহা প্রভৃতি স্থান থেকে বহু শিক্ষার্থী তাঁর কাছে জমায়েত হতে থাকে এবং তাঁর অনুরাগী ভক্তে পরিণত হয়।[৮২] তিনি তাঁর ছাত্রদের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে দাওয়াতী বার্তাসম্বলিত পত্র প্রেরণ করা শুরু করলেন। সেসব চিঠির ভাষা ছিল খুব হৃদয়গ্রাহী ও যুক্তিপূর্ণ। যেমন তাঁর প্রথম পত্রটি যা আরেযবাসীকে উদ্দেশ্য করে প্রেরণ করেছিলেন, তার একটি অংশ ছিল এরূপ– হে আরেযবাসী! আমি তাওহীদের বিষয়টি তোমাদেরকে ক্বিবলার মাসআলা দিয়ে বুঝাতে চাই। নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর উম্মত ছালাত আদায় করে, নাছারারাও ছালাত আদায় করে। তাদের প্রত্যেকেরই ক্বিবলা রয়েছে। উম্মতে মুহাম্মাদীর ক্বিবলা হ'ল বায়তুল্লাহ শরীফ, আর নাছারাদের ক্বিবলা হ'ল সূর্যোদয়স্থল। যদিও আমরা প্রত্যেকেই ছালাত আদায় করছি, কিন্তু আমাদের ক্বিবলা ভিন্ন। এখন যদি উম্মতে মুহাম্মাদীর কোন ব্যক্তি এ কথা স্বীকার করে নেয়, অথচ বায়তুল্লাহমুখী ছালাত আদায়কারীর পরিবর্তে সূর্য অভিমুখে ছালাত আদায়কারী খৃষ্টানকে ভালবাসে, সে কি মুসলমান থাকতে পারে? সমস্যাটা এখানেই। নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে আল্লাহ তাওহীদ প্রচারের জন্য প্রেরণ করেছেন, আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে আহ্বান করার জন্য নয়, চাই তিনি নবী হৌন আর যেই হৌন। পক্ষান্তরে নাছারাগণ আল্লাহ্র সাথে শরীক করে এবং তাদের রাসূল ঈসা (আঃ) ও তাদের সাধু-সন্তদের নিকট প্রার্থনা করে, আর বলে যে, তারা হ'লেন আল্লাহ্র কাছে আমাদের জন্য শাফা'আতকারী। অতএব তাওহীদের স্বীকৃতি যখন সকল 'অনুগামী'র মুখেই, তখন তোমরা মুসলিম হিসাবে তাওহীদকে ক্বিবলা করে নাও আর শিরককে সূর্যকে ক্বিবলা করার মত মনে কর; যদিও বাস্তবে তা ক্বিবলার চেয়ে অনেক বড়। তোমাদের আত্মমর্যাদাকে জাগ্রত করার জন্য আমি উপদেশস্বরূপ বলতে চাই, সাবধান! তোমাদের নবীর দ্বীনের পরিবর্তে নাছারাদের দ্বীনকে ভালবেসে আল্লাহ্র নিকট তোমাদের প্রাপ্য অংশকে হাতছাড়া করো না। ঐ

জায়গায় এ্যারিস্টোটলীয় দর্শন, ছূফীবাদের সংস্পর্শে আসেন। তিনি তুর্কী ও ফার্সী ভাষাতে দক্ষতা অর্জন করেন। ইরানের কুমে যেয়ে তিনি হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী হন। আর বিভিন্ন সময় তিনি নিজের পরিচয় গোপনের জন্য স্বীয় নাম (বছরায় আব্দুল্লাহ, বাগদাদে আহমাদ ইত্যাদি) পরিবর্তন করেছিলেন ইত্যাদি। এ সকল তথ্য সর্বৈব মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন, যা সমালোচকদের রটানো গুজব মাত্র (Jamaal Al-Din M. Zarabozo, Ibid, P.26-27; আল-হুকায়েল, প্রাগুক্ত, ৩৪ পৃঃ)।

৭৬. *হুসায়েন বিন গান্নাম, প্রাগুক্ত, ২৮ পৃঃ।*

৭৭. *'উয়ায়নাহ'র আমীর মুহাম্মাদ ইবনে মু'আম্মারের সাথে মতপার্থক্যের কারণে তার পিতা উয়ায়নাহ ত্যাগ করে হুরাইমিলায় হিজরত করেন (হুসায়েন বিন গান্নাম, প্রাগুক্ত, ৮৩ পৃঃ)।*

৭৮. *আল-হুকায়েল, প্রাগুক্ত, ৩৭ পৃঃ।*

৭৯. *পরবর্তীতে তাঁর এই ভ্রাতা ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে হুরাইমিলার বিচারক থাকাকালীন অবস্থায় মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এমনকি দিরঈইয়াবাসীদেরকেও তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য উস্কানী দিয়েছিলেন এবং মুসলিমদের কাফের বলা ও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সংক্রান্ত ইস্যু নিয়ে একটি বই রচনা করেছিলেন। পরে আব্দুল আযীয বিন মুহাম্মাদ বিন সঊদ হুরাইমিরার এই বিদ্রোহ দমন করেন। এসময় সুলায়মান অন্যত্র পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন (Jamaal Al-Din M. Zarabozo, Ibid, P.45)।*

৮০. *ওছমান বিন আব্দিল্লাহ বিন বিশর, উনওয়ানুল মাজদ ফী তারীখে নাজদ, তাহক্বীক : আব্দুর রহমান বিন আব্দুল লতীফ বিন আব্দিল্লাহ আলে শায়েখ (রিয়ায : দারাতুল মালিক আব্দিল আযীয, ৪র্থ প্রকাশ : ১৯৮২), ১/৩৭ পৃঃ ; আহমদ বিন হাজার আলে বুত্বামী, প্রাগুক্ত, ২৬ পৃঃ, মাসঊদ আলম নদভী, প্রাগুক্ত, ৪৫ পৃঃ।*

৮১. *আহমদ বিন হাজার আলে বুত্বামী, প্রাগুক্ত, ২৬ পৃঃ, মাসঊদ আলম নদভী, প্রাগুক্ত, ৪৫ পৃঃ।*

৮২. *হুসায়েন বিন গান্নাম, প্রাগুক্ত, ৮৪ পৃঃ।*

ব্যক্তির পরিণতি সম্পর্কে তোমাদের কী ধারণা, যে ব্যক্তি তাওহীদকে রাসূলের দ্বীন হিসাবে জানা সত্ত্বেও তাওহীদ ও তাওহীদবাদীদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে? তাকে কি আল্লাহ ক্ষমা করবেন মনে কর? সত্যিই নছীহত কেবল তার জন্যই যে আখেরাতকে ভয় করে। আর যে লোক অন্তঃসারশূন্য তাকে বোঝানোর পথ তো আমাদের জানা নেই।[৮৩]

এ সময়ই তিনি তাঁর বিখ্যাত পুস্তিকা كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد রচনা করেন।[৮৪] যেখানে তিনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বলিষ্ঠ উদ্ধৃতি প্রদানের মাধ্যমে সহজবোধ্য ভাষায় তাওহীদের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। হুরাইমিলাতে আরো কিছু কাল অবস্থানের পর কোন এক প্রেক্ষাপটে স্থানীয় শাসনকর্তাদের নিকট অত্র অঞ্চলে বসবাসরত দাস গোষ্ঠীভুক্ত দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরামর্শ দেন। এতে তারা শায়খের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয় এবং তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। ফলে আত্মরক্ষার জন্য অথবা দাওয়াতী কাজের উপযুক্ত পরিবেশের সন্ধানে[৮৫] তিনি হুরাইমিলা থেকে স্বীয় জন্মভূমি উয়ায়না'য় যাত্রার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ ১১৫৩[৮৬] কিংবা ১১৫৫ হিজরীতে তিনি উয়ায়নায় পৌঁছেন।[৮৭]

উয়ায়না : উয়ায়না পৌঁছার পর সেখানকার শাসক ওছমান বিন মুহাম্মাদ বিন মু'আম্মারের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁকে তিনি স্বীয় দাওয়াতের উদ্দেশ্য ও সমাজ-সংস্কার কার্যক্রমের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করেন। আমীর তাঁর এই দাওয়াতী কর্মসূচীকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাগত জানান এবং তাঁকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের অঙ্গীকার করেন। ফলে তিনি স্বাধীনভাবে স্বীয় দাওয়াতী কার্যক্রম ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ পেলেন। অল্প দিনের মধ্যেই অত্র রাজ্যে যায়েদ বিন খাত্ত্বাব (রাঃ), যিরার ইবনুল আযওয়ার প্রমুখের কবরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা শিরকী আস্তানাসমূহ ধ্বংস[৮৮]; বৃক্ষপূজায় ব্যবহৃত বৃক্ষ কর্তন[৮৯], ইসলামী হুদূদ কার্যকর[৯০] ও মসজিদে জামা'আত সহকারে ছালাত আদায়ের ব্যবস্থা[৯১] করায় চতুর্দিকে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং উয়ায়নার আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির সার্বিক উন্নতি ঘটে। এভাবে উয়ায়নাকে কেন্দ্র করে একটি পরিপূর্ণ ইসলামী সমাজ গড়ে উঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়।[৯২] একে একে এ রাজ্য থেকে শিরকের যাবতীয় আস্তানা ধ্বংস করা হয়। দ্বীনের এই নতুন রূপ ধীরে ধীরে মানুষের কাছে সুস্পষ্ট ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে লাগল।[৯৩] এমনকি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের মানুষ শান্তির প্রত্যাশায় এখানে হিজরত করে আসা শুরু করল। কিন্তু এ দৃশ্য দেখে বিচলিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল বিদ'আতপন্থী আলেম ও পথভ্রষ্ট লোকেরা। ঈর্ষান্বিত, দুনিয়াপূজারী আলেম নামধারী এসকল ব্যক্তি তাঁর বিরুদ্ধে নানা অপবাদ ও গুজব ছড়িয়ে তাঁর কর্মকাণ্ডে বাধা সৃষ্টি করতে লাগল। শায়খ আন্তরিকতার সাথে তাদের সব সমালোচনার যুক্তিসংগত জওয়াব প্রদান করলেন। কিন্তু তারা নিবৃত্ত না হয়ে ভিন্ন কৌশল ধরল এবং পার্শ্ববর্তী আহসা রাজ্যের শাসক ও বনী খালেদ গোত্রের প্রধান সুলায়মান আলে আহমাদের নিকট শায়খের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করল। আমীর সুলায়মান শায়খের এই তৎপরতাকে নিজের জন্য হুমকি মনে করলেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উয়ায়নার আমীর ওছমানের ওপর তীব্র চাপ সৃষ্টি করলেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে ওছমান বিন মুহাম্মাদ শায়খকে উয়ায়না থেকে বহিস্কার করতে বাধ্য হন।[৯৪]

[চলবে]

---

৮৩. হুসায়েন বিন গান্নাম, প্রাগুক্ত, ৩১৬ পৃঃ; আল-হুকায়েল, প্রাগুক্ত, ৩৮ পৃঃ।

৮৪. হুসায়েন বিন গান্নাম, প্রাগুক্ত, ৮৪ পৃঃ।

৮৫. ড. ছালেহ বিন আব্দিল্লাহ বিন আব্দির রহমান আল আবূদ, আক্বীদাতুশ শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দিল ওয়াহ্হাব আস সালাফিয়াহ ও আছরুহা ফিল আলামিল ইসলামী (মদীনা : মাকতাবাতুল গুরাবা আল আছারিয়াহ, ১৯৯৬) ১৪২ পৃঃ।

৮৬. আব্দুল্লাহ ইবনে বায, প্রাগুক্ত, ১৯-২০ পৃঃ; আল-হুকায়েল, প্রাগুক্ত, ৩৭ পৃঃ।

৮৭. আব্দুল্লাহ আল উছায়মীন, আশ শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দিল ওয়াহ্হাব হায়াতুহু ওয়া ফিকরুহু (রিয়াদ : দারুল উলুম, তাবি) ৪২ পৃঃ।

৮৮. উয়ায়নার আমীর ওছমানসহ প্রায় ৬০০ লোক নিয়ে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব যায়েদ বিন খাত্তাব (রাঃ)-এর মাযার ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং নিজ হাতে কুঠার নিয়ে ভাঙ্গার কাজ শুরু করেন। এত বড় 'অপরাধ' করার পরও যখন শায়খের উপর যখন কোনরূপ এলাহী গযব নাযিল হ'ল না তখন মূর্খ বেদুইন জনগোষ্ঠী বুঝতে পারল আসলেই এসব কবরবাসীর কাউকে উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা নেই (Jamaal Al-Din M. Zarabozo, Ibid, P.32)।

৮৯. শায়খের নির্দেশে তাঁর অনুসারীরা শিরকী কাজে ব্যবহৃত সকল গাছ কেটে ফেললেন। কেবল 'শাজারাতুয যি'ব' নামক একটি বিরাট গাছ বাদে। কেননা এই গাছের পূজারী সংখ্যা ছিল অনেক। তাই শায়খ নিজেই গাছটি কাটার জন্য গেলেন এবং 'ওয়া কুল জা-আল হাক্ব... ইসরা ৮১' আয়াতটি পড়তে পড়তে তা কেটে ফেললেন। মানুষ পরদিন সকালে গাছটি দেখতে না পেয়ে শায়খের কাছে গেল এবং তাঁকে সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিরাপদ অবস্থায় পেল (আল-হুকায়েল, ৪৬ পৃঃ)।

৯০. একজন যেনাকার মহিলা শায়খের কাছে এসে নিজেকে যেনার অপরাধে অপরাধী বলে বর্ণনা করে এবং নিজের উপর শাস্তি আরোপের জন্য পীড়াপীড়ি করে। শায়খ তাকে বারবার জিজ্ঞাসা করে নিশ্চিত হলেন যে, আসলেই সে অপরাধী কী না? অবশেষে শায়খ নিজ হাতে মহিলাটির উদ্দেশ্যে প্রথম পাথরটি নিক্ষেপ করলেন এবং তার মৃত্যুর পর জানাযা আদায় করলেন। সবকিছুই ঘটল ঠিক রাসূল (ছাঃ)-এর যুগের সেই মহিলাটির মত সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় এবং ইসলামী আইন অনুযায়ী (ইবনে গান্নাম, প্রাগুক্ত, ৮৫ পৃঃ, ইবনে বিশর, প্রাগুক্ত, ১/৩৯ পৃঃ)। এ ঘটনা প্রমাণ করে যে, সে সময় শায়খের দাওয়াত জনমনে কী অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

৯১. মুসলমানরা সে সময় জামা'আতে ছালাত আদায়ে খুব গাফেল ছিল। মসজিদসমূহে মুছল্লীর সংখ্যা এতই কম ছিল যে, শায়খ আমীরকে পরামর্শ দিয়ে বিশেষ বাহিনী গঠন করেন, যাদের তৎপরতায় অল্পদিনের মধ্যেই মসজিদগুলো মুছল্লীতে পরিপূর্ণ হয়ে যায় (আল-হুকায়েল, ৫১ পৃঃ)।

৯২. Jamaal Al-Din M. Zarabozo, Ibid, P.31।

৯৩. হুসায়েন বিন গান্নাম, প্রাগুক্ত, ৭৮ পৃঃ।

৯৪. হুসায়েন বিন গান্নাম, প্রাগুক্ত, ৮৬ পৃঃ। তবে আমীর ওছমান শায়খকে হত্যা করার জন্য পিছনে লোক পাঠিয়েছিলেন–মর্মে যে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে বিভিন্ন ইতিহাসে, তা মিথ্যা (ইবনে বিশর, ১/৪১ পৃঃ, আল-হুকায়েল, ৫৪ পৃঃ)।

মানব জাতির প্রকাশ্য শত্রু শয়তান

*মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ**

(শেষ কিস্তি)

শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচার উপায়

মানুষকে ধোঁকা দিয়ে বিভ্রান্ত করার কাজে শয়তান সদা তৎপর। তার প্রতারণা থেকে রেহাই পাওয়া খুবই কঠিন। তবুও মানুষকে চেষ্টা করতে হবে শয়তানের ধোঁকা থেকে মুক্ত থাকার জন্য। এ লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কাজগুলি করতে হবে।-

(১) আল্লাহ্র কাছে শয়তান থেকে আশ্রয় চাওয়া :

শয়তান যখনই মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করবে তখন আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাইতে হবে। আল্লাহ বলেন, وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ– 'শয়তানের কুমন্ত্রণা যদি তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে তুমি আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা কর, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' *(আ'রাফ ৭/২০০; ফুছছিলাত ৪১/৩৬)*। শয়তান থেকে সব সময় আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাইতে হবে। তবে কুরআন-হাদীছে নিম্নোক্ত কয়েকটি স্থানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে-

(ক) কুরআন তিলাওয়াতের সময় : কুরআন তিলাওয়াত একটি ইবাদত। কুরআনের প্রতিটি হরফ পাঠের বিনিময়ে ১০টি করে নেকী রয়েছে।[৯৫] তাই কুরআন তিলাওয়াতের সময় যাতে শয়তান ধোঁকা দিতে না পারে সেজন্য কুরআন তিলাওয়াতের পূর্বে আল্লাহ্র কাছে শয়তান থেকে আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. 'যখন তুমি কুরআন তিলাওয়াত করবে তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে' *(নাহল ১৬/৯৮)*।

(খ) পায়খানা-প্রসাবখানায় প্রবেশের সময় : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) টয়লেটে প্রবেশের সময় বলতেন, بِسْمِ اللهِ اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ– *(বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবা-ইছ)*। অর্থ : 'আল্লাহ্র নামে প্রবেশ করছি। হে আল্লাহ! আমি পুরুষ ও স্ত্রী জিন হ'তে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।[৯৬]

(গ) যাদুতে আক্রান্ত হ'লে বা নযর লাগলে : আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিন ও ইনসানের নযর লাগা হ'তে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাইতেন। কিন্তু যখন সূরায়ে ফালাক্ব ও নাস নাযিল হ'ল, তখন তিনি সব বাদ দিয়ে কেবল ঐ দু'টি সূরা দ্বারা আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন'।[৯৭]

(ঘ) মসজিদে প্রবেশের সময় : আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আছ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন, তখন তিনি বলতেন, أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ– *(আ'ঊযুবিল্লা-হিল আযীম ওয়া বিওয়াজহিহিল কারীম ওয়া সুলত্বা-নিহিল কাদীম মিনাশ শায়তানির রাজীম)*। 'আমি মহান আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান হ'তে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যিনি প্রাচীন রাজত্ব ও মর্যাদাপূর্ণ চেহারার অধিকারী'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, 'যদি তুমি এটা বল, তখন শয়তান বলে, সে আমার কাছ থেকে সারাদিনের জন্য নিরাপত্তা পেয়ে গেল'।[৯৮]

(ঙ) ছালাতে ওয়াসওসা দিলে : ওছমান বিন আবুল 'আছ (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! শয়তান আমার মধ্যে এবং আমার ছালাত ও ক্বিরাআতের মধ্যে অন্তরায় হয়ে আমার ক্বিরাআতে জটিলতা সৃষ্টি করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এ হচ্ছে শয়তান, যাকে 'খিনযাব' বলা হয়। তুমি তার আগমন অনুভব করলে আল্লাহ্র নিকট তিনবার আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং বাম দিকে তিনবার থুক ফেলবে। তিনি (ওছমান) বলেন, এরপর থেকে আমি এমনটি করি। ফলে আল্লাহ তাকে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেন'।[৯৯]

(চ) রাগের সময় : রাগ শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। তাই রাগের সময় শয়তান থেকে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চাইতে হবে। সুলায়মান ইবনু সূরাদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন দু'জন লোক গালাগালি করছিল। তাদের একজনের চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিল এবং তার রগগুলো ফুলে গিয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি এমন একটি দো'আ জানি, এই লোকটি তা পড়লে তার রাগ দূর হয়ে যাবে। সে যদি পড়ে 'আঊযুবিল্লা-হি মিনাশ শায়তানির রাজীম' তবে তার রাগ চলে যাবে। তখন সুলায়মান তাকে বলল, নবী (ছাঃ) বলেছেন, তুমি আল্লাহ্র নিকট শয়তান থেকে আশ্রয় চাও। সে বলল, আমি কি পাগল হয়েছি'।[১০০]

---

* তুলাগাঁও, সুলতানপুর, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

৯৫. *তিরমিযী হা/২৯১০; মুসতাদরাকে হাকেম হা/২০৯২; মিশকাত হা/২১৩৮, হাদীছ ছহীহ।*

৯৬. *বুখারী, মুসলিম, ইবনু মাজাহ হা/২৯৭; মিশকাত হা/৩৩৭।*

৯৭. *বুখারী হা/২৮২২, ৬৩৬৯; নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, ছহীহ তিরমিযী, হা/২৪২৫।*

৯৮. *আবু দাউদ হা/৪৬৬, 'ছালাত' অধ্যায়, 'মানুষ মসজিদে প্রবেশের সময় যা বলবে' অনুচ্ছেদ, হাদীছ ছহীহ।*

৯৯. *মুসলিম হা/২২০৩; মিশকাত হা/৭৭ 'ঈমান' অধ্যায়।*

১০০. *বুখারী হা/৩২৮২ 'সৃষ্টির সূচনা' অধ্যায়; মুসলিম হা/২৬১০।*

(ছ) খারাপ স্বপ্ন দেখলে : ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلُمًا يَخَافُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ– 'সৎ ও ভাল স্বপ্ন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। আর মন্দ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। কাজেই তোমাদের কেউ যখন ভয়ানক মন্দ স্বপ্ন দেখে তখন সে যেন তার বাম দিকে থুকু ফেলে এবং শয়তানের ক্ষতি হ'তে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চায়। তাহ'লে এমন স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না'।[১০১]

(জ) বাড়ি হ'তে বের হওয়ার সময় : আনাস বিন মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قَالَ يَعْنِيْ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ يُقَالُ لَهُ كُفِيْتَ وَوُقِيْتَ وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ– 'যে ব্যক্তি ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বলে *'বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লা-হি ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ'* তখন তার জন্য বলা হয়, তোমার জন্য যথেষ্ট হয়েছে, তুমি রক্ষা পেয়েছ এবং শয়তান তার থেকে দূরে সরে যায়'।[১০২] অপর একটি হাদীছে এসেছে, فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ– 'তার জন্য অন্য শয়তান বলে, ঐ লোককে তুমি কিভাবে পথভ্রষ্ট করবে যে ইতিমধ্যে হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে, তার জন্য যথেষ্ট হয়েছে এবং রক্ষা পেয়েছে'।[১০৩]

(ঝ) স্ত্রী সহবাসের সময় : ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ স্ত্রীর কাছে এসে যেন বলে, بِسْمِ اللهِ اَللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا– *(বিসমিল্লাহি আল্লা-হুম্মা জান্নিবনা শায়তানা ও জান্নিবিশ শায়তানা মা রাযাকতানা)*। অর্থ- বিসমিল্লাহ। হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তানের প্রভাব থেকে দূরে রাখ। আর আমাদের যে সন্তান দান করবে তাকেও শয়তানের প্রভাব থেকে বাঁচিয়ে রাখ'। অতঃপর তাদেরকে যে সন্তান দেয়া হবে শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না'।[১০৪]

(ঞ) কাউকে বিদায় দেওয়ার সময় : আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাসান ও হুসাইন (রাঃ)-কে আল্লাহ্র আশ্রয়ে সোপর্দ করতেন এবং বলতেন, তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আঃ) ইসমাঈল ও ইসহাক্বকে এই বলে আল্লাহ্র আশ্রয়ে সোপর্দ করতেন, أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ– 'আমি আল্লাহ্র পরিপূর্ণ বাণীগুলির আশ্রয় নিচ্ছি প্রত্যেক শয়তান ও দুশ্চিন্তা সৃষ্টিকারী বস্তু হ'তে এবং প্রত্যেক অনিষ্টকর দৃষ্টি হ'তে'।[১০৫]

(২) কুরআন তিলাওয়াত করা :

(ক) সূরা বাক্বারাহ পাঠ করা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِيْ تُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ– 'তোমাদের ঘরগুলোকে কবরে পরিণত করো না। যে ঘরে সূরা বাক্বারাহ পাঠ করা হয়, সে ঘর থেকে শয়তান পালিয়ে যায়'।[১০৬]

(খ) আয়াতুল কুরসী পাঠ করা : আবূ আউয়ূব আনছারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তাঁর খেজুর বাগানে ছোট্ট একটি মাচান ছিল। তিনি তাতে শুকনো খেজুর রাখতেন। রাতে শয়তান জিন এসে মাচান থেকে খেজুর নিয়ে যেত। তিনি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে নালিশ করলেন। তিনি বললেন, যাও, এটিকে তুমি যখন দেখতে পাবে তখন বলবে বিসমিল্লা-হ, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তোমাকে ডেকেছেন। রাবী বলেন, জিন আসতেই তিনি তাকে ধরে ফেলেন। সে তখন কসম করে বলল যে, আর কখনও আসবে না। কাজেই তাকে তিনি ছেড়ে দিলেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে আসলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বন্দী কি করেছে? তিনি বললেন, সে শপথ করেছে যে, সে আর কখনো আসবে না। তিনি বললেন, সে মিথ্যা বলেছে এবং সে তো মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত। রাবী বলেন, এরপর তিনি তাকে আবার ধরলেন। এবারও সে শপথ করে বলল যে, সে আর আসবে না। তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে হাযির হ'লে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি হে! তোমার বন্দীর কি খবর? তিনি বলেন, সে কসম করে বলেছে যে, সে আর আসবে না, এজন্য আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সে এবারও মিথ্যা বলেছে, আর সে মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত। রাবী বলেন, তিনি আবার তাকে ধরে ফেলেন এবং বলেন, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে না নিয়ে ছাড়ছি না। সে বলল, আমি আপনাকে একটি বিষয় স্মরণ করাতে চাই। আপনি আপনার ঘরে 'আয়াতুল করসী' পাঠ

১০১. *বুখারী 'সৃষ্টির সূচনা' অধ্যায় 'ইবলীস ও তার বাহিনী' অনুচ্ছেদ হা/৩২৯২।*
১০২. *আবূদাঊদ হা/৫০৯৫; তিরমিযী হা/৩৪২৬ 'দো'আ' অধ্যায়; ইবনু হিব্বান হা/২৩৭০; মিশকাত হা/২৪৪৩, হাদীছ ছহীহ।*
১০৩. *আবূদাঊদ হা/৫০৯৫ 'আদব' অধ্যায়; হাদীছ ছহীহ, ছহীহ তিরমিযী, হা/৩৬৬৬।*
১০৪. *বুখারী হা/১৪১, ৩২৭১ 'অযূ' অধ্যায়; মুসলিম হা/১৪৩৪ 'ত্বালাক' অধ্যায়; আহমাদ হা/১৯০৮।*
১০৫. *বুখারী হা/৩৩৭১ 'নবীদের কাহিনী' অধ্যায়।*
১০৬. *মুসলিম হা/৭৮০; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১০১৮; মিশকাত হা/২১১৯।*

করবেন। তাহ'লে কোন শয়তান বা অন্য কিছু এতে প্রবেশ করতে পারবে না। এবার তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে হাযির হ'লে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বন্দী কি করেছে? রাবী বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে জিনের কথা বললাম। তিনি বললেন, 'সে মিথ্যাবাদী হ'লেও একথাটি সত্য বলেছে'।[১০৭] উবাই বিন কা'ব (রাঃ)-এর ব্যাপারেও এ রকম একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।[১০৮]

(৩) ইখলাছ অবলম্বন করা :

শয়তান সকলকে ধোঁকা দিয়ে জাহান্নামী করতে পারলেও ইখলাছ অবলম্বনকারীকে ধোঁকা দিতে পারে না। শয়তান আল্লাহ্র কাছে এই ওয়াদা করেছে যে, قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِيْ لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ- إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ- 'সে (শয়তান) বলল, হে আমার পালনকর্তা! আপনি যেমন আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করব এবং তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করব। তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদের ব্যতীত' *(হিজর ১৫/৩৯-৪০)*। অন্য আয়াতে এসেছে, قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ- إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ- 'সে (শয়তান) বলল, হে আমার প্রতিপালক! আপনার কসম, আমি তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করব। তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদের ব্যতীত' *(ছোয়াদ ৩৮/৮২-৮৩)*।

(৪) সকালে উঠে ফজর ছালাত আদায় করা :

মানুষ রাত্রে ঘুমানোর পরে শয়তান মানুষকে বেশী ঘুমানের জন্য এবং ফজর ছালাত কাযা করানোর জন্য বহু চেষ্টা করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ فَارْقُدْ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَأَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ-

'যখন তোমাদের কেউ ঘুমায় শয়তান তার মাথার পিছন দিকে তিনটি গিরা দেয় এবং প্রত্যেক গিরার উপর মোহর মেরে বা থাবা মেরে বলে, রাত অনেক আছে তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমাও। যদি সে জাগে ও দো'আ পড়ে তাহ'লে একটি গিরা খুলে যায়। তারপর সে ওযূ করলে আরও একটি গিরা খুলে যায়। অতঃপর সে ছালাত আদায় করলে অপর গিরাটিও খুলে যায় এবং সে সকালে প্রফুল্ল মনে, পবিত্র অন্তরে সকাল করে। অন্যথা সে সকালে উঠে কলুষিত অন্তর ও অলস মনে'।[১০৯]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে উঠে এবং ওযূ করে তখন তার উচিৎ তিনবার নাক ঝেড়ে ফেলা। কারণ শয়তান তার নাকের ছিদ্রে রাত কাটিয়েছে'।[১১০]

আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সামনে এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল, যে সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটিয়েছে, ছালাতের জন্য (যথাসময়ে) জাগ্রত হয়নি, তখন তিনি বললেন, 'শয়তান তার কানে পেশাব করে দিয়েছে'।[১১১]

(৫) আল্লাহকে স্মরণ করা :

আল্লাহকে স্মরণ করলে শয়তান কাছে আসতে পারে না। আল্লাহ্র স্মরণ থেকে মানুষ যখন দূরে চলে যায়, তখন শয়তান তাদের বন্ধু হয়। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ أَنَّهُم مُّهْتَدُوْنَ- 'যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ্র স্মরণ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্য এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই, অতঃপর সে-ই হয় তার সঙ্গী। শয়তানরাই মানুষকে সৎ পথে বাধা দান করে, আর মানুষ মনে করে যে, তারা সৎ পথেই রয়েছে' *(যুখরুফ ৪৩/৩৬-৩৭)*।

(৬) তাহলীল পাঠ করা :

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ فِيْ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلاَّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ-

'যে ব্যক্তি প্রতিদিন ১০০ বার বলবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুলী শাইইন কাদীর'। অর্থ: *'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই,*

১০৭. *ছহীহ তিরমিযী হা/২৮৮০।*
১০৮. *ছহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৭৮১, ২/৬১ পৃঃ; নাসাঈ, ত্বাবারাণী, ছহীহ তারগীব, হা/৬৬২, ১/৪১৭ পৃঃ, হা/১৪৭০, ২/১৮৮ পৃঃ।*
১০৯. *বুখারী হা/৩২৬৯ 'সৃষ্টির সূচনা' অধ্যায়; মুসলিম, মিশকাত হা/১২১৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১৫১।*
১১০. *বুখারী হা/৩২৯৫; মুসলিম হা/২৩৮।*
১১১. *বুখারী হা/১১৪৪ 'তাহাজ্জুদ' অধ্যায়; মুসলিম হা/৭৭৪।*

সমস্ত রাজত্ব তাঁর। সমস্ত প্রসংশা তাঁর, তিনি সমস্ত বস্তুর উপর শক্তিশালী'। সে ১০টি গোলাম আযাদ করার সমান ছওয়াব পাবে। তার নামে লেখা হবে ১০০টি নেকী এবং তার নাম থেকে ১০০টি গুনাহ মুছে ফেলা হবে। সেদিন সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত শয়তানের সংশ্রব থেকে সংরক্ষিত থাকবে। আর ক্বিয়ামতের দিন কেউ তার চাইতে ভাল আমল আনতে পারবে না, একমাত্র সেই ব্যক্তি ছাড়া যে তার চাইতে বেশী আমল করেছে'।[১১২]

(৭) জামা'আতবদ্ধভাবে থাকা :

ইসলাম মুসলিম জাতিকে জামা'আতবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিয়েছে। কারণ একাকী থাকা শয়তানের কাজ। জামা'আতে ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِيْ قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةَ-

'যে গ্রামে বা প্রান্তরে তিনজন লোকও অবস্থান করে অথচ তারা জামা'আত কায়েম করে ছালাত আদায় করে না, তাদের উপর শয়তান সওয়ার হয়ে যায়। কাজেই জামা'আতের সাথে ছালাত পড়া তোমাদের জন্য অপরিহার্য। কারণ দলত্যাগী বকরীকে বাঘে ধরে খায়'।[১১৩] সফর অবস্থায় জামা'আতের সাথে থাকার কথা উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ- 'একজন সওয়ার হচ্ছে একটি শয়তান (শয়তানের মত), দু'জন সওয়ার দু'টি শয়তান, আর তিনজন সওয়ার হচ্ছে কাফেলা'।[১১৪]

(৮) তিলাওয়াতের সিজদা আদায় করা :

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِيْ يَقُوْلُ يَا وَيْلَهُ وَفِيْ رِوَايَةٍ أَبِيْ كُرَيْبٍ يَا وَيْلِيْ أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُوْدِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُوْدِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ-

'যখন আদম সন্তান সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সিজদা করে, তখন শয়তান দূরে সরে গিয়ে কাঁদতে থাকে আর বলে যে, হায়! আবূ কুরাইবের বর্ণনায় এসেছে, হায় দুর্ভোগ আমার জন্য। বনী আদমকে সিজদার আদেশ দেয়া হ'লে সে সিজদা করল ও জান্নাতী হ'ল। আর আমাকে সিজদার আদেশ দিলে আমি অবাধ্য হ'লাম ও জাহান্নামী হ'লাম'।[১১৫]

(৯) তাশাহ্হুদের সময় ডান হাতের আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা :

নাফে' (রাঃ) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) যখন ছালাতে (শেষ বৈঠকে) বসতেন, তখন তিনি তার হাত হাটুর উপরে রাখতেন, আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন এবং চক্ষু সেখানে রাখতেন। অতঃপর তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيْدِ يَعْنِي السَّبَّابَةَ- 'এটি অর্থাৎ তর্জনী আঙ্গুল নাড়ানো শয়তানের বিরুদ্ধে লোহা অপেক্ষা কঠিন'।[১১৬]

(১০) আযান ও ইক্বামত :

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন ছালাতের আযান দেওয়া হয়, তখন শয়তান বায়ু নিঃসরণ করতে করতে পিছু হটে যায়। আযান শেষ হয়ে গেলে আবার ফিরে আসে। তারপর ইক্বামতকালে শয়তান আবার হটে যায়। ইক্বামত শেষে সে এসে মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে অবস্থান নেয় এবং বলতে শুরু করে যে, তুমি এটা স্মরণ কর, ওটা স্মরণ কর। শেষ পর্যন্ত লোকটি ভুলেই যায় যে, সে ছালাত তিন রাক'আত পড়ল, নাকি চার রাক'আত। তারপর তিন রাক'আত পড়ল, নাকি চার রাক'আত পড়ল তা নির্ণয় করতে না পারলে সে যেন দু'টি সিজদা করে নেয়'।[১১৭]

(১১) সিজদায়ে সহো করা :

ছালাতে শয়তান বিভিন্নভাবে মানুষের মনে খটকা সৃষ্টি করে। ফলে মানুষ ছালাতের মধ্যে কত রাক'আত পড়েছে তা ভুলে যায়। তাই শয়তান ছালাতে খটকা সৃষ্টি করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সহো সিজদার নির্দেশ দিয়েছেন।[১১৮]

(১২) ছালাতের কাতার সোজা করা ও ফাঁকা না রাখা : ছালাতে কাতার সোজা করে দাঁড়ানো যরূরী। আর দু'জনের মাঝখানে ফাঁকা রাখা ঠিক নয়। কারণ ফাঁকা রাখলে শয়তান মাঝখানে দাঁড়ায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

رُصُّوْا صُفُوْفَكُمْ وَقَارِبُوْا بَيْنَهَا وَحَاذُوْا بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنِّيْ لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ-

'তোমাদের কাতারগুলোকে মিলাও এবং পরস্পর নিকটবর্তী হয়ে যাও, আর কাঁধের সাথে কাঁধ মিলাও। সেই সত্তার

১১২. *বুখারী হা/৬৪০৩; মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৪১০।*
১১৩. *আবূদাঊদ হা/৫৪৭; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১০৭০; মিশকাত হা/১০৬৭, হাদীছ হাসান।*
১১৪. *আবূদাঊদ হা/২৬০৭; তিরমিযী হা/১৬৭৪; মিশকাত হা/৯৫৯; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৩৯১০;* সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৪, *হাদীছ হাসান।*
১১৫. *মুসলিম. মিশকাত হা/৮৯৫; ইবনু মাজাহ হা/১০৫২।*
১১৬. *আহমাদ, মিশকাত হা/৯১৭ 'তাশাহুদ'* অনুচ্ছেদ, হাদীছ হাসান।
১১৭. *বুখারী হা/৩২৮৫ 'সৃষ্টির সূচনা' অধ্যায়।*
১১৮. *বুখারী হা/৩২৮৫ 'সৃষ্টির সূচনা' অধ্যায়।*

কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি শয়তানদেরকে কাতারের মধ্যে এমনভাবে ঢুকতে দেখি, যেমন ছোট ছাগল ঢোকে'।[১১৯] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ছালাতের জন্য কাতারবদ্ধ হও, কাঁধ মিলাও, ফাঁকা বন্ধ কর, নিজের ভাইয়ের প্রতি কোমল হও এবং শয়তানের জন্য পথ ছেড়ে দিও না'।[১২০]

(১৩) ঘরে প্রবেশকালে ও খাবার সময় বিসমিল্লাহ বলা এবং ডান হাতে আহার করা :

বাড়িতে বা গৃহে প্রবেশকালে বিসমিল্লাহ বলে প্রবেশ করতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لاَ مَبِيْتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُوْلِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمْ الْمَبِيْتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمْ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءَ-

'যখন কোন ব্যক্তি তার গৃহে প্রবেশ করে এবং প্রবেশকালে ও খাওয়ার সময় আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন শয়তান (তার অনুসারীদেরকে) বলে, এই ঘরে তোমাদের জন্য রাত্রি যাপনের কোন সুযোগ নেই এবং খাদ্যও নেই। আর যখন সে আল্লাহ্র নাম ছাড়া প্রবেশ করে তখন শয়তান বলে, তোমরা রাত্রি যাপনের জায়গা পেলে। আর যখন সে খাওয়ার সময় আল্লাহকে স্মরণ করে না তখন শয়তান বলে, তোমরা থাকা ও খাওয়া উভয়টির সুযোগ পেলে'।[১২১]

খাওয়ার আগে বিসমিল্লাহ বলে ডান হাতে খাবার খেতে হবে। বিসমিল্লাহ না বললে শয়তান সেই খাবারে অংশ নেয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لاَ يُذْكَرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ- 'শয়তান সেই খাদ্যকে নিজের জন্য হালাল করে নেয়, যাতে 'বিসমিল্লাহ' বলা হয় না'।[১২২]

ডান হাতে খাবার খাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, لِيَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِيَمِيْنِهِ وَلِيَشْرَبْ بِيَمِيْنِهِ وَلِيَأْخُذْ بِيَمِيْنِهِ وَلِيُعْطِ بِيَمِيْنِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ وَيُعْطِيْ بِشِمَالِهِ وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ- 'তোমাদের কেউ যেন তার ডান হাত দ্বারা পানাহার করে এবং ডান হাত দ্বারা আদান-প্রদান করে। কেননা শয়তান বাম হাত দ্বারা পানাহার করে এবং বাম হাত দ্বারাই আদান-প্রদান করে'।[১২৩]

(১৪) খাদ্য পরিপূর্ণভাবে খাওয়া, এমনকি পড়ে গেলে সেটা উঠিয়ে নেওয়া :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কারও খাবারের কোন লোকমা পড়ে গেলে সে যেন তা উঠিয়ে নেয় এবং তার ময়লা পরিস্কার করে খেয়ে ফেলে। শয়তানের জন্য যেন রেখে না দেয়। আর আঙ্গুল চেটে না খাওয়ার সময় সে হাযির হয়। কাজেই তোমাদের কারও কোন লোকমা পড়ে গেলে, তার ময়লা পরিস্কার করে খেয়ে ফেলা উচিৎ এবং শয়তানের জন্য রেখে দেওয়া উচিত নয়'।[১২৪]

(১৫) শয়নকালে আয়াতুল কুরসী পাঠ করা :

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমাকে রামাযানের যাকাত সংরক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করলেন। অতঃপর আমার নিকট এক আগন্তুক আসল। সে তার দু'হাতের আঁজলা ভরে খাদ্যশস্য গ্রহণ করতে লাগল। তখন আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি অবশ্যই তোমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে যাব। তখন সে একটি হাদীছ উল্লেখ করল এবং বলল, যখন তুমি বিছানায় শুতে যাবে, তখন আয়াতুল কুরসী পড়বে, তাহ'লে সর্বদা আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে তোমার জন্য একজন হেফাযতকারী থাকবে এবং সকাল হওয়া অবধি তোমার নিকট শয়তান আসতে পারবে না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'সে তোমাকে সত্য বলেছে, অথচ সে মিথ্যাচারী এবং শয়তান ছিল'।[১২৫]

(১৬) যথাসম্ভব হাই তোলা থেকে বিরত থাকা :

হাই তুললে শয়তান হাসতে থাকে এবং মুখ দিয়ে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। তাই যথাসম্ভব হাই তোলা থেকে বিরত থাকা অথবা হাই আসলে হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيْهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ- 'তোমাদের কারো হাই আসলে, সে যেন তার হাত মুখের উপরে দেয়। কারণ (এ সময়) শয়তান ভিতরে ঢুকে পড়ে'।[১২৬]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'হাই তোলা শয়তানের পক্ষ হ'তে হয়ে থাকে। কাজেই তোমাদের কারো যখন হাই আসবে তখন যথাসম্ভব তা রোধ করবে। কারণ তোমাদের কেউ হাই তোলার সময় যখন 'হা' বলে তখন শয়তান হাসতে থাকে'।[১২৭]

---

১১৯. *আবূদাঊদ হা/৬৬৭ হাদীছ ছহীহ; মিশকাত হা/১০৯৩; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১০৯২।*
১২০. *আবূদাঊদ হা/৬৬৬; হাদীছ ছহীহ, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১০৯১।*
১২১. *মুসলিম 'খাদ্য' অধ্যায় হা/২০১৮; মিশকাত হা/৪১৬১।*
১২২. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৬১ 'খাদ্য' অধ্যায়।*
১২৩. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/১২৩৬।*
১২৪. *মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৬৪।*
১২৫. *বুখারী হা/৩২৭৫ 'সৃষ্টির সূচনা' অধ্যায়।*
১২৬. *মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৩৭ 'হাচি ও হাই তোলা' অনুচ্ছেদ।*
১২৭. *বুখারী হা/৩২৮৯ 'সৃষ্টির সূচনা' অধ্যায়; মুসলিম হা/২৯৯৪।*

(১৭) রাতে ঘরের বাতি নিভিয়ে খাবার পাত্র ঢেকে রাখা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, '(রাতে) তোমাদের ঘরের বাতি নিভিয়ে দাও এবং আল্লাহ্র নাম স্মরণ কর। তোমার পানি রাখার পাত্রের মুখ ঢেকে রাখ এবং আল্লাহ্র নাম স্মরণ কর। তোমরা বাসন-কোসন ঢেকে রাখ এবং আল্লাহ্র নাম স্মরণ কর। সামান্য কিছু হ'লেও তার ওপর দিয়ে দাও'।[১২৮]

(১৮) কারো প্রতি অস্ত্র দ্বারা ইশারা না করা :

ঠাট্টা করতে করতে অনেক সময় মানুষ আনাকাঙ্খিত কিছু কাজ করে ফেলে। আর এ কাজ করতে শয়তান সাহায্য করে। তাই কারো প্রতি অস্ত্র দ্বারা ইঙ্গিত থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

لَا يُشِيْرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيْهِ بِالسِّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِيْ أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِيْ يَدِهِ فَيَقَعُ فِيْ حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ–

'তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের প্রতি অস্ত্র দ্বারা ইশারা না করে। কেননা সে জানে না হয়তো শয়তান তার হাতে আঘাত করবে। ফলে সে জাহান্নামের গর্তে নিক্ষিপ্ত হবে'।[১২৯]

(১৯) ঈমান আনা ও আল্লাহ্র ওপর ভরসা করা :

ঈমান আনার সাথে সাথে সৎকাজ করতে হবে এবং আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে। তাহ'লে শয়তানের অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকা যাবে। আল্লাহ বলেন, إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ– 'তার (শয়তানের) কোন আধিপত্য নেই তাদের উপর যারা ঈমান আনে ও তাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে' *(নাহল ১৬/৯৯)*।

(২০) নির্দিষ্ট কিছু আমল :

জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'রাত যখন আচ্ছন্ন হয় তখন তোমাদের শিশু-কিশোরদের ঘরে আটকে রাখবে। কারণ শয়তান এ সময়ে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর রাতের কিছু সময় পার হয়ে গেলে তাদেরকে ছেড়ে দিবে এবং দরজা বন্ধ করে আল্লাহ্র নাম নেবে। বাতি নিভিয়ে দিবে ও আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করবে। পানপাত্রের মুখ বেঁধে রাখবে ও আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করবে এবং পাত্র ঢেকে রাখবে ও আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করবে। তার উপর কিছু একটা ফেলে রেখে হ'লেও তা করবে'।[১৩০]

পরিশেষে বলব, শয়তান মানুষের আজন্ম শত্রু। তার কবল থেকে মুক্তি লাভের জন্য সকাল-সন্ধ্যা কুরআন তেলওয়াত করতে হবে এবং আল্লাহর উপর ভরসা রেখে উপরোক্ত কাজগুলি নিষ্ঠার সাথে পালন করতে হবে। তাহ'লে তার ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকা যাবে। আল্লাহ আমাদেরকে শয়তানের অনিষ্ট থেকে পরিত্রাণ লাভের তাওফীক্ব দিন-আমীন!

---

১২৮. বুখারী হা/৩২৮০ 'সৃষ্টির সূচনা' অধ্যায়; মুসলিম হা/২০১২; আহমাদ হা/১৪৮৩৫।
১২৯. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫১৮।
১৩০. বুখারী, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, অনুঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৭।

শবেবরাত

আত-তাহরীক ডেস্ক

আরবী শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতকে সাধারণভাবে 'শবেবরাত' বা 'লায়লাতুল বারাআত' (ليلة البراءة) বলা হয়। 'শবেবরাত' শব্দটি ফারসী। এর অর্থ হিস্‌সা বা নির্দেশ পাওয়ার রাত্রি। দ্বিতীয় শব্দটি আরবী। যার অর্থ বিচ্ছেদ বা মুক্তির রাত্রি। এদেশে শবেবরাত 'সৌভাগ্য রজনী' হিসাবেই পালিত হয়। এজন্য সরকারী ছুটি ঘোষিত হয়। লোকেরা ধারণা করে যে, এ রাতে বান্দাহ্‌র গুনাহ মাফ হয়। আয়ু ও রূযী বৃদ্ধি করা হয়। সারা বছরের হায়াত-মউতের ও ভাগ্যের রেজিষ্ট্রার লিখিত হয়। এই রাতে রূহগুলো সব আত্মীয়-স্বজনের সাথে মুলাক্বাতের জন্য পৃথিবীতে নেমে আসে। বিশেষ করে বিধবারা মনে করেন যে, তাদের স্বামীদের রূহ ঐ রাতে ঘরে ফেরে। এজন্য ঘরের মধ্যে আলো জ্বেলে বিধবাগণ সারা রাত মৃত স্বামীর রূহের আগমনের আশায় বুক বেঁধে বসে থাকেন। বাসগৃহ ধুপ-ধুনা, আগরবাতি, মোমবাতি ইত্যাদি দিয়ে আলোকিত করা হয়। অগণিত বাল্ব জ্বালিয়ে আলোকসজ্জা করা হয়। এজন্য সরকারী পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়। আত্মীয়রা সব দলে দলে গোরস্থানে ছুটে যায়। হালুয়া-রুটির হিড়িক পড়ে যায়। ছেলেরা পটকা ফাটিয়ে আতশবাজি করে হৈ-হুলোড়ে রাত কাটিয়ে দেয়। যারা কখনো ছালাতে অভ্যস্ত নয়, তারাও ঐ রাতে মসজিদে গিয়ে 'ছালাতে আল্‌ফিয়াহ' (الصلاة الألفية) বা ১০০ রাক'আত ছালাত আদায়ে রত হয়, যেখানে প্রতি রাক'আতে ১০ বার করে সূরায়ে ইখলাছ পড়া হয়। সংক্ষেপে এই হ'ল এদেশে শবেবরাতের নামে প্রচলিত ইসলামী পর্বের বাস্তব চিত্র।

ধর্মীয় ভিত্তি :

মোটামুটি দু'টি ধর্মীয় আক্বীদাই এর ভিত্তি হিসাবে কাজ করে থাকে। ১. ঐ রাতে বান্দাহ্‌র গুনাহ মাফ হয়। আগামী এক বছরের জন্য ভাল-মন্দ তাক্বদীর নির্ধারিত হয় এবং এই রাতে কুরআন নাযিল হয়। ২. ঐ রাতে রূহগুলি ছাড়া পেয়ে মর্ত্যে নেমে আসে। হালুয়া-রুটি সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, ঐদিন আল্লাহ্‌র নবী (ছাঃ)-এর দান্দান মুবারক ওহোদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিল। ব্যথার জন্য তিনি নরম খাদ্য হিসাবে হালুয়া-রুটি খেয়েছিলেন বিধায় আমাদেরও সেই ব্যথায় সমবেদনা প্রকাশ করার জন্য হালুয়া-রুটি খেতে হয়। অথচ ওহোদের যুদ্ধ হয়েছিল ৩য় হিজরীর শাওয়াল মাসের ১১ তারিখ শনিবার সকাল বেলায়। আর আমরা ব্যথা অনুভব করছি তার প্রায় দু'মাস পূর্বে শা'বানের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত্রে...! এক্ষণে আমরা উপরোক্ত বিষয়গুলির ধর্মীয় ভিত্তি কতটুকু তা খুঁজে দেখব। প্রথমটির সপক্ষে যে সব আয়াত ও হাদীছ পেশ করা হয়, তা নিম্নরূপ: ১. সূরায়ে দুখান-এর ৩ ও ৪ নং আয়াত-

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ- فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيْمٍ-

অর্থ: (৩) আমরা তো এটি অবতীর্ণ করেছি এক মুবারক রজনীতে; আমরা তো সতর্ককারী (৪) এ রজনীতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়'। হাফেয ইবনে কাছীর (৭০১-৭৭৪ হিঃ) স্বীয় তাফসীরে বলেন, 'এখানে মুবারক রজনী অর্থ লায়লাতুল ক্বদর'। যেমন সূরায়ে ক্বদর ১ম আয়াতে আল্লাহ বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ 'নিশ্চয়ই আমরা এটা নাযিল করেছি ক্বদরের রাত্রিতে'। আর সেটি হ'ল রামাযান মাসে। যেমন সূরায়ে বাক্বারাহ্‌র ১৮৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ، 'এই সেই রামাযান মাস যার মধ্যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে'। এই রাতে এক শা'বান হ'তে আরেক শা'বান পর্যন্ত বান্দার রূযী, বিয়ে-শাদী, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি লিপিবদ্ধ হয় বলে যে হাদীছ প্রচারিত আছে, তা 'মুরসাল' ও যঈফ এবং কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহের বিরোধী হওয়ার কারণে অগ্রহণযোগ্য। তিনি বলেন, ক্বদর রজনীতেই লওহে মাহফূযে সংরক্ষিত ভাগ্যলিপি হ'তে পৃথক করে আগামী এক বছরের নির্দেশাবলী তথা মৃত্যু, রিযিক ও অন্যান্য ঘটনাবলী যা সংঘটিত হবে, সেগুলি লেখক ফেরেশতাগণের নিকটে প্রদান করা হয়। এরূপভাবেই বর্ণিত হয়েছে আব্দুল্লাহ বিন ওমর, মুজাহিদ, আবু মালিক, যাহ্হাক প্রমুখ সালাফে ছালেহীনের নিকট হ'তে।

অতঃপর 'তাক্বদীর' সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য হ'ল-

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِى الزُّبُرِ- وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَّكَبِيْرٍ مُسْتَطَرٌ-

অর্থ: 'তাদের সমস্ত কার্যকলাপ আছে আমলনামায়, আছে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত কিছুই লিপিবদ্ধ' *(ক্বামার ৫২-৫৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

كَتَبَ اللهُ مَقَادِيْرَ الخَلاَئِقِ قَبْلَ أَنْ يَّخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ بِخَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ..

'আসমান সমূহ ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বৎসর পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলূক্বাতের তাক্বদীর লিখে রেখেছেন' *(মুসলিম হা/৬৬৯০)*। আবু হুরায়রাহ (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমার ভাগ্যে যা আছে তা ঘটবে; এ বিষয়ে কলম শুকিয়ে গেছে' (পুনরায় তাক্বদীর লিখিত হবে না)। এক্ষণে শবেবরাতে প্রতিবছর ভাগ্য লিপিবদ্ধ হয় বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে, তার কোন ছহীহ ভিত্তি নেই। বরং 'লায়লাতুল বারাআত' বা ভাগ্যরজনী নামটিই সম্পূর্ণ বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ইসলামী শরী'আতে এই নামের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

বাকী রইল এই রাতে গুনাহ মাফ হওয়ার বিষয়। সেজন্য দিনে ছিয়াম পালন ও রাতে ইবাদত করতে হয়। অন্ততঃ ১০০ শত রাক'আত ছালাত আদায় করতে হয়। প্রতি রাক'আতে সূরায়ে ফাতিহা ও ১০ বার করে সূরায়ে 'ক্বুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ' পড়তে হয়। এই ছালাতটি গোসল করে আদায় করলে গোসলের প্রতি ফোঁটা পানিতে ৭০০ শত রাক'আত নফল ছালাতের ছওয়াব পাওয়া যায় ইত্যাদি।

এ সম্পর্কে প্রধান যে তিনটি দলীল পেশ করা হয়ে থাকে, তা নিম্নরূপ:

১. আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُوْمُوْا لَيْلَهَا وَصُوْمُوْا نَهَارَهَا الخ-

'মধ্য শা'বান এলে তোমরা রাত্রিতে ইবাদত কর ও দিনে ছিয়াম পালন কর। কেননা আল্লাহ পাক ঐদিন সূর্যাস্তের পরে দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন ও বলেন, আছ কি কেউ ক্ষমা প্রার্থনাকারী, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব; আছ কি কেউ রূযী প্রার্থী আমি তাকে রূযী দেব। আছ কি কোন রোগী, আমি তাকে আরোগ্য দান করব'।

এই হাদীছটির সনদে 'ইবনু আবী সাব্‌রাহ' নামে একজন রাবী আছেন, যিনি হাদীছ জালকারী। সে কারণে হাদীছটি মুহাদ্দেছীনের নিকটে 'যঈফ'।

দ্বিতীয়তঃ হাদীছটি ছহীহ হাদীছের বিরোধী হওয়ায় অগ্রহণযোগ্য। কেননা একই মর্মে প্রসিদ্ধ 'হাদীছে নুযূল' ইবনু মাজাহ্‌র ৯৮ পৃষ্ঠায় মা আয়েশা (রাঃ) হ'তে (হা/১৩৬৬) এবং বুখারী শরীফের (মীরাট ছাপা ১৩২৮ হিঃ) ১৫৩, ৯৩৬ ও ১১১৬ পৃষ্ঠায় এবং 'কুতুবে সিত্তাহ' সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে সর্বমোট ৩০ জন ছাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। সেখানে 'মধ্য শা'বান' না বলে 'প্রতি রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশ' বলা হয়েছে। অতএব ছহীহ হাদীছ সমূহের বর্ণনানুযায়ী আল্লাহপাক প্রতি রাত্রির তৃতীয় প্রহরে নিম্ন আকাশে অবতরণ করে বান্দাকে ফজরের সময় পর্যন্ত উপরোক্ত আহ্বান করে থাকেন; শুধুমাত্র নির্দিষ্টভাবে মধ্য শা'বানের একটি রাত্রিতে নয়।

২. মা আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা রাত্রিতে একাকী মদীনার 'বাক্বী' গোরস্থানে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি এক পর্যায়ে আয়েশাকে লক্ষ্য করে বলেন, মধ্য শা'বানের দিবাগত রাতে আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং 'কল্‌ব' গোত্রের ছাগল সমূহের লোম সংখ্যার চাইতে অধিক সংখ্যক লোককে মাফ করে থাকেন'। এই হাদীছটিতে 'হাজ্জাজ বিন আরত্বাত' নামক একজন রাবী আছেন, যার সনদ 'মুনক্বাত্বা' হওয়ার কারণে ইমাম বুখারী প্রমুখ মুহাদ্দিছগণ হাদীছটিকে 'যঈফ' বলেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, 'নিছফে শা'বান'-এর ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে কোন ছহীহ মরফূ হাদীছ নেই।

৩. ইমরান বিন হুছাইন (রাঃ) বলেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে বলেন যে, তুমি কি 'সিরারে শা'বানের' ছিয়াম রেখেছ? লোকটি বললেন, 'না'। আল্লাহ্‌র নবী (ছাঃ) তাকে রামাযানের পরে ছিয়াম দু'টির ক্বাযা আদায় করতে বললেন'।

জমহূর বিদ্বানগণের মতে 'সিরার' অর্থ মাসের শেষ। উক্ত ব্যক্তি শা'বানের শেষাবধি নির্ধারিত ছিয়াম পালনে অভ্যস্ত ছিলেন অথবা ঐটা তার মানতের ছিয়াম ছিল। রামাযানের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলার নিষেধাজ্ঞা লংঘনের ভয়ে তিনি শা'বানের শেষের ছিয়াম দু'টি বাদ দেন। সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ঐ ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করতে বলেন। বুঝা গেল যে, এই হাদীছটির সঙ্গে প্রচলিত শবেবরাতের কোন সম্পর্ক নেই।

শবেবরাতের ছালাত :

এই রাত্রির ১০০ শত রাক'আত ছালাত সম্পর্কে যে হাদীছ বলা হয়ে থাকে তা 'মওযূ' বা জাল। এই ছালাত ৪৪৮ হিজরীতে সর্বপ্রথম বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদে আবিষ্কৃত হয়। যেমন মিশকাতুল মাছাবীহ-এর খ্যাতনামা আরবী ভাষ্যকার মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (মৃঃ ১০১৪ হিঃ) 'আল-লাআলী' কেতাবের বরাতে বলেন, 'জুম'আ ও ঈদায়নের ছালাতের চেয়ে গুরুত্ব দিয়ে 'ছালাতে আল্‌ফিয়াহ' নামে এই রাতে যে ছালাত আদায় করা হয় এবং এর সপক্ষে যেসব হাদীছ ও আছার বলা হয়, তার সবই বানোয়াট ও মওযূ অথবা যঈফ। এই বিদ'আত ৪৪৮ হিজরীতে সর্বপ্রথম জেরুযালেমের বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদে প্রবর্তিত হয়। মসজিদের মূর্খ ইমামগণ অন্যান্য ছালাতের সঙ্গে যুক্ত করে এই ছালাত চালু করেন। এর মাধ্যমে তারা জনসাধারণকে একত্রিত করার এবং মাতব্বরী করা ও পেট পুর্তি করার একটা ফন্দি এঁটেছিল মাত্র। এই বিদ'আতী ছালাতের ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখে নেক্‌কার-পরহেযগার ব্যক্তিগণ আল্লাহ্‌র গযবে যমীন ধসে যাওয়ার ভয়ে শহর ছেড়ে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিলেন'।

এই রাতে মসজিদে গিয়ে একাকী বা জামা'আত বদ্ধভাবে ছালাত আদায় করা, যিকর-আযকারে লিপ্ত হওয়া সম্পর্কে জানা যায় যে, শামের কিছু বিদ্বান এটা প্রথমে শুরু করেন। তারা এই রাতে সুন্দর পোষাক পরে, আতর-সুরমা লাগিয়ে মসজিদে গিয়ে রাত্রি জাগরণ করতে থাকেন। পরে বিষয়টি লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। মক্কা-মদীনার আলেমগণ এর তীব্র বিরোধিতা করেন। কিন্তু শামের বিদ্বানদের দেখাদেখি কিছু লোক এগুলো করতে শুরু করে। এইভাবে এটি জনসাধারণ্যে ব্যপ্তি লাভ করে।

রূহের আগমন :

এই রাত্রিতে 'বাক্বী'এ গারক্বাদ' নামক কবরস্থানে রাতের বেলায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিঃসঙ্গ অবস্থায় যেয়ারত করতে যাওয়ার হাদীছটি *(ইবনু মাজাহ হা/১৩৮৯)* যে যঈফ ও মুনক্বাত্বা' তা আমরা ইতিপূর্বে দেখে এসেছি। এখন প্রশ্ন হ'লঃ এই রাতে সত্যি সত্যিই রূহগুলো ইল্লীন বা সিজ্জীন

হ'তে সাময়িকভাবে ছাড়া পেয়ে পৃথিবীতে নেমে আসে কি-না। যাদের মাগফেরাত কামনার জন্য আমরা দলে দলে কবরস্থানের দিকে ছুটে যাই। এমনকি মেয়েদের জন্য কবর যেয়ারত অসিদ্ধ হ'লেও তাদেরকেও এ রাতে কবরস্থানে দেখা যায়। এ সম্পর্কে সাধারণতঃ সূরায়ে ক্বদর-এর ৪ ও ৫নং আয়াত দু'টি পেশ করা হয়ে থাকে। যেখানে বলা হয়েছে,

تَنَزَّلُ الْمَلآئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلاَمٌ، هِيَ حَتَّى مَطْلِعِ الْفَجْرِ-

'সে রাত্রিতে ফিরিশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। সকল বিষয়ে কেবল শান্তি; ঊষার উদয়কাল পর্যন্ত'। এখানে 'সে রাত্রি' বলতে লায়লাতুল ক্বদর বা শবেক্বদরকে বুঝানো হয়েছে- যা এই সূরার ১ম, ২য় ও ৩য় আয়াতে বলা হয়েছে।

অত্র সূরায় 'রূহ' অবতীর্ণ হয় কথাটি রয়েছে বিধায় হয়তবা অনেকে ধারণা করে নিয়েছেন যে, মৃত ব্যক্তিদের রূহগুলি সব দুনিয়ায় নেমে আসে। অথচ এই অর্থ কোন বিদ্বান করেননি। 'রূহ' শব্দটি একবচন। এ সম্পর্কে হাফেয ইবনে কাছীর (রহঃ) স্বীয় তাফসীরে বলেন, 'এখানে রূহ বলতে ফিরিশতাগণের সরদার জিবরাঈলকে বুঝানো হয়েছে।

শা'বান মাসের করণীয় :

রামাযানের আগের মাস হিসাবে শা'বান মাসের প্রধান করণীয় হ'ল অধিকহারে ছিয়াম পালন করা। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে রামাযান ব্যতীত অন্য কোন মাসে শা'বানের ন্যায় এত অধিক ছিয়াম পালন করতে দেখিনি। শেষের দিকে তিনি মাত্র কয়েকটি দিন ছিয়াম ত্যাগ করতেন'। যারা শা'বানের প্রথম থেকে নিয়মিত ছিয়াম পালন করেন, তাদের জন্য শেষের পনের দিন ছিয়াম পালন করা উচিত নয়। অবশ্য যদি কেউ অভ্যস্ত হন বা মানত করে থাকেন, তারা শেষের দিকেও ছিয়াম পালন করবেন।

মোটকথা শা'বান মাসে অধিক হারে নফল ছিয়াম পালন করা সুন্নাত। ছহীহ দলীল ব্যতীত কোন দিন বা রাতকে ছিয়াম ও ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা সুন্নাতের বরখেলাফ। অবশ্য যারা 'আইয়ামে বীয'-এর তিন দিন নফল ছিয়ামে অভ্যস্ত, তারা ১৩, ১৪ ও ১৫ই শা'বানে উক্ত নিয়তেই ছিয়াম পালন করবেন, শবেবরাতের নিয়তে নয়। নিয়তের গোলমাল হ'লে কেবল কষ্ট করাই সার হবে। কেননা বিদ'আতী কোন আমল আল্লাহ পাক কবুল করেন না এবং সকল প্রকার বিদ'আতই ভ্রষ্টতা ও প্রত্যাখ্যাত। আল্লাহ আমাদের সবাইকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নিজ নিজ আমল সমূহ পরিশুদ্ধ করে নেওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন!!

ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

ফাযায়েল :

(ক) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে, তার বিগত সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়'।[১৩১]

(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন, 'আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের দশগুণ হ'তে সাতশ' গুণ ছওয়াব প্রদান করা হয়। আল্লাহ বলেন, কিন্তু ছওম ব্যতীত, কেননা ছওম কেবল আমার জন্যই (রাখা হয়) এবং আমিই তার পুরস্কার প্রদান করব। সে তার যৌনাকাঙ্খা ও পানাহার কেবল আমার জন্যই পরিত্যাগ করে। ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। একটি ইফতারকালে, অন্যটি তার প্রভুর সাথে দীদারকালে। তার মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকটে মিশকে আম্বরের খোশবুর চেয়েও সুগন্ধিময়। ছিয়াম (অন্যায় অপকর্মের বিরুদ্ধে) ঢাল স্বরূপ। অতএব যখন তোমরা ছিয়াম পালন করবে, তখন মন্দ কথা বলবে না ও বাজে বকবে না। যদি কেউ গালি দেয় বা লড়াই করতে আসে তখন বলবে, আমি ছায়েম'।[১৩২]

মাসায়েল :

১. ছিয়ামের নিয়ত : নিয়ত অর্থ- মনন করা বা সংকল্প করা। অতএব মনে মনে ছিয়ামের সংকল্প করাই যথেষ্ট।[১৩৩] হজ্জের তালবিয়া ব্যতীত ছালাত, ছিয়াম বা অন্য কোন ইবাদতের শুরুতে আরবীতে বা বাংলায় নিয়ত পড়ার কোন দলীল কুরআন ও হাদীছে নেই।

২. ইফতারকালে দো'আ : 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করবে।[১৩৪] তবে ইফতারের দো'আ হিসাবে প্রসিদ্ধ দু'টি দো'আর প্রথমটি 'যঈফ' ও দ্বিতীয়টি 'হাসান'। তাই ইফতার শেষে নিম্নোক্ত দো'আ পড়া যাবে- 'যাহাবায যামাউ ওয়াবতালাতিল উরূকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ'। 'পিপাসা দূরীভূত হ'ল ও শিরাগুলি সঞ্জীবিত হ'ল এবং আল্লাহ চাহে তো পুরস্কার ওয়াজিব হ'ল'।[১৩৫]

৩. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'খাদ্য বা পানির পাত্র হাতে থাকাবস্থায় তোমাদের কেউ ফজরের আযান শুনলে সে যেন প্রয়োজন পূর্ণ করা ব্যতীত পাত্র রেখে না দেয়'।[১৩৬]

---

১৩১. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত (আলবানী) হা/১৯৮৫।*
১৩২. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৯।*
১৩৩. *তিরমিযী, মিশকাত হা/১৯৮৪।*
১৩৪. *বুখারী, মিশকাত হা/৪১৯৯; মুসলিম, ঐ, হা/৪২০০।*
১৩৫. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৯৯৩-৯৪।*
১৩৬. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৯৮৮।*

৪. তিনি আরো বলেন, 'দ্বীন চিরদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন লোকেরা ইফতার তাড়াতাড়ি করবে। কেননা ইহুদী-নাছারারা ইফতার দেরীতে করে'।[১৩৭] 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ লোকদের মধ্যে ইফতার সর্বাধিক জলদী ও সাহারী সর্বাধিক দেরীতে করতেন'।[১৩৮]

৫. সাহারীর আযান : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় তাহাজ্জুদ ও সাহারীর আযান বেলাল (রাঃ) দিতেন এবং ফজরের আযান অন্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ) দিতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বেলাল রাত্রে আযান দিলে তোমরা খানাপিনা কর, যতক্ষণ না ইবনু উম্মে মাকতূম ফজরের আযান দেয়'।[১৩৯] বুখারীর ভাষ্যকার হাফিয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'বর্তমান কালে সাহারীর সময় লোক জাগানোর নামে আযান ব্যতীত (সাইরেন বাজানো, ঢাক-ঢোল পিটানো ইত্যাদি) যা কিছু করা হয় সবই বিদ'আত'।[১৪০]

৬. ছালাতুত তারাবীহ : ছালাতুত তারাবীহ বা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রাতের ছালাত বিতর সহ **১১** রাক'আত ছিল। রাতের ছালাত বলতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দু'টোকেই বুঝানো হয়। উল্লেখ্য যে, রামাযান মাসে তারাবীহ পড়লে আর তাহাজ্জুদ পড়তে হয় না।

(১) একদা উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, রামাযান মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত কেমন ছিল? তিনি বললেন, রামাযান ও রামাযান ছাড়া অন্য মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রাতের ছালাত **১১** রাক'আতের বেশী ছিল না।[১৪১]

(২) সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, ওমর (রাঃ) ওবাই বিন কা'ব ও তামীম দারী নামক দু'জন ছাহাবীকে রামাযান মাসে **১১** রাক'আত তারাবীহর ছালাত জামা'আতের সাথে পড়াবার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১৪২] তবে উক্ত বর্ণনার শেষদিকে ইয়াযীদ বিন রূমান প্রমুখাৎ ওমর ফারূক (রাঃ)-এর যামানায় লোকেরা ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়তেন' বলে যে বাড়তি অংশ বলা হয়ে থাকে, তার সূত্র ছহীহ নয়।[১৪৩]

(৩) জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসে আমাদেরকে ৮ রাক'আত তারাবীহ ও বিতর ছালাত পড়ান।[১৪৪] তিনি প্রতি দু'রাক'আত অন্তর সালাম ফিরিয়ে আট রাক'আত তারাবীহ শেষে কখনও এক, কখনও তিন, কখনও পাঁচ রাক'আত বিতর এক সালামে পড়তেন। কিন্তু মাঝে বসতেন না।[১৪৫]

(৪) জামা'আতের সাথে রাতের ছালাত (তারাবীহ) আদায় করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত এবং দৈনিক নিয়মিত জামা'আতে আদায় করা 'ইজমায়ে ছাহাবা' হিসাবে প্রমাণিত।[১৪৬] অতএব তা বিদ'আত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

৭. লায়লাতুল ক্বদরের দো'আ : 'আলা-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুব্বুন তুহিববুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী'। অর্থ: 'হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা পসন্দ কর। অতএব আমাকে তুমি ক্ষমা কর'।[১৪৭]

৮. ফিৎরা : (ক) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা' খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে আদায়ের নির্দেশ দান করেছেন'।[১৪৮] এক ছা' বর্তমানের হিসাবে আড়াই কেজি চাউলের সমান অথবা প্রমাণ সাইজ হাতের পূর্ণ চার অঞ্জলী চাউল।

৯. ঈদের তাকবীর : ছালাতুল ঈদায়নে প্রথম রাক'আতে সাত, দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ মোট অতিরিক্ত **১২** তাকবীর দেওয়া সুন্নাত।[১৪৯] ছহীহ বা যঈফ সনদে ৬ (ছয়) তাকবীরের পক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে কোন হাদীছ নেই।[১৫০]

১০. ছিয়াম ভঙ্গের কারণ সমূহ : (ক) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে খানাপিনা করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং তার কাযা আদায় করতে হয়। (খ) যৌনসম্ভোগ করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং তার কাফফারা স্বরূপ একটানা দু'মাস ছিয়াম পালন অথবা ৬০ (ষাট) জন মিসকীন খাওয়াতে হয়।[১৫১] (গ) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে ক্বাযা আদায় করতে হবে। তবে অনিচ্ছাকৃত বমি হ'লে, ভুলক্রমে কিছু খেলে বা পান করলে, স্বপ্নদোষ বা সহবাসজনিত নাপাকী অবস্থায় সকাল হয়ে গেলে, চোখে সুর্মা লাগালে বা মিসওয়াক করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় না।[১৫২] (ঘ) অতি বৃদ্ধ যারা ছিয়াম পালনে অক্ষম, তারা ছিয়ামের ফিদইয়া হিসাবে দৈনিক একজন করে মিসকীন খাওয়াবেন। ছাহাবী আনাস (রাঃ) গোস্ত-রুটি বানিয়ে একদিনে ৩০ (ত্রিশ) জন মিসকীন খাইয়েছিলেন।[১৫৩] ইবনু আব্বাস (রাঃ) গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলাদেরকে ছিয়ামের ফিদইয়া আদায় করতে বলতেন।[১৫৪] (ঙ) মৃত ব্যক্তির ছিয়ামের ক্বাযা তার উত্তরাধিকারীগণ আদায় করবেন অথবা তার বিনিময়ে ফিদইয়া দিবেন।[১৫৫]

---

১৩৭. *আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৯৯৫।*
১৩৮. *নায়লুল আওত্বার (কায়রো: ১৯৭৮) ৫/২৯৩ পৃঃ।*
১৩৯. *বুখারী, মুসলিম, নায়ল ২/১২০ পৃঃ।*
১৪০. *নায়ল ২/১১৯ পৃঃ।*
১৪১. *বুখারী ১/১৫৪ পৃঃ; মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ; আবুদাউদ ১/১৮৯ পৃঃ; নাসাঈ ১/১৯১ পৃঃ; তিরমিযী ১/৯৯ পৃঃ; ইবনু মাজাহ ১/৯৬-৯৭ পৃঃ; মুওয়াত্ত্বা মালেক ১/৭৪ পৃঃ।*
১৪২. *মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৩০২।*
১৪৩. *দ্রঃ ঐ, হাশিয়া, তাহক্বীক্ব-আলবানী।*
১৪৪. *আবু ইয়ালা, ত্বাবারানী, আওসাত্ব, সনদ হাসান, মির'আত ২/২৩০ পৃঃ।*
১৪৫. *মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ, ঐ (বৈরুত ছাপা) হা/৭৩৬-৩৭-৩৮।*
১৪৬. *মিশকাত হা/১৩০২।*
১৪৭. *আহমাদ, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২০৯১।*
১৪৮. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫, ১৮১৬।*
১৪৯. *আহমাদ, আবুদাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৪১।*
১৫০. *আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ নায়লুল আওত্বার ৪/২৫৩-৫৬ পৃঃ।*
১৫১. *নিসা ৯২, মুজাদালাহ ৪।*
১৫২. *নায়ল ৫/২৭১-৭৫, ২৮৩, ১/১৬২ পৃঃ।*
১৫৩. *তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/২২১।*
১৫৪. *নায়ল ৫/৩০৮-১১ পৃঃ।*
১৫৫. *নায়ল ৫/৩১৫-১৭ পৃঃ।*

আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর

*-নূরুল ইসলাম**

[মে ২০১১ সংখ্যার পর]

রাজনীতির ময়দানে যহীর :

১৯৬৮ সালে লাহোরে ঈদের মাঠে আইয়ূব খানের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর যে জ্বালাময়ী বক্তব্য প্রদান করেছিলেন তা তাঁকে রাজনীতির দৃশ্যপটে আবির্ভূত হ'তে উদ্বুদ্ধ করে। তিনি বলেন, 'ঈদের ছালাতের খুৎবায় আমি যে বক্তব্য প্রদান করি তাকে আমার প্রথম রাজনৈতিক ভাষণও বলা যেতে পারে'। তাঁর সেই ঐতিহাসিক ভাষণ শুনে বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও বাগ্মী আগা সুরেশ কাশ্মীরী বলেছিলেন, 'তুমি যদি ভবিষ্যতে বক্তৃতা দেয়া ছেড়েও দাও তাহ'লে তোমার এই এক বক্তৃতার দ্বারাই তোমাকে পাক-ভারতের কতিপয় বড় বক্তাদের মাঝে গণ্য করা যেতে পারে'। আগা সুরেশ কাশ্মীরীর এই প্রশংসাসূচক মন্তব্য সম্পর্কে আল্লামা যহীর বলেন, 'আগা সুরেশ কাশ্মীরীর এই কথাগুলো আমার আগ্রহের পারদ বাড়িয়ে দেয় এবং আমার এই বক্তৃতা আমাকে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে পরিচিত করে তুলে। অনেক দিন পর্যন্ত আমার এই বক্তব্যের গর্জন দেশময় শুনা গিয়েছিল। এই বক্তব্যের প্রতিধ্বনিতে পুরা লাহোর শহর কেঁপে উঠেছিল। বস্তুত আমার এই বক্তব্য আমাকে রাজনীতির কণ্টকাকীর্ণ ময়দানে নিয়ে এসেছিল'।[১৫৬] এভাবে আইয়ূব খানের বিরুদ্ধে চলমান আন্দোলনে তিনি শরীক হন। নওয়াবযাদাহ নাছরুল্লাহ খান আইয়ূব খানের বিরুদ্ধে 'জমহূরী মাহায' নামে আন্দোলন জোরদার করলে আল্লামা যহীর তার সাথে যোগ দেন।[১৫৭]

ইয়াহ্ইয়া খান, যুলফিকার আলী ভুট্টো (মৃঃ ১৯৭৯) ও যিয়াউল হকের (১৯২৪-৮৮) সময়ও তিনি রাজনীতিতে পুরাপুরি সক্রিয় ছিলেন। এসব স্বৈরশাসকদের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে তিনি সবসময়ই সোচ্চার ছিলেন। এজন্য তাঁকে জেলের ঘানিও টানতে হয়েছে। ভুট্টোর সময় তাঁর বিরুদ্ধে ৯৫টি রাজনৈতিক মামলা দায়ের করা হয়। যার মধ্যে হত্যা মামলাও ছিল।[১৫৮] তিনি মাহবূব জাবেদকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'যদি আপনি যুলফিকার আলী ভুট্টোর শাসনামলে ইসলামী দলগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেন তাহ'লে সেগুলোর মধ্যে জমঈয়তে আহলেহাদীছ এবং এর নওজোয়ান মুখপাত্র ইহসান ইলাহী যহীর-এর ভূমিকা যেকোন ইসলামী সংগঠন বা ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের তুলনায় কম কার্যকর দেখবেন না। যুলফিকার আলী ভুট্টোর সময় আমাকে জেল-যুলুমের সম্মুখীন হ'তে হয়েছে। ওলামায়ে কেরাম এবং রাজনীতিবিদদের মধ্যে আমিই বৃষ্টির প্রথম ফোঁটার ভূমিকা পালন করেছিলাম। আমাকে শারীরিকভাবে কষ্টও দেয়া হয়েছিল'।[১৫৯]

উল্লেখ্য, জেল-যুলুমে নাস্তানাবুদ করেও বাগে আনতে না পেরে ভুট্টোর পক্ষ থেকে তাঁকে তাঁর পসন্দমত যেকোন আরব রাষ্ট্রে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হওয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। কিন্তু আপোষহীন ইহসান ইলাহী যহীর সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।[১৬০]

একটি মিথ্যা হত্যা মামলা :

আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর একবার বুরেওয়ালায় বক্তব্য প্রদান করে ট্যাক্সিযোগে খানেওয়াল যাচ্ছিলেন। তাঁর সাথে একজন উকিল এবং ছাত্রনেতা ছিলেন। নদীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ট্যাক্সি ড্রাইভারের তন্দ্রা আসলে ট্যাক্সি নদীতে পড়ে যায়। এতে তিনি ও তাঁর সাথীদ্বয় আহত হন। কিন্তু ট্যাক্সি ড্রাইভার ঘটনাস্থলেই মারা যায়। সে সময় পাঞ্জাবের গভর্ণর গোলাম মোস্তফা খের ট্যাক্সি ড্রাইভারকে 'পাকিস্তান পিপলস পার্টির' (পিপিপি) সদস্য বলে দাবী করেন এবং তার হত্যার জন্য আল্লামা যহীরকে দায়ী করে লাহোরে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা হত্যা মামলা দায়ের করেন। আল্লামা যহীর বলেন, 'পাঞ্জাবের শতবর্ষের পুরনো ইতিহাসে সম্ভবত এটাই প্রথম ঘটনা ছিল যে, খোদ পাঞ্জাবের গভর্ণর কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেছিল'। তিনি আরো বলেন, 'আমাকে রামাযান মাসে গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত কিছু খেতে দেয়া হয়নি। আমার ১০৪ ডিগ্রী জ্বর হয়েছিল এবং এই অবস্থায় যখন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তখন গোলাম মোস্তফা খেরের নির্দেশে শুধু হাসপাতালে পুলিশ প্রহরাই বসানো হয়নি; বরং আমার পায়ে বেড়িও পরানো হয়েছিল'। এই মিথ্যা মামলায় যামিন নেয়ার জন্য সেশন কোর্ট, হাইকোর্ট থেকে ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁকে সুপ্রিমকোর্ট পর্যন্ত যেতে হয়েছিল।[১৬১] জেলখানায় থাকা অবস্থায়ও তিনি কয়েদীদেরে মধ্যে দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যান এবং অনেকেই তাঁর দাওয়াতে প্রভাবিত হয়।[১৬২]

ইস্তেকলাল পার্টিতে[১৬৩] যোগদান :

---

* *এম.ফিল গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১৫৬. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, সেপ্টেম্বর '৮৭, পৃঃ ৫২।*
১৫৭. *শাহাদত, মার্চ ২০০৮, পৃঃ ২৩।*
১৫৮. *ঐ।*
১৫৯. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৫২।*
১৬০. *Dr. Ali bin Musa az-Zahrani, The Life of Shaykh Ihsan Ilahi Zahir, p. 78.*
১৬১. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৫৩।*
১৬২. *The Life of Shaykh Ihsan Ilahi Zahir, p. 78.*
১৬৩. *১৯৭২ সালের ১লা মার্চ রাওয়ালপিণ্ডিতে এই পার্টির আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ ঘটে। এয়ার মার্শাল আছগর খান এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে এটি 'গণঐক্য আন্দোলন' নামে পরিচিত ছিল। দ্রঃ Nadeem Shafiq Malik, The formation of the Tehrik-i-Istiqlal and the General Elections of 1970, Pakistan Journal of History and Culture, Vol. 13, No. 2, July-December 1992, National Institute of Historical and Cultural Research, Islamabad, Pakistan, p. 89-92.*

রাজনৈতিক তৎপরতা ও জ্বালাময়ী বক্তব্যের কারণে আল্লামা যহীর ভুট্টো সরকার বিশেষত পাঞ্জাবের তদানীন্তন গভর্ণর গোলাম মোস্তফা খের-এর কোপানলে পড়েন। পাকিস্তানের প্রায় সকল শহরেই তাঁর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক মামলা দায়ের করা হয়। একা তাঁর পক্ষে এ সকল মামলার মোকাবিলা করা অসম্ভব ছিল। তাঁর ভাষায়, 'মোকদ্দমাগুলো পরিচালনার জন্য প্রত্যেক শহরে উকিলের প্রয়োজন হ'ত। আমি চিন্তা করলাম, আমাকে কোন রাজনৈতিক দলে যোগদান করতে হবে। আমি এয়ার মার্শাল আছগর খানের ব্যক্তিত্ব দ্বারা প্রভাবিত ছিলাম। আমি (১৯৭২ সালে) 'তাহরীকে ইস্তেকলাল' পার্টিতে যোগদান করি এবং আমাকে এ পার্টির কেন্দ্রীয় তথ্য সম্পাদক বানানো হয়। ১৯৭৭ সালের আন্দোলনের সময় আমি তাহরীকে ইস্তেকলাল-এর ভারপ্রাপ্ত প্রধানও ছিলাম'।

১৯৭৮ সালে নিম্নোক্ত কারণে তিনি এ দল ত্যাগ করেন। এক- উক্ত পার্টিতে যোগদানের পর আছগর খানের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা ও অদক্ষতা লক্ষ্য করেন। আল্লামা যহীর আরো খেয়াল করেন যে, আছগর খান চামচা স্বভাবের লোকদের বেশী পসন্দ করেন। যারা তাঁর সব কথায় 'জো হুকুম' বলে কপট আনুগত্য প্রকাশ করে। এ ধরনের লোকদেরকেই তিনি দলের সক্রিয় (?) নেতা-কর্মী বলে মনে করতেন। দুই- উক্ত পার্টি ত্যাগ করার দ্বিতীয় কারণ ছিল মালেক উযীর আলী। যহীর বলেন, 'ইনি এক আজব কিসিমের লোক ছিলেন। যখনই দলের উপর কোন ঝক্কি-ঝামেলা আসত, তখনই ইনি ছুটি নিতেন'। ইনিও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন না। সেজন্য রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অধিকারী যারা দলে ছিল তাদের বিরুদ্ধে আছগর খানের কান ভারি করতেন। তাছাড়া তিনি সমাজতান্ত্রিকও ছিলেন। ইসলামকে মোটেই সহ্য করতেন না। তিনি আছগর খানকে ক্ষমতা দখলের চোরাগলি দেখাতেন। ফলে আছগর খানও তার প্ররোচনায় ক্ষমতা লাভের নেশায় মদমত্ত হয়ে উঠেন। তার যেন আর তর সইছিল না। ভুট্টোর ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর তিনি নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার যোগ্য মনে করতে থাকেন। জেনারেল যিয়াউল হক তার এই উচ্চাভিলাষ আঁচ করতে পেরে তাকে প্রধানমন্ত্রী করার লোভ দেখান। এতে তিনি যিয়াউল হকের কাছে ঘেঁষতে থাকেন। এদিকে যিয়াউল হক তাঁর ক্ষমতা নিষ্কণ্টক ও মার্শাল ল' প্রলম্বিত করার জন্য ভুট্টোর পতনে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী রাজনৈতিক জোট 'পাকিস্তান কওমী ইত্তেহাদ' (Pakistan National Alliance) ভেঙ্গে যাক তা মনে-প্রাণে কামনা করছিলেন। তাই তিনি আছগর খানকে ইরান সফরে গিয়ে ইরানী প্রেসিডেন্ট রেযা শাহ পাহলভীর এন.ও.সি (নন অবজেকশন সার্টিফিকেট) নিয়ে আসতে বলেন। ইরান থেকে ফিরে আছগর খান 'কওমী ইত্তেহাদ'-এর সাথে 'ইস্তেকলাল পার্টির' সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করেন। ফলে রাগে-ক্ষোভে-অভিমানে যহীর ইস্তেকলাল পার্টি ত্যাগ করেন। তাঁর ভাষায়, 'আমার নিকট ঐ দুঃসন্ধিক্ষণে 'কওমী ইত্তেহাদ'-এর সাথে সম্পর্কহীনতা ঘোষণা জাতির সাথে বড় ধরনের গাদ্দারির শামিল ছিল'।[১৬৪]

সক্রিয় রাজনীতিতে থাকা অবস্থায় তিনি কখনো আপোষকামিতাকে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দিতেন না। কোন লোভ-লালসা তাঁকে কখনো স্পর্শ করেনি। জেনারেল যিয়াউল হক তাঁকে ধর্মমন্ত্রী করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।[১৬৫]

আহলেহাদীছ আন্দোলনে অবদান :

১৯৭৮ সালে ইস্তেকলাল পার্টি ত্যাগের পর অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী তাঁকে জমঈয়তে আহলেহাদীছে ফিরে এসে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করার নিবেদন করেন। ইতিপূর্বে উক্ত পার্টিতে যোগ দিলেও তাঁর ভাষায় তিনি কখনো 'চিন্তাধারার' দিক থেকে জমঈয়ত থেকে পৃথক হননি। অবশেষে সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে তাঁর উদ্যোগে ১৯৮১ সালে জামে'আ মুহাম্মাদিয়া, গুজরানওয়ালাতে বিশাল সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলনে জমঈয়তে আহলেহাদীছ নতুনভাবে গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। চার হাযার আলেমের মধ্য থেকে বাছাইকৃত ৮ জন বিশিষ্ট আলেমের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি ইহসান ইলাহীকে জমঈয়তের আমীর করার সুফারিশ করে। কিন্তু তিনি উক্ত দায়িত্ব নিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে জমঈয়তের একজন সদস্য হিসাবে কাজ চালিয়ে যাওয়াকে প্রাধান্য দেন। ফলে 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তান' নামে উক্ত সম্মেলনে গঠিত নতুন এই সংগঠনের প্রথম আমীর হন শায়খুল হাদীছ মাওলানা আব্দুল্লাহ এবং সেক্রেটারী জেনারেল হন মাওলানা মুহাম্মাদ হুসাইন শেখুপুরী।[১৬৬]

'জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তান' গঠনের পর সংগঠনটি প্রেসিডেন্ট যিয়াউল হকের কোপানলে পড়ে। আল্লামা যহীরের উপর মিথ্যা মামলার খড়্গ ঝুলানো হয়। কিন্তু তাতে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। তিনি বলেন, 'মার্শাল ল' সরকারের পক্ষ থেকে আমাকে যখন বার বার হেনস্তা করা হ'তে থাকে তখন আমার আহলেহাদীছ বন্ধুবর্গ জমঈয়তের দায়িত্ব পালনের জন্য জোরাজুরি শুরু করেন। জমঈয়তের জেনারেল সেক্রেটারী আমার জন্য পদত্যাগ করেন এবং আমাকে সেক্রেটারী জেনারেল মনোনীত করা

১৬৪. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৫৪-৫৫।*
১৬৫. *The Life of Shaykh Ihsan Ilahi Zahir, P. 78.*
১৬৬. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৫৭-৫৮; বিশেষ সংখ্যা-২, পৃঃ ১১৯; আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩৭৯-৮০।*

হয়'।[১৬৭] ১৯৮২ সালে বাধ্য হয়ে উক্ত পদ গ্রহণের পর তিনি ঘুমন্ত আহলেহাদীছ সমাজকে জাগানোর প্রাণান্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। ড. আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আযীয ইয়াহ্ইয়া বলেন, There is no doubt that he presented as much as he was able to at the time all of which had a good effect for Ahl ul-Hadeeth in Pakistan and their Salafi brothers in other parts of the world. 'এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সে সময় তিনি তাঁর সাধ্যানুযায়ী যতটুক করতে পেরেছিলেন, পাকিস্তানের আহলেহাদীছ এবং বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তে তাদের সালাফী ভাইদের জন্য তার একটা কার্যকর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল'।[১৬৮]

পাকিস্তান ও বহির্বিশ্বে জমঈয়তের পরিচিতি বৃদ্ধিতে তিনি পালন করেন অগ্রণী ভূমিকা। জালসা, সম্মেলন, প্রেস কনফারেন্স প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি আহলেহাদীছ আন্দোলনে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেন। ড. অছিউল্লাহ মুহাম্মাদ আব্বাস বলেন, He was an example of sincerity and dedication to dawah to Allah via the media, sermons in masajid, general gatherings. He also has huge efforts in guiding the youth to the salafi aqeedah and made many long travels in the path of dawah. 'মিডিয়া, মসজিদের খুৎবা, জালসা-সম্মেলন প্রভৃতির মাধ্যমে আল্লাহ্র পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে তিনি আন্তরিকতা ও উৎসর্গের এক দৃষ্টান্ত ছিলেন। যুবকদেরকে সালাফী আক্বীদার দিকে পরিচালিত করার জন্য তাঁর দারুণ প্রচেষ্টা ছিল এবং দাওয়াতের জন্য তিনি দীর্ঘ সফর করেছেন'।[১৬৯] যুবক-বৃদ্ধ সবাই তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে দাওয়াতী ময়দানে নেমে পড়ে। খতমে নবুঅত কনফারেন্সে তিনি বলেছিলেন, 'সম্মানিত ভ্রাতৃমণ্ডলী! আহলেহাদীছের একজন সামান্য খাদেম হিসাবে আমার জন্য এটা বড়ই সৌভাগ্যের কথা যে, এমন এক সময় এ ঘরের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করা হয়েছিল, যখন ঘরের লোকেরা নিদ্রামগ্ন ছিল।... অল্প কিছুদিন দায়িত্ব পালনের পর আমি অনুভব করছি যে, এখন ঘরের মালিক জেগে উঠেছে। আমার এই বিশ্বাস ছিল যে, ঘুমন্ত সিংহ যখন জেগে ওঠে তখন সে সিংহমূর্তিই ধারণ করে। আর আজ এই সিংহ শুধু জেগেই ওঠেনি; বরং স্বীয় আবাস থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে'।[১৭০]

রাজনৈতিক বিষয়ে 'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছে'র (প্রতিষ্ঠা : ২৪শে জুলাই ১৯৪৮) নীরব ভূমিকায় ক্ষুব্ধ হয়ে আল্লামা যহীর 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তান' গঠনের পর জমঈয়তকে দেশের রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নেন এবং আহলেহাদীছ যুবকদের জন্য 'আহলেহাদীছ ইয়ুথ ফোর্স' গঠন করেন। তাদেরকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে ঐক্যবদ্ধ জনশক্তিতে পরিণত করেন।[১৭১]

যুবকদেরকে সচেতন করার ক্ষেত্রে তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবাদতুল্য। ১২ রবীঊল আউয়াল ১৪০৭ হিজরীতে জিন্নাহ হল, লাহোরে এক বক্তৃতায় তিনি বলেন,

میری ایک ہی خواہش ہے میری ایک ہی آرزو ہے- میری تگ ودو کا ایك ہی مقصد ہے- میری جد وجہد کا ایک ہی مطلوب ہے اور وہ یہ ہے کہ اہل حدیث کے جوان اپنے آقا کی شجاعت کو اپنے سینے میں بھر لیں- خدا کی قسم ہے اگر یہ آقا کی شجاعت کے وارث بن جائیں تو پورے پاکستان کی کوئی قوت ان کے مقابل کھڑا ہونے کی جرات نہیں کر سکتی-

'আমার একটাই আকাঙ্ক্ষা, একটাই বাসনা, আমার দৌড়ঝাঁপ ও উদ্যম-প্রচেষ্টার একটাই উদ্দেশ্য। আর তা হ'ল- আহলেহাদীছ যুবকরা স্বীয় প্রতিপালক প্রদত্ত সাহস নিজেদের বুকে পুরে নিক। আল্লাহ্র কসম! যদি তারা আল্লাহ প্রদত্ত সাহসিকতার উত্তরাধিকারী হয়ে যায় তাহ'লে সমগ্র পাকিস্তানের এমন কোন শক্তি নেই যা তাদের মোকাবিলায় দাঁড়ানোর দুঃসাহস রাখে'।[১৭২]

১৯৮৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী কাছুর-এ এক জালসায় তিনি বলেন,

لوگو! سن لو اهل حدیث کسی کی بھیڑ بکری نہیں ہیں- اهل حدیث اس کائنات کی وہ قوت اور طاقت ہیں کہ اگر اسے احساس ذوق ہو جائے تو دنیا کی کوئی جماعت اس کا مقابلۃ نہیں کر سکتی.

'লোকসকল, শুনো! আহলেহাদীছ কারো ভেড়া-বকরী নয়। আহলেহাদীছ এই জগতের ঐ শক্তির নাম, যদি তাদের আত্মোপলব্ধি হয় তাহ'লে দুনিয়ার কোন জামা'আত তাদের মুকাবিলা করতে পারবে না'। তিনি আরো বলেন, 'আমার জাতির যুবকেরা জাগো! তোমাদের মাসলাক ও জামা'আতের তোমাদের আজ বড়ই প্রয়োজন। কিন্তু কেন? হকের ঝাণ্ডা উড্ডীন করার জন্য, দেশে কুরআন-সুন্নাহ্র ঝাণ্ডা উড্ডীন করার জন্য, রাসূল (ছাঃ)-এর নাম উচ্চকিত করার জন্য, তাওহীদের প্রচার-প্রসার, শিরক ও ভ্রষ্টতা দূর এবং কুরআন-সুন্নাহ্র প্রসারের জন্য'। তিনি আরো বলেন,

১৬৭. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৫৮-৫৯।*
১৬৮. *The Life of Shaykh Ihsan Ilahi Zahir, P. 64.*
১৬৯. *Ibid, P. 61.*
১৭০. *মিয়াঁ জামীল আহমাদ, 'খতমে নবুঅত কা কনফারেন্স সে আখেরী খেতাব', মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৬৬।*
১৭১. *শাহাদত, মার্চ ২০০৮, পৃঃ ২৩।*
১৭২. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-২, পৃঃ ৪।*

انشاء الله ايك دن آنے والا ہے جب پاكستان كى فضاؤں ميں پرچم لهرائے گا يا تو كتاب الله كا لهرائے گا يا سنت رسول الله كا لهرائے گا اور اس دن طلوع هونے سے دنيا كى كوئى طاقت نهيں روك سكتى.

'ইনশাআল্লাহ, একদিন এমন আসবে যখন পাকিস্তানের আকাশে কুরআন মাজীদ ও হাদীছের ঝাণ্ডা উড়বে এবং ঐ দিন আসতে দুনিয়ার কোন শক্তি বাধা দিতে পারবে না'।[১৭৩]

তিনি দেশময় বড় বড় সম্মেলনের আয়োজন করে জ্বালাময়ী বক্তব্য ও সাংগঠনিক তৎপরতার মাধ্যমে পাকিস্তানে আহলেহাদীছ আন্দোলনে গতিসঞ্চারে কার্যকর ভূমিকা পালন করেন এবং আহলেহাদীছদের নতুন করে গাত্রোত্থানের জানান দিতে থাকেন। ১৯৮৬ সালের ১৮ এপ্রিল মুচী দরজা, লাহোরে তিনি এক বিশাল সম্মেলনের আয়োজন করেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, '১৯৮৬ সালে মুচী দরজায় হওয়া সব সম্মেলন থেকে এটি বড় ছিল। (জেনারেল যিয়া বিরোধী) এম.আর.ডি (Movement for the Restoration of Democracy) এবং জামায়াতে ইসলামীর সম্মেলন থেকেও বড় ছিল। জামায়াতে ইসলামী সর্বশক্তি দিয়ে উক্ত জায়গায় আমাদের চেয়ে বড় সম্মেলন করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের সম্মেলনের উপস্থিতি আমাদের সম্মেলনের তুলনায় দশমাংশের দশমাংশও ($^১/_{১০০}$) ছিল না। সে সময় এম.আর.ডির উত্থানের যুগ ছিল। কিন্তু আল-হামদুলিল্লাহ, জমঈয়তে আহলেহাদীছ এম.আর.ডির চেয়েও বড় সম্মেলন করেছিল। আমাদের এক সপ্তাহ পূর্বে 'জমঈয়তে ওলামায়ে পাকিস্তান'-এর সম্মেলনও উক্ত স্থানে হয়েছিল। কিন্তু পত্রিকার ফাইলগুলো সাক্ষী রয়েছে যে, আমাদের সম্মেলন সবার চেয়ে বড় ছিল। এই প্রথমবারের মতো জনগণের বোধোদয় হয় যে, জমঈয়তে আহলেহাদীছের ব্যাপারে এ ধারণা ভুল যে, এটি একটি ছোট জামা'আত। এরপর আমরা ধারাবাহিকভাবে রাওয়ালপিণ্ডি, হায়দরাবাদ, ফয়ছালাবাদ, সাহিওয়াল, শিয়ালকোট (২ মে ১৯৮৬), মুলতান এবং গুজরানওয়ালায় (৯ মে ১৯৮৬) সম্মেলন করি। এসকল সম্মেলন দারুণভাবে সফল হয়েছিল'।[১৭৪]

জমঈয়তের অত্যাধুনিক অফিস তৈরির জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন দেখা দেয়। এক অনুষ্ঠানে এজন্য প্রথম তিনি ৫০ হাযার রূপী দান করেন। তখন উপস্থিত জনগণ তাদের সাধ্যানুযায়ী দান করতে থাকেন। এভাবে এজন্য ৭ মিলিয়ন (৭০ লাখ) রূপী সংগ্রহ করা হয়।[১৭৫] এ অর্থ দিয়ে তিনি ৫৩ লরেন্স রোড, লাহোরে বিশাল জায়গা ক্রয় করেন। এখানে তিনি নবআঙ্গিকে একটি মসজিদ, হাসপাতাল, মাদরাসা, অডিটরিয়াম এবং জমঈয়তের অফিস স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন। এখানে তিনি তারাবীহ ছালাতের জামা'আত এবং দরসে কুরআনের প্রোগ্রামও শুরু করেছিলেন। বহু লোক তাঁর দরসে অংশগ্রহণ করতে থাকে। ১৯৮৭ সালের ২৯ মার্চ তিনি এখানে জুম'আর খুৎবা দেয়ার মনস্থির করেছিলেন। কিন্তু এর পূর্বেই বোমা বিস্ফোরণে তাঁর জীবন প্রদীপ নিভে যায়।[১৭৬] উল্লেখ্য, ৫০, লোয়ারমাল রোডে প্রশস্ত জমির উপর বর্তমানে 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তান'-এর সর্বাধুনিক ব্যবস্থাপনা সজ্জিত বিরাট অফিস অবস্থিত।[১৭৭]

আহলেহাদীছরা তাক্বলীদের ঘোর বিরোধী; ইজতিহাদের প্রবক্তা। এজন্য যুগ-সমস্যার সমাধান কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে প্রদানের জন্য আল্লামা যহীর সঊদী আরবের 'হায়আতু কিবারিল ওলামা' ও মিসরের 'আল-মাজলিসুল আ'লা লিশ-শুঊনিল ইসলামিয়াহ'-এর আদলে মুহাক্কিক্ব আহলেহাদীছ আলেমদের সমন্বয়ে একটি ফৎওয়া বোর্ড প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। যেখানে আলেমরা প্রত্যেক মাসে উপস্থিত হয়ে নিত্য-নতুন মাসআলার ব্যাপারে তাদের গবেষণালব্ধ মতামত ব্যক্ত করবেন। এতদুদ্দেশ্যে ১৯৮৭ সালের ১৮ মার্চ নিজ বাড়ীতে তিনি ওলামায়ে কেরামের একটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিং আহ্বান করেন। এ মিটিংয়ে আল্লামা যহীর ইসলামের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন এবং আগামী মিটিংয়ে তাহক্বীক্বের জন্য 'মুরাবাহা' ক্রয় আলোচনার বিষয় নির্ধারণ করেন। উক্ত মিটিংয়ে তিনি উপস্থিত ওলামায়ে কেরামকে এ সুসংবাদ দিয়েছিলেন যে, এই তাহক্বীক্বী কাজের জন্য তিনি ২০ লাখ রূপীতে কম্পিউটার ক্রয় করেছেন। এই কম্পিউটার এবং ৫৩, লোয়ারমাল রোডে অবস্থিত জমঈয়তের অফিসে অবস্থান করে প্রায় ১ লাখ পুস্তক সংবলিত তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরী থেকে তারা উপকৃত হ'তে পারেন। তিনি এও বলেছিলেন যে, 'আপনাদের থাকা-খাওয়া, যাতায়াত ও অন্যান্য সব খরচ আমি বহন করব'।[১৭৮]

মোদ্দাকথা, ইহসান ইলাহী যহীরের গতিশীল নেতৃত্বে পাকিস্তানে আহলেহাদীছদের মাঝে নবচেতনার উন্মেষ ঘটে। মানুষের মাঝে কুরআন-সুন্নাহর মর্মমূলে জমায়েত হওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। তাঁর ঈর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, জ্বালাময়ী বক্তব্য, দাওয়াতী কর্মতৎপরতা ও বিশ্বব্যাপী পরিচিতির কারণে জমঈয়তের উত্তরোত্তর অগ্রগতি সাধিত হয়। তিনি যদি রাজনীতির গ্যাড়াকলে জড়িয়ে না পড়ে নিরঙ্কুশভাবে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার-প্রসারে নিজেকে নিয়োজিত করতেন, তাহ'লে পাকিস্তানে আহলেহাদীছ আন্দোলন আরো বেশী মযবুত ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হ'ত এবং আহলেহাদীছ জামা'আত তাঁর কাছ থেকে আরো বেশী খেদমত পেত।

[চলবে]

---

১৭৩. *ঐ, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৮১।*
১৭৪. *ঐ, পৃঃ ৫৯।*
১৭৫. *The Life of Shaykh Ihsan Ilahi Zahir, P. 34-35.*
১৭৬. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-২, পৃঃ ১২০।*
১৭৭. *আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৩৮০।*
১৭৮. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-২, পৃঃ ১২৫-২৬।*

নবীনদের পাতা

ক্বিয়ামতের ভয়াবহতা

*মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম**

জন্মের মাধ্যমে জীবনের শুরু আর মৃত্যুর মাধ্যমে ইহজীবনের পরিসমাপ্তি এবং পরকালীন জীবনের যাত্রা আরম্ভ হয়। কবর বা বারযাখী জীবনের পরে মানুষ ক্বিয়ামতে পার্থিব জীবনের কর্মের হিসাব দিয়ে অনন্ত জীবনে সুখ-শান্তি কিংবা আযাব-শাস্তি লাভ করবে। আর সেই অনন্ত জীবনের প্রবেশ দ্বার হচ্ছে ক্বিয়ামত। এটা এক ভয়াবহ বিষয়, এক কঠিনতম স্থান। ক্বিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে মানুষ যাতে সতর্ক-সাবধান হয়, এজন্য আলোচ্য নিবন্ধের অবতারণা।

ক্বিয়ামত কখন সংঘটিত হবে?

ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সংবাদ কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলা জানেন। তিনি বলেন, يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ لاَ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لاَ تَأْتِيْكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً يَسْأَلُوْنَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ–

'আপনাকে লোকেরা জিজ্ঞেস করে, ক্বিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? আপনি বলে দিন, এ খবর তো আমার পালনকর্তার নিকটেই রয়েছে। তিনি তা অনাবৃত করে দেখাবেন নির্ধারিত সময়ে। আসমান ও যমীনের জন্য এটা অতি কঠিন বিষয়। তোমাদের উপর তা হঠাৎ এসে যাবে। তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে থাকে, যেন আপনি তার অনুসন্ধানে লেগে আছেন। বলে দিন, এ সংবাদতো কেবল আল্লাহ্র নিকটেই রয়েছে। কিন্তু তা অধিকাংশ লোক উপলব্ধি করে না' *(আ'রাফ ১৮৭)*। ক্বিয়ামত কখন, কোন তারিখে সংঘটিত হবে তা নির্দিষ্ট করে না জানা গেলেও তা সংঘটিত হওয়ার দিন সম্পর্কে হাদীছ এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيْهِ أُهْبِطَ وَفِيْهِ تِيْبَ عَلَيْهِ وَفِيْهِ مَاتَ وَفِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ وَهِيَ مُسِيْخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِيْنَ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلاَّ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ وَفِيْهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ حَاجَةً إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهَا–

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সূর্য উদিত হয় এমন সকল দিন অপেক্ষা জুম'আর দিন উত্তম। এ দিনে আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ দিনেই তাঁকে দুনিয়াতে ক সাগ নামিয়ে দেয়া হয়েছে। এ দিনেই তাঁর তওবা কবুল করা হয়েছে। এ দিনেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এবং এ দিনেই ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ভয়ে জুম'আর দিন ফজর হ'তে সূর্যোদয় পর্যন্ত জ্বিন ও মানুষ ব্যতীত সকল প্রাণী চিৎকার করতে থাকে। জুম'আর দিন এমন একটা সময় আছে, যদি কোন মুসলমান ছালাতরত অবস্থায় তার নাগাল পায় এবং আল্লাহ্র নিকট কিছু চায়, তাহ'লে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে তা দান করবেন'।[১৭৯]

উপরের হাদীছ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ক্বিয়ামত জুম'আর দিনেই সংঘটিত হবে। এছাড়া ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে কিছু নিদর্শন প্রকাশিত হবে। এই সকল নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার পর ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। প্রখ্যাত ছাহাবী হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, 'একদা আমরা পরস্পর ক্বিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি বিষয়ে আলোচনা করছ? আমরা বললাম, ক্বিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছি। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, দশটি নিদর্শন না আসা পর্যন্ত ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না। আর তা হচ্ছে- ১. ধোঁয়া, যা পূর্ব হ'তে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত এক নাগাড়ে চল্লিশ দিন বিস্তৃত থাকবে। ২. দাজ্জাল বের হবে। ৩. চতুষ্পদ জন্তু বের হবে। ৪. পশ্চিমাকাশ হ'তে সূর্য উদিত হবে। ৫. ঈসা ইবনু মারিয়াম আকাশ হ'তে অবতরণ করবেন। ৬. ইয়া'জূজ মা'জূজ বের হবে। ৭. পূর্বাঞ্চলে ভূমিধস হবে। ৮. পশ্চিমাঞ্চলে ভূমিধস হবে। ৯. আরব উপদ্বীপে ভূমিধস হবে। ১০. সবশেষে ইয়ামান হ'তে এমন এক আগুন বের হবে যা মানুষকে তাড়িয়ে একটি সমবেত হওয়ার স্থানে নিয়ে যাবে। অপর এক বর্ণনায় আছে, আদন (এডেন)-এর অভ্যন্তর হ'তে আগুন বের হবে। যা মানুষকে সমবেত হওয়ার স্থানের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। অপর এক বর্ণনায় দশম লক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, এমন বাতাস প্রবাহিত হবে, যে বাতাস কাফেরদেরকে নিক্ষেপ করবে।[১৮০] আর বিশেষ করে ক্বিয়ামত তখনই সংঘটিত হবে যখন যমীনে 'আল্লাহ, আল্লাহ বলার কোন মানুষ থাকবে না'।[১৮১] যখন মানুষ আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করবে না, তাঁর দাসত্ব করবে না তখনই ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। কারণ আল্লাহ্র যিকির ও ইবাদত হচ্ছে দুনিয়ার স্থায়ীত্বের প্রমাণ। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার মধ্য থেকে নেক আমলকারী ব্যক্তি ও সৎ, ঈমানদার ব্যক্তিদের উঠিয়ে নিবেন এবং খারাপ ও নিকৃষ্ট মানুষের উপর ক্বিয়ামত সংঘটিত করবেন।[১৮২]

* *আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১৭৯. *আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১৩৫৯, হাদীছ ছহীহ।*
১৮০. *মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬২৩০।*
১৮১. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৮২।*
১৮২. *মুসলিম, মিশকাত হা/৬২৮৩।*

ক্বিয়ামতের সময় আসমান ও যমীনের অবস্থা :

ক্বিয়ামতের সময় আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে মহান আল্লাহ নিমিষেই সবকিছু ধ্বংস করে দিবেন। মহান আল্লাহ বলেন, إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ- وَإِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ- وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ- وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ- وَإِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ- وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ- 'যখন সূর্যকে গুটিয়ে ফেলা হবে। যখন তারকাগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাবে। যখন পর্বত সমূহকে চলমান করে দেয়া হবে। যখন দশমাসের গর্ভবতী উটনীগুলি ছেড়ে দেয়া হবে। যখন বন্য জন্তুগুলিকে চারদিক হ'তে গুটিয়ে একত্রিত করা হবে। যখন সমুদ্র সমূহে আগুন লাগিয়ে দেয়া হবে' *(তাকভীর ১-৬)*।

উপরের আয়াতগুলিতে ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময়ের এক বাস্তব ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠেছে। আর সেজন্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَّنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ- 'যে ব্যক্তি স্বচক্ষে ক্বিয়ামতের বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখতে চায় সে যেন সূরা ইনশিক্বাক্ব, তাক্বভীর ও ইনফিতার তেলাওয়াত করে'।[১৮৩]

মহান আল্লাহ বলেন, إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ- وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ- وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ- وَإِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ- عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ- 'যখন আকাশ সমূহ ফেটে যাবে, যখন তারকা সমূহ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। যখন সমুদ্রগুলি উদ্বেলিত হবে। যখন কবর সমূহকে খুলে দেয়া হবে। যখন প্রত্যেক ব্যক্তিই তার আগের ও পরের কৃতকর্ম জানতে পারবে' *(ইনফিতার ১-৫)*।

إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ- وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ- وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ- وَأَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ- وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ-

'যখন আসমান বিদীর্ণ হবে এবং নিজ প্রতিপালকের আদেশ পালন করবে। আর এটাই তার যথার্থ করণীয়। যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে সব বের করে দিয়ে শূন্য হয়ে যাবে। এভাবে সে আপন প্রতিপালকের আদেশ পালন করবে। আর এটাই তার যথার্থ করণীয়' *(ইনশিক্বাক্ব ১-৫)*। উক্ত সূরাগুলির আয়াতে মহান আল্লাহ ক্বিয়ামতের বিভীষিকাময় দৃশ্য তুলে ধরেছেন।

ক্বিয়ামতের মাঠের অবস্থা :

ক্বিয়ামতের মাঠের অবস্থা হবে অত্যন্ত জটিল ও কঠিন। ক্বিয়ামতের মাঠে সবাইকে একত্রিত করা হবে *(আন'আম ২২)*। সেদিন কোন বান্দাকে ছেড়ে দেওয়া হবে না *(কাহাফ ৪৭)*।

১৮৩. *তিরমিযী, হা/৩৩৩৩, হাদীছ ছহীহ।*

ক্বিয়ামতের মাঠের অবস্থা সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا، قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ جَمِيْعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ-

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'ক্বিয়ামতের দিন মানুষকে নগ্নপদে, নগ্নদেহে ও খাতনাবিহীন অবস্থায় সমবেত করা হবে। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! নারী-পুরুষ সকলকেই এভাবে একত্রিত করা হ'লে তো একজন আরেকজনের লজ্জাস্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করবে? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, হে আয়েশা! সে সময়টা এতই ভয়াবহ হবে যে, কেউ কারো প্রতি দৃষ্টি দেয়ার অবকাশই পাবে না'।[১৮৪]

অপর একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الْأَرْضِ سَبْعِيْنَ ذِرَاعًا وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ آذَانَهُمْ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ ঘর্মাক্ত হয়ে পড়বে। এমনকি তাদের ঘাম যমীনের সত্তর গজ পর্যন্ত ছড়িয়ে যাবে। ঘাম তাদের লাগামে পরিণতি হবে। এমনকি ঘাম তাদের কান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে'।[১৮৫] ক্বিয়ামতের দিন সূর্যকে মানুষের নিকটে নিয়ে আসা হবে। সূর্যের তাপে মানুষের গায়ের ঘাম মাটিতে ছড়িয়ে পড়বে। এমনকি যারা কাফির পাপী তারা ঘামে হাবুডুবু খাবে।[১৮৬]

ক্বিয়ামতের মাঠে জাহান্নামকে আনা হবে :

ক্বিয়ামতের মাঠে বিচারের দিনে বিশাল জাহান্নামকে ফেরেশতাগণ টেনে নিয়ে আসবেন। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُوْنَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّوْنَهَا-

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামকে এমন অবস্থায় টেনে নিয়ে আসা হবে যে, তার সত্তর হাযার লাগাম হবে এবং প্রতিটি লাগামের সাথে সত্তর হাযার ফেরেশতা

১৮৪. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩০২।*
১৮৫. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫০৭।*
১৮৬. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩০৬।*

থাকবে। তাঁরা জাহান্নামকে টেনে-হিঁচড়ে বিচারের মাঠে উপস্থিত করবেন'।[১৮৭] প্রকৃতপক্ষে ক্বিয়ামতের মাঠ হবে অত্যন্ত ভয়ানক ও কঠিন।

ক্বিয়ামতের মাঠে কাফেদের অবস্থা :

কাফেদের জন্য ক্বিয়ামতের মাঠ হবে অতীব কঠিন ও জটিল জায়গা। মহান আল্লাহ তা'আলা কাফেদের অবস্থা সম্পর্কে ইরশাদ করেন, إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوْا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ– 'নিশ্চয়ই যারা কাফের, যদি তাদের কাছে পৃথিবীর সমুদয় সম্পদ এবং তৎসহ আরও তদনুরূপ সম্পদ থাকে আর এগুলোর বিনিময় দিয়ে ক্বিয়ামতের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়, তবুও তাদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি' *(মায়েদাহ ৩৬)*।

মহান আল্লাহ আরও বলেন, وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ– وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِّنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوْا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِيْنَ– 'যেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন অপরাধীরা হতাশ হয়ে যাবে। তাদের দেবতাগুলোর মধ্যে কেউ তাদের জন্য সুপারিশ করবে না এবং তারা তাদের দেবতাকে অস্বীকার করবে' *(রূম ১২-১৩)*।

ক্বিয়ামতের মাঠে কাফেদের অবস্থা এতই কঠিন হবে যে, তাদেরকে আল্লাহ পায়ের দ্বারা না হাঁটিয়ে মুখের মাধ্যমে হাঁটাবেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَلَيْسَ الَّذِيْ أَمْشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ قَتَادَةُ بَلَى وَعِزَّةِ رَبِّنَا–

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ক্বিয়ামতের দিন কাফেরদেরকে কিভাবে মুখের মাধ্যমে হাঁটিয়ে একত্রিত করা হবে? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, যিনি দুনিয়াতে মানুষকে পায়ের মাধ্যমে চালাতে সক্ষম, তিনি কি ক্বিয়ামতের দিন তাকে মুখের মাধ্যমে চালাতে সক্ষম হবেন না? ক্বাতাদাহ বলেন, আমাদের রবের কসম! তিনি তা করতে সক্ষম'।[১৮৮] ক্বিয়ামতের মাঠে এ এক আশ্চর্য দৃশ্য যে কাফেররা মুখের মাধ্যমে চলাচল করবে।

ক্বিয়ামতের মাঠে মুমিনের অবস্থা :

যারা মুমিন তারা সব জায়গায় নাজাত পাবে, এমনকি ক্বিয়ামতের মাঠেও তাদের নাজাতের ব্যবস্থা করা হবে। আর যে সকল মুমিন ক্বিয়ামতের মাঠে নাজাত পাবে তাদের সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللهُ فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ اللهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُوْدَ إِلَيْهِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّيْ أَخَافُ اللهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ –

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তাঁর (আরশের) ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন। সেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। (১) ন্যায়পরায়ণ শাসক, (২) সেই যুবক যে আল্লাহ্র ইবাদতে বড় হয়েছে (৩) ঐ ব্যক্তি যার অন্তর সর্বদা মসজিদের সাথে ঝুলন্ত থাকে, সেখান থেকে বের হয়ে আসার পর তথায় ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত (৪) এমন দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহ্র ওয়াস্তে পরস্পরকে ভালবাসে, আল্লাহ্র ওয়াস্তে মিলিত হয় এবং তাঁর জন্যই পৃথক হয়ে যায় (৫) এমন ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে আর তার দুই চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে (৬) এমন ব্যক্তি যাকে কোন সম্ভ্রান্ত সুন্দরী নারী (ব্যভিচারের জন্য) আহ্বান করে, আর সে বলে, আমি আল্লাহকে ভয় করি এবং (৭) সে ব্যক্তি যে গোপনে দান করে। এমনকি তার বাম হাত জানতে পারে না তার ডান হাত কি দান করে'।[১৮৯] এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ক্বিয়ামতের মাঠে যখন কোন ছায়া থাকবে না, তখন আল্লাহ তা'আলা সাত শ্রেণীর মুমিন লোককে বিশেষ ছায়া দান করবেন। এককথায় ক্বিয়ামতের মাঠ হবে কঠিন ও ভয়াবহ। আর এই কঠিন ও ভয়াবহ অবস্থা থেকে নাজাত পাবে একমাত্র আল্লাহভীরু মুমিন বান্দাগণ।

উসংহার :

পরিশেষে বলা যায় যে, আমরা যদি সকল মতবাদ ও তরীকা ছেড়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নিজেদের সার্বিক জীবন গঠন করি তাহ'লে ক্বিয়ামতের মাঠের ভয়াবহ ও কঠিন আযাব থেকে পরিত্রাণ পেয়ে আল্লাহ্র আরশের নীচে স্থান পাব ইনশাআল্লাহ। অন্যথা ক্বিয়ামতের সেই কঠিন আযাব থেকে মুক্তি পাব না। অতএব আসুন, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গঠন করে ক্বিয়ামতের ভয়াবহ আযাব থেকে পরিত্রাণ লাভ করি। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!!

১৮৭. *মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৪২২।*
১৮৮. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩০৩।*
১৮৯. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০১, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬৪৯।*

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

অপূর্ব প্রতিদান

এ বিশ্ব চরাচরে মানুষ এসেছে নিজেদের সুন্দর কর্ম দ্বারা এ ধরণীকে আরো সুন্দর করতে। আর তার উ ত্তম কর্মের বিনিময়ে পরকালীন জীবনে নাজাত লাভ করতে। কিন্তু পৃথিবীতে এসে মানুষ তার আসল কর্তব্যকে ভুলে গেছে। ফলে অধিকাংশ মানুষ হয়েছে ভোগবাদী। তবে এ জগৎ-সংসারে এমন অনেক লোক আছে যাদের জীবনটা ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর। তারা তাদের কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, ভোগে নয়, ত্যাগেই প্রকৃত সুখ। আর এ সম্পর্কেই একটি নাতিদীর্ঘ গল্প আমরা উদ্ধৃত করছি।

রাতুল পিতৃ-মাতৃহীন এক অনাথ বালক। শৈশবে পিতামাতা মারা যাওয়ার পর চাচার অপত্য স্নেহে লালিত-পালিত হয়েছে। দিনমজুর পুত্রহীন আবুল মৃত ভাইয়ের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে ভাতিজাকে পুত্রবৎ লালন-পালন করে বড় করেছে। নিজের সহায়-সম্বল যা ছিল সব ব্যয় করে ভাতিজাকে লেখা-পড়া শিখিয়েছে। আজ রাতুল শিক্ষিত যুবক। আবুল ছাহেব চান রাতুল ভাল কোন চাকুরী পাক এবং তার ছোট মেয়েকে বিবাহ করুক। কিন্তু একথা তিনি সরাসরি রাতুলকে কখনও বলেননি। তবে রাতুলের কানে কথাটা পৌঁছেছে। এম.এ. পাশ করার পর কয়েক বছর কেটে গেছে। কোন চাকুরী সে পায়নি। ছাত্রদেরকে প্রাইভেট পড়িয়ে বেশ টাকা সে রোজগার করে। এতে ৪ সদস্যের চাচার সংসার ভালই কেটে যাচ্ছে। নতুন ঘর করেছে। তিন বেলা খাবার জন্য আর চিন্তা করতে হয় না। সবার পরণে মানানসই পোশাক শোভা পায়। তারপরও স্থায়ী কোন চাকুরী নয় বলে সে বিয়ের কথা ভাবে না। ইতিমধ্যে তার চাচা অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি রাতুলকে ডেকে বলেন, বাবা! আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। তোমার বোন রাণুকে পাত্রস্থ করে যেতে পারলাম না। ওকে একটা যোগ্য পাত্রে তুলে দিয়ে যেতে পারলে শান্তিতে মরতে পারতাম। চাচার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে রাতুল মনে মনে রাযী হয়ে যায়। কারণ মেয়ে হিসাবে রাণু খারাপ নয়। তাছাড়া ছোট থেকে তাকে দেখে এসেছে। তাই চাচীকে সে বলে, তোমাদের কোন ইচ্ছা থাকলে তোমরা তা পূরণের ব্যবস্থা কর, আমি অমত করব না। রাতুলের ভদ্রোচিত কথায় চাচী খুশি হন। একদিন শুভক্ষণে রাতুল-রাণুর বিয়ে হয়। তারা এখন সুখী দম্পতি। বিয়ের ৩ বছরের মাথায় তাদের ১ম সন্তান হয় রানা। বছর দুয়েক হ'ল রাতুল একটি বহুজাতিক কোম্পানীতে ভাল সম্মানীতে চাকুরীও পেয়েছে। থাকে ঢাকায়। প্রতি মাসে বাড়ী আসে। চাচা-চাচী, স্ত্রী-পুত্র সবাইকে দেখে যায়। সবার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে দিয়ে আবার ফিরে যায় কর্মস্থলে।

রাতুলের চাল-চলন, আচার-ব্যবহার ও কর্মস্পৃহা এবং সততায় মুগ্ধ কোম্পানীর মালিক। রাতুল আসার পর কোম্পানীর উন্নতিও হয়েছে কল্পনাতীত। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ম্যানেজ করার চমৎকার ক্ষমতা রয়েছে তার মাঝে। এজন্য যামান ছাহেব রাতুলকে নিয়ে ভাবতে থাকেন। যামান ছাহেব একমাত্র মেয়ে রায়হানাকে সখ করে বিবাহ দিয়েছিলেন দেশের শীর্ষস্থানীয় ধনীর দুলালের সাথে। কিন্তু তার মাদকাসক্তি ও উচ্ছিন্ন অবস্থার কারণে যামান ছাহেব মেয়েকে ছাড়িয়ে নিতে বাধ্য হন। তখন থেকে তিনি মনে মনে একটি চরিত্রবান ছেলেকে খুঁজছেন। এক্ষেত্রে রাতুলই তার প্রথম পসন্দের পাত্র। তিনি রাতুলের সার্বিক অবস্থা জেনেও নিজের মেয়েকে তার হাতে তুলে দিতে রাযী। এ বিষয়ে স্ত্রী এবং মেয়ের সাথে কথাও বলেছেন। মেয়ের নিঃসঙ্গতা ঘুচানোর জন্য কোম্পানীর কিছু বিষয় দেখার জন্য তাকে কিছু দায়িত্বও দিয়ে রেখেছেন। তাই কাজের সুবাদে রাতুলের সাথে তার কিছুটা পরিচয় আছে বৈকি। এজন্য বাবার পসন্দে রায়হানা অমত করেনি।

যামান ছাহেব এক সময় রাতুলের গ্রামের বাড়ী চলে যান। কথা বলেন, রাতুলের চাচার সাথে। যামান ছাহেবের পরিচয় পেয়ে আবুল হোসেন ভাতিজার ভবিষ্যতের কথা ভেবে অমত করেন না। কিন্তু এসব রাতুল জানতে পারেনি। এক সময় যামান ছাহেব রাতুলকে ডেকে বিষয়টি বললেন। রাতুল অমত করে। বলে যে, প্রয়োজনে আমি চাকুরী ছেড়ে দিতেও রাযী। কিন্তু এই অসম বিবাহ আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া আমার স্ত্রী-সন্তান সবই আছে। যামান ছাহেব তাকে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের কথা বলে বুঝানোর চেষ্টা করেন। এতে রাতুলের মন নরম হয়। সে কিছুদিন সময় চেয়ে নেয়। বাড়ি এসে চাচা-চাচীকে প্রথমে বলে। তারা বিষয়টি রাতুলের উপরে ছেড়ে দেয়। রাতুল স্ত্রীর কাছে বলে। রাণু তাকে বলে, পৃথিবীতে সবকিছুর ভাগ মানুষ দিতে পারে। কিন্তু নারী তার স্বামীর ভাগ কাউকে দিতে চায় না। শরী'আতে যেহেতু একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ নয়, সেহেতু আমি আপনাকে নিষেধ করতে পারছি না। তবে আপনার হৃদয়ে আমার জন্য একটা জায়গা চাই; আমার সন্তানের জন্য চাই একটা নিরাপদ আশ্রয়ের। এসব থেকে আমরা যেন বঞ্চিত না হই।

রাতুল কর্মস্থলে ফিরে আসে। মালিক তাকে আবার ডেকে এ বিষয়ে বলেন। তখন সে বলে, আমি দরিদ্র কর্মচারী মাত্র। আপনার মেয়ের যোগ্য আমি নই। যামান ছাহেব বলেন, তোমার সব জেনেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তুমি অমত কর না। তোমার স্ত্রী-ছেলে কেউ অধিকার বঞ্চিত হবে না। তবে তুমি আরো কিছু সময় ভেবে দেখ। এদিকে রায়হানা তার মাকে নিয়ে চলে যায় রাতুলের বাড়ীতে। অনেক গল্প করার পর রাণুকে কথাটা বলে। রাণু শুধু বলে, বোন হিসাবে তোমাকে আমার হৃদয়ে স্থান দেওয়ার সুযোগ পেলে এবং তোমাকে আমার পাশে পেলে নিজেকে ধন্য মনে করব। রাণুর কথায় খুশিমনে রায়হানা ফিরে যায়। শুভক্ষণে যামান ছাহেব মেয়েকে তুলে দেন রাতুলের হাতে। এক সময় কোম্পানীর দায়-দায়িত্ব সব বুঝিয়ে দেন রাতুলকে। অনেক দিন হয়ে যায়। রায়হানার কোন সন্তান হয় না। অনেক চিকিৎসা করেও কোন লাভ হয়নি। সে জানতে পারে যে, তার আর সন্তান হবে না। ওদিকে রাণুর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যায়। সে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরীক্ষায় ধরা পড়ে তার দু'টা কিডনীই নষ্ট হয়ে গেছে। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ভর্তি করতে দেরী হয়ে গেছে অনেক। সত্বর অপারেশন করতে হবে। কিন্তু রাণুর রক্তের গ্রুপের সাথে মি০ পাওয়া যায় না। তার বড় বোনের রক্তের গ্রুপ মিলে গেলেও সে কিডনী দিতে রাযী নয়। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েও কিডনী পাওয়া যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় জানা যায় তার রক্তের গ্রুপের সাথে রায়হানার গ্রুপের মিল রয়েছে। সে একটা কিডনী দিতেও চায়। সবাই তাকে নিষেধ করে। কিন্তু কারো কথা সে মানতে নারায। সবার কথা উপেক্ষা করে সে একটা কিডনী রাণুকে দান করে। রায়হানা বলে, যে আমাকে তার স্বামীর অংশ দিয়েছে, আমার নিঃসঙ্গতাকে দূর করতে সহযোগিতা করেছে, আমার নির্জীব জীবনে সজিবতা এনে দিয়েছে, আমাকে বেঁচে থাকার পথ করে দিয়েছে, আমি তাকে আমার দেহের অংশ দিয়ে তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করলাম। তাছাড়া আমার চেয়ে রাণুর বেঁচে থাকা বেশী দরকার। কেননা তার সন্তান আছে। আমার তো কেউ নেই।

** নাফীসা আমীন*
গাছবাড়িয়া, কালিয়া, নড়াইল।

ক্ষেত-খামার

তুষ পদ্ধতিতে মুরগীর বাচ্চা উৎপাদন

রাজবাড়ী যেলার বালিয়াকান্দি উপযেলার অন্তর্গত সদর ইউনিয়নের পশ্চিম বালিয়াকান্দি গ্রামের শাহীদা বেগম চীনা তুষ পদ্ধতির মিনি হ্যাচারির মাধ্যমে মানসম্মত মুরগির বাচ্চা উৎপাদন করছেন। জানা যায়, শাহীদা বেগম প্রায় ১৫ বছর আগে যশোরের কোটচাঁদপুর থেকে চীনা তুষ পদ্ধতিতে হ্যাচারি গড়া ও পরিচালনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ লাভ করেন। উপযেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় তিনি তুষ পদ্ধতিতে সামান্য কাঠখুঁটি, স্বল্প উপকরণ ও স্বল্প জায়গায় সামান্য খরচে হাস-মুরগির ডিম ফোটানোর জন্য মিনি হ্যাচারি শুরু করেন। শাহীদার স্বামী হানীফ ফরিদপুর, পাবনা, গোয়ালন্দ, যশোর, মাগুরার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকে মুরগির উর্বর ডিম সংগ্রহ করেন। শাহীদা সাংসারিক কাজের ফাঁকে যত্ন দিয়ে ডিম থেকে বের করছেন উন্নত জাতের ফাওমি ও সোনালী জাতের মুরগির বাচ্চা। প্রাকৃতিক নিয়মে এখানে ২১ দিনে ফুটে যায় মুরগির ফুটফুটে বাচ্চা। এই মিনি হ্যাচারির মুরগির বাচ্চা ক্রয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খামারীরাও ভিড় জমাচ্ছেন। তাদের অধিকাংশেরই মন্তব্য, হ্যাচারির মত বাচ্চা ক্রয়ে এখানে বিড়ম্বনার শিকার হ'তে হয় না, এখানে কোন মধ্যস্বত্বভোগী নেই। তুষ পদ্ধতিতে উৎপাদিত কক ও লেয়ার মুরগির বাচ্চার দাম কম। ১ দিনের প্রতিটি মুরগির বাচ্চা ২০ টাকায় কেনা যায়। তাছাড়া দেশের বর্তমান আবহাওয়ায় মুরগির বাচ্চা সহনশীল বেশী হওয়ায় মৃত্যুর হার কম। শাহীদা বেগম জানায়, সরকারী-বেসরকারী সহযোগিতা পেলে মিনি হ্যাচারিতে অধিক পরিমাণে মুরগির বাচ্চা উৎপাদন করবেন। এতে বেকার যুবকরা উদ্যোগী হ'লে বদলে যাবে পোল্ট্রি শিল্প। অসংখ্য কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর হবে। পাশাপাশি বাজারে পোল্ট্রি মুরগি ও ডিমের মূল্যের ভারসাম্য ফিরে আসবে।

মুরগীর খামার করে স্বাবলম্বী

মাত্র ১০ হাযার টাকা দিয়ে ৩শ' মুরগীর বাচ্চা নিয়ে খামার শুরু করে বর্তমানে ৮ হাযার মুরগীর পালন করছে চট্টগ্রামের পটিয়ার পশ্চিম হাইদগাঁয়ের আযাদ হাসান রিপন। তার খামারের নাম বায়তুশ শরফ পোল্ট্রি ফার্ম। রিপন ১৯৯৬ সালে শিক্ষা জীবন শেষ করে কয়েক বছর বেকার থাকার পর ১৯৯৯ সালে বয়লার মুরগী খামার শুরু করে সে এখন স্বাবলম্বী।

রিপন জানায়, এপ্রিল মাসে তার খামারে ৩ হাযার মুরগী উৎপাদন হয়েছে। ১৯৯৯ সালে ৪৪৫ বর্গফুটের শেড নিয়ে খামার শুরু করলেও বর্তমানে ১০ হাযার ৬৬৫ বর্গফুটের শেড রয়েছে। এখানে প্রায় ৮ হাযার মুরগী পালন করা যায়। বর্তমানে তিনি খামারে লেয়ার মুরগীর পালনের প্রক্রিয়া শুরু করেন। তার খামারে মুরগীর পরিচর্যায় রোগ বালাইয়েল জন্য ডাক্তারের প্রয়োজন হয় না। প্রায় ১২ বছর খামার করে তিনি বেশ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। মুরগির রোগ বালাইয়ের মধ্যে রাণিক্ষেত, গাম্বো, সর্দি অন্যতম। রিপন জানায়, খামারীরা সঠিক সময়ে মুরগীর রোগ চিহ্নিত করতে পারলে এ ব্যবসায় অনেকাংশে সফল হওয়া সম্ভব। ২০০৩ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ১ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ নেন রিপন। এ খামার বর্ধিতকরণের জন্য ২০০৭ সালে একটি বেসরকারী সংস্থা থেকে ৭০ হাযার টাকা ঋণ নেন। তার মতে, খামারীদের প্রশিক্ষণ ও বিনা সূদে সরকারী ঋণের ব্যবস্থা করা গেলে পোল্ট্রি শিল্পে অমানিশার মেঘ কেটে যাবে।

এক জমিতে একাধিক সবজি চাষে ব্যাপক সাফল্য

চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ উপযেলার শোভনকর্দী গ্রামের কৃষক মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীন (২৮) সবজি চাষ করে স্বচ্ছল জীবনযাপন করছেন। বেকার ও অভিশপ্ত জীবন থেকে সরে এসে শাকসবজির চাষ করে যে লাখ লাখ টাকা আয় করা যায়, আযীমুদ্দীন তার বাস্তব উদাহরণ। তিনি আজ শাকসবজী চাষ করে স্বাবলম্বী। মাত্র ১ একর ১২ শতক জমিতে চিচিংগা (কইডা) চাষ করে বছরে লাখ টাকা আয় করেন তিনি। সুষ্ঠু পরিকল্পনায় একই জমিতে একসঙ্গে একাধিক ফসল চাষ করে যে লাখ লাখ টাকা আয় করা সম্ভব আযীমুদ্দীন তা প্রমাণ করে দিয়েছেন। সংসার খরচ চালিয়ে তিনি বছরে প্রায় লাখ টাকা সঞ্চয় করতে পারছেন। তিনি জানান, সবজী চাষে অল্প খরচে অধিক লাভবান হওয়া যায়। উপযেলা কৃষি অফিসের দিক নির্দেশনা পাওয়ায় আজ সল্প খরচে অধিক লাভবান হচ্ছেন তিনি।

ছোট গাছে বড় ফল স্বাদে অতুলনীয়

যশোর শহর থেকে মাত্র ৫ কিলোমিটার দূরে শহরতলী ঘুরুলিয়া গ্রামের কৃষক ইউসুফ আলী প্রথমে বিল এলাকায় জমি ক্রয় করে সেখানে পুকুর কেটে মাছ চাষ শুরু করেন। বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই তিনি পুকুরের মাছ চাষের পাশাপাশি শুরু করেন সবজির আবাদ। তিনি সবজির সাথে পেঁপের আবাদ চালাতে থাকেন। বিভিন্ন বীজ থেকে পেঁপে উৎপাদন করে আশানুরূপ ফলন না পেয়ে তিনি পেঁপে বীজ উদ্ভাবনের কাজে হাত দেন। সফল হন তিনি। নিজস্ব উদ্ভাবিত বীজের নাম দেয়া হয় 'যশোরী পেঁপে বীজ'। ঐ বীজের পেঁপের ফলন এতটা বেশী যে তার অনুকরণ ও অনুসরণ করতে আশপাশের অনেক পেঁপে চাষী প্রায় প্রতিদিনই ছুটে যাচ্ছে ইউসুফের সবজি বাগানে। ইউসুফ আলীর সবজি বাগানে সবজির জন্য আলাদা কোন জমি নেই। বড় বড় মোট ৯টি পুকুর রয়েছে ৭০ বিঘা জমির উপর। পুকুরপাড়ে অন্যান্য সবজির আবাদের পাশাপাশি পেঁপে আবাদ করছেন তিনি। পেঁপে গাছের ডালপালা মাড়িয়ে পুকুরের পাড় ধরে হাঁটলে যে কারো হৃদয় মন দুলে উঠবে আনন্দে। ছোট ছোট পেঁপে গাছে বড় বড় পেঁপে ঝুলে আছে। পেঁপের ভারে গাছ নুইয়ে পড়ছে। দেখলে মনে হবে হাইব্রিড পেঁপে। কিন্তু আসলে তা নয়। কৃষক ইউসুফের উদ্ভাবিত নিজস্ব জাতের পেঁপে। আড়াই থেকে ৩ মাসের মধ্যে এই পেঁপে উৎপাদন হয়। বছরে প্রতিটি পেঁপে গাছ থেকে কমপক্ষে ২ মণ পেঁপে পাওয়া যায়। মাত্র সাড়ে ৩ বিঘা জমিতে কয়েক বছর ধরে প্রতিবছরে ২ লক্ষাধিক টাকা আয় করে থাকেন তিনি। যশোরী জাতের পেঁপের স্বাদ অন্যান্য পেঁপের চেয়ে অনেক ভিন্ন। তাই এ পেঁপে বীজের চাহিদা বাড়ছে দিন দিন।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

রামাযান তোমাকে

আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

রামাযান! তোমাকে জানাই আহলান সাহলান
আর জানাই আমার হৃদয় নিংড়ানো
আগমনী সংবর্ধনা ও স্বশ্রদ্ধ সালাম।
পাতকীকে তুমি
লক্ষ পঙ্কিলতার কালিমা থেকে চিরমুক্ত করতে
তুমি তো আল্লাহ্র এক অফুরন্ত রহমত।
রামাযান! আমরা তোমার আগমনের অপেক্ষায়
পশ্চিম দিগন্তে নতুন চাঁদ দেখতে
উৎসুক মনে একান্ত নিবিড়ভাবে তাকিয়ে আছি।
তোমার আগমনের শুভ সংবাদ পেলাম,
সংবাদ পেলাম বিদায়ী শা'বানের কাছে।
রামাযান! আমরা পাতকী, পঙ্কিলতার পিচ্ছিলে
আমাদের পদস্খলন ঘটছে অহর্নিশ,
তোমার আগমনে তাই আমরা আশান্বিত।
তুমি কি পারবে রামাযান,
সর্বপ্রকার পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত করে
আমাদের পরিচ্ছন্ন করতে?
তুমি কি পারবে
পরম করুণাময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের
নিষ্কলুষ বান্দা রূপে খাঁটি প্রেমিক বানিয়ে দিতে?
প্রিয় রামাযান! সেই আশায় আমরা তোমাকে
অন্তর দিয়ে বরণ করি।

আমার জন্মভূমি

এফ.এম. নাছরুল্লাহ হায়দার
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

আমরা এদেশ স্বাধীন করেছি
বুকের তাজা রক্তে করেছি শুচি,
যুগে যুগে জেল-যুলুম লাঞ্ছনা সয়েও
আজও মোরা বেঁচে আছি।
মিথ্যাকে এড়িয়ে বাধার পর্বত পেরিয়ে
বলছি সদা তাওহীদের বাণী,
কেঁপে উঠে তাই চারদিক বাতিল শক্তি
সত্যের শ্লোগান শুনি।
ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা নির্ভেজাল
যে আন্দোলন চলছে ধরায় দৈনিক,
সেই আন্দোলনের বীর সিপাহী মোরা
রাজপথের লড়াকু সৈনিক।
পাক-ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে
স্বর্ণাক্ষরে লেখা যাদের নাম,
কামানের গোলায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েও যারা চালিয়েছে
মাতৃভূমির জন্য সংগ্রাম।
দেশের জন্য যখন লড়েছি মরেছি মোরা
কোথায় ছিলে বল তুমি?
জঙ্গী সাজিয়ে ছেড়ে যেতে বল আজ
আমাদের প্রিয় জন্মভূমি।
যত দিন রবে এদেশ সবুজ-শ্যামল
কৃষ্ণচূড়ায় পুষ্প লাল,
অমর কৃতী থাকবে স্মৃতিতে গাঁথা মোদের
ইতিহাসের পাতায় মহাকাল।

কান্না

মুহাম্মাদ আব্দুল হাকীম
হাড়াভাঙ্গা, গাংনী, মেহেরপুর।

হাত কাটলে কেহ কাঁদে স্বজন মরলে কেহ
মাল ধ্বংসে কেহ কাঁদে পিটন খেয়ে কেহ।
রোগী কাঁদে রোগের জ্বালায় সুস্থ হ'তে চায়
কচি শিশু কাঁদে ক্ষুধায় দুগ্ধ খাবে তাই।
শ্বশুর বাড়ী যাবার কালে মেয়েরা কাঁদে ভাই
মা কাঁদে তার সাথে মেয়েরই মায়ায়।
ভান করিয়া কেহ কাঁদে কেহ কাঁদে সুখে
আবার দেখ কেহ কাঁদে থেকে নানান দুঃখে।
পিঁয়াজ কাটতে কেহ কাঁদে কেহ চুলার ধূয়ায়
ছাত্র কাঁদে ফেল করে বিষম চিন্তায়।
জেলখানায় কেহ কাঁদে গেছে বিনা দোষে
স্ত্রী-পরিবার সবাই কাঁদে নিজ ঘরে বসে।
ছেলে-মেয়েরা কাঁদে দেখ মিঠাই খাবার তরে
ধমক খেয়ে কেহ কাঁদে কেহ আছাড় খেয়ে।
কেহ কাঁদে আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদে মুছল্লায় বসে
কেহ কাঁদে রুকূ-সিজদায় কেহ কবর পাশে।
মরার ভয়ে কেহ কাঁদে কেহ গোরের ভয়ে
জাহান্নাম ভয়ে কেহ কাঁদে জড়সড় হয়ে।
নানান কান্নার বর্ণনা ভাই লিখিলাম হেথায়
আসল কান্না আল্লাহ্র ভয়ে জানিও নিশ্চয়।

[মেহেরপুর যেলার গাংনী থানাধীন হাড়াভাঙ্গা ডি.এইচ.এস মাদরাসার সহকারী শিক্ষক মুহাম্মাদ আব্দুল হাকীম (৫০) গত ৪ মার্চ ২০১১ সকাল ৬-টায় হাড়াভাঙ্গাস্থ নিজ বাড়ীতে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহ...। ঐদিন বিকাল সাড়ে ৪-টায় অনুষ্ঠিত জানাযা ছালাতে ইমামতি করে তার ছেলে নাছরুল্লাহ জাদীদ। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুষ্টিয়া-পশ্চিম যেলা সভাপতি গোলাম যিল-কিবরিয়া তার জানাযায় উপস্থিত ছিলেন। তাকে ঝিনাইদহের বাতিকাডাঙ্গা গ্রামের পৈতৃক গোরস্থানে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ১ ছেলে ও ১ মেয়ে রেখে গেছেন। আমরা তার রূহের মাগফিরাত কামনা করছি।-সম্পাদক।]

ফল চাষী ভাইদের জন্য সু-খবর

ডায়াবেটিস, ব্লাড প্রেসার, এসিডিটি ও ক্যান্সার প্রতিরোধক বাংলাদেশে সফলভাবে উৎপাদিত ভিয়েতনামের **ড্রাগন ফল** এবং আইভরিকোষ্টের **প্যাসন ফলের** চারা পাওয়া যাচ্ছে।

জরুরী ভিত্তিতে যোগাযোগ করুন

মীযানুর রহমান

০১৬১৩৩৭২০৫৩, ০১৯২৯৪১৪৫৫৩,
০১৮২৯৫২৪৫০৩

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ভূগোল)-এর সঠিক উত্তর

১। দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে। ২। মেরু অঞ্চলে।
৩। মেক্সিকো উপসাগরের জেকসন দ্বীপের কাছে।
৪। ইতালীর ভেনিস নগরীতে। ৫। হাওয়াই দ্বীপে।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (উদ্ভিদ বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১। কাশফুল, আঁখ ও ভুট্টা ২। আলুর ৩। পান
৪। বাঁশ ও কলা ৫। বেত ও শিমুল।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী জ্ঞান)

১। কোন কোন হাদীছ গ্রন্থের সবগুলো ছহীহ?
২। হাদীছের প্রসিদ্ধ ৬ খানা গ্রন্থের পূর্বে লিখিত তুলনামূলক শুদ্ধ গ্রন্থের নাম কি?
৩। হাদীছের প্রসিদ্ধ ৬ খানা গ্রন্থের নাম কি?
৪। আমলের দিক দিয়ে কোন হাদীছের স্থান সবার উর্ধ্বে?
৫। মানুষের বানানো হাদীছকে কি বলে?

সংগ্রহে : ইমামুদ্দীন
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধা)

১। মায়ের দুধ খায় না, মায়ের পাছ ছাড়ে না।
২। চারিদিকে বেতকাঁটা, মধ্যখানে লাল বেটা।
৩। একা একা নদিটি তিন কুল যায়
লোহার কপাট তলে লোহার কলাই খায়।
৪। গায়ে লোম নেই চারটে পা, চলা ফেরায় বাদশাহ।
৫। দুহিনি ঝিহিনি মাকড়ের আঁশ
কুল নেই কড়া নেই ধরে বারো মাস।

সংগ্রহে : বযলুর রহমান
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

কেন্দ্রীয় কার্যালয়, রাজশাহী ১২-১৩ মে বৃহস্পতি ও শুক্রবার : গত ১২ মে বৃহস্পতিবার বাদ আছর সোনামণি কেন্দ্রের উদ্যোগে যেলা পর্যায়ের দায়িত্বশীলদের নিয়ে 'সোনামণি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ-২০১১' অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দুইদিন ব্যাপী উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও সোনামণি'র প্রধান পৃষ্ঠপোষক **ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। তিনি সোনামণিদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গড়ার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দায়িত্বশীলদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, সোনামণিদের সৎ ও যোগ্য করে গড়ে তুলতে না পারলে দেশ ও জাতি সাক্ষাৎ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে।

অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন, 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, দফতর ও যুব বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হুসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সোনামণির পৃষ্ঠপোষক মুযাফফর বিন মুহসিন, সোনামণি' সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, সাবেক পৃষ্ঠপোষক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, সোনামণি'র সাবেক সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম, বর্তমান কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ ও বযলুর রহমান। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যাল 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাফেয মুকাররম হুসাইন প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক গোলাম কিবরিয়া। মারকায শাখার সোনামণি আব্দুল হাকীমের কুরআন তেলাওয়াত ও আল-সাবার জাগরণীর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। প্রশিক্ষণ শেষে মূল্যায়ণ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং উত্তীর্ণ ১ম ৫ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। বিজয়ীরা হ'লেন- আখতারুযযামান (কুষ্টিয়া-পূর্ব) ১ম, আশরাফুল আলম (যশোর) ২য়, অলিউর রহমান (সাতক্ষীরা) ৩য়, হাফীযুর রহমান (সাতক্ষীরা) ৪র্থ এবং ইসরাঈল (সাতক্ষীরা) ৫ম।

সোনামণির জাগার গান

মুহাম্মাদ রেযাউল করীম
শুকলপট্টি, নাটোর।

বাহুতে শক্তি মনেতে বল
সামনে বাঁধা দু'পায়ে দল
হৃদয়ে ভক্তি থাকুক অটল
দুর্গম পথে এগিয়ে চল
ওহে সোনামণির দল!
দুর্যোগ রাতে পরওয়া নেই
ধ্বংস বাধা আসুক যতই
মরণ মুখে নেমেছে যেই
বিজয়ের মালা এনেছে সেই।
সোনামণির সুযোগের বেলা
যায়রে চলে যায়।
জেগে ওঠো সব সোনামণি আজি
সময় যে বয়ে যায়।

বকুল ফুলের মালা

জাদীদা
জাগীর হোসেন একাডেমী, পাবনা।

রাতের শেষে দিনের আলো পূব আকাশে ঐ
বকুল তলায় ফুল কুড়াতে সোনামণিদের হৈচৈ।
চিকন সুতায় গাঁথবে ফুল গড়বে তারা মালা
তনুমনে বধুর সাজে সাজাবে তাদের গলা।
বর্ষাকালে মেঘের কোলে রৌদ্র ছায়ার খেলা
কচি খোকাদের কদম পাড়ার বসছে যেন মেলা।
দোরাবদ্ধ মনটা আমার পাচ্ছে ভীষণ যন্ত্রণা
মায়ের আদেশ করছি পালন এটাই মোর সান্ত্বনা।

***

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এখন সোনার হরিণ

-সাবেক প্রধান বিচারপতি

সাবেক প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক গত ১৭ মে 'বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ল' অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স' (বিলিয়া) কর্তৃক আয়োজিত 'আইন ও ন্যায়বিচারের জন্য বাজেট বরাদ্দ ইস্যু এবং প্রবণতা' শীর্ষক সেমিনারে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে বলেন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এখন সোনার হরিণ। আমরা সবাই এর পেছনে ছুটছি। আসলে স্বাধীনতা কী, সেটা আমরা কেউ জানি না। তবে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হ'লে সবার আগে আমাদের বিচারপতি ও বিচারকদের মন-মানসিকতা স্বাধীন হ'তে হবে। তিনি আরো বলেন, বিচারকরা এ সমাজের অংশ হ'লেও তাদের মনে রাখতে হবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাই তাদের মূল কাজ। একটা মামলা যদি ৩০ বছরেও নিষ্পত্তি না হয়, তাহ'লে ঐ মামলার গুরুত্ব হারিয়ে যাবে। মানুষের মধ্যে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতা বেড়ে যাবে।

২০১১-১২ অর্থবছরের ১ লাখ ৬৩ হাযার ৫৮৯ কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা

২০১১-১২ অর্থবছরের জন্য ১ লাখ ৬৩ হাযার ৫৮৯ কোটি টাকার জাতীয় বাজেট গত ৯ জুন সংসদে পেশ করেছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহীত। প্রস্তাবিত বাজেট ২০১০-১১ অর্থবছরের তুলনায় ৩১ হাযার ৫৮৯ কোটি টাকা অর্থাৎ শতকরা ২৩ ভাগ বেশী। প্রস্তাবিত বাজেটে প্রায় ৫ হাযার কোটি টাকার বৈদেশিক অনুদানসহ সরকারের সর্বমোট আয় ধরা হয়েছে ১ লাখ ২৩ হাযার ৩২৩ কোটি টাকা এবং সামগ্রিক বাজেট ঘাটতি ধরা হয়েছে ৪৫ হাযার ২০৪ কোটি টাকা (অনুদান ব্যতীত)। বাজেটে স্থানীয়ভাবে মোট রাজস্ব আয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে ১ লাখ ১৮ হাযার ৩৮৫ কোটি টাকা। বাজেট ব্যয়ের মধ্যে এবার খাতওয়ারী সবচেয়ে বেশী বরাদ্দ রাখা হয়েছে জনপ্রশাসন খাতে ১৪ দশমিক ৬ শতাংশ। অতঃপর শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে ১২ দশমিক ৪ শতাংশ বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। দেশী-বিদেশী ঋণের সূদ পরিশোধে যাবে বাজেটের ১১ শতাংশ (১৮ হাযার কোটি টাকা)। প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় ধরা হয়েছে ৭ দশমিক ৩ শতাংশ, কৃষিখাতে ৭ দশমিক ৭ শতাংশ, জ্বালানী ও বিদ্যুতে ৫ দশমিক ১ শতাংশ, পরিবহন ও যোগাযোগে ৬ দশমিক ৯ শতাংশ। এবারের বাজেটে ব্যক্তিশ্রেণীর করদাতাদের করমুক্ত আয়ের সীমা ১ লাখ ৮০ হাযার টাকা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। অর্থনীতিবিদরা বাজেটকে উচ্চাভিলাষী বলে আখ্যায়িত করে এটি বাস্তবায়ন করা কঠিন হবে বলে মন্তব্য করেছেন।

যেসব জিনিসের দাম বাড়বে : সিগারেট, বিড়ি, তামাক, জর্দা, গুল, ফ্যাক্স মেশিন, বাণিজ্যিক ফ্ল্যাট, বিলাসবহুল ডাবল কেবিন পিকআপ, আমদানীকৃত মোটর সাইকেল, তৈরী পোষাক, ফেব্রিক্স ও ফার্নিচার প্রভৃতি।

যেসব জিনিসের দাম কমবে : এলপি গ্যাস, ওষুধ, বিদ্যুৎসাশ্রয়ী বাতি, সৌরচালিত বাতি, টিউবলাইট, গ্যাস সিলিন্ডার প্রস্তুককারী শিল্পের উপকরণ, আবাসিক প্লট, মোবাইলের সিমকার্ড প্রভৃতি।

দেশে ৪ কোটি ২০ লাখ মানুষ পরোক্ষ ধূমপানের শিকার; ৩০ শতাংশ বনভূমি ধ্বংস

দেশের প্রায় ৪ কোটি ২০ লাখ মানুষ পাবলিক প্লেস ও পরিবহনে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার। বিশ্ব ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের পরিবারগুলো গড়ে পারিবারিক খরচের ২ দশমিক ৮ শতাংশ ধূমপানের জন্য খরচ করে। একজন দরিদ্র ধূমপায়ী ধূমপানের খরচ বাঁচিয়ে প্রতিদিন একটি বা দু'টি শিশুর খাদ্যে বাড়তি ৫০০ ক্যালরি যোগ করতে পারেন। বাংলাদেশে প্রতিবছর ৫৭ হাযার মানুষ মারা যায় তামাক সংক্রান্ত রোগে। ত্রিশোর্ধ যত মানুষ মারা যায়, তার ১৬ শতাংশ তামাকের ব্যবহার সংক্রান্ত কারণে। তামাক ব্যবহারের কারণে প্রতিবছর ৮টি রোগে আক্রান্ত হয় ১২ লাখ মানুষ। তাছাড়া বাংলাদেশে প্রতিবছর যে বনভূমি ধ্বংস হয়, তার ৩০ শতাংশ ধ্বংস হয় তামাকজাত পণ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতের কারণে।

বিশ্বব্যাংকের এক গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ হ'লে ১৮.৭% চাকরি বৃদ্ধি পাবে। গবেষণায় আরো দেখা যায়, প্রতিবছর বিড়ির পিছনে যে পরিমাণ টাকা (২৯১২ কোটি টাকা) খরচ হয় তা দিয়ে প্রচুর লোকের কর্মসংস্থান হ'তে পারে। এ গবেষণা অনুযায়ী বিড়ির বার্ষিক খরচ দিয়ে ৪৮৫ কোটি ডিম অথবা ২৯ লাখ গরু অথবা ১৪ লাখ টন চাল অথবা ২৩ লাখ রিক্সা কেনা সম্ভব।

ক্ষতিপূরণ ধারা না রেখে কনকো-ফিলিপসের সাথে গ্যাস উত্তোলনের চুক্তি

বঙ্গোপসাগরের দু'টি ব্লকের গ্যাস উত্তোলনে কনকো-ফিলিপসের সঙ্গে উৎপাদন-বণ্টন চুক্তি করেছে সরকার। গত ১৬ জুন দুপুরে ঢাকার কারওয়ান বাজারে পেট্রোসেল্টারে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পেট্রোবাংলার পক্ষে এই চুক্তিতে সই করেন সংস্থার সচিব ইমাম হোসাইন। সরকার পক্ষে ছিলেন জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব একেএম মহিউদ্দীন। আর কনকো-ফিলিপসের পক্ষে ভাইস প্রেসিডেন্ট (এশিয়া প্যাসিফিক) উইলিয়াম ল্যাফলারেনফে এই চুক্তিতে সই করেন। পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান অধ্যাপক হোসাইন মনসুর বলেন, উৎপাদিত গ্যাস প্রথমে তারা পেট্রোবাংলার কাছে বিক্রি করবে। যদি পেট্রোবাংলা কিনতে রাজি না হয় তাহ'লে দেশের কোন বেসরকারী কোম্পানির কাছে বিক্রি করার প্রস্তাব দিবে। বেসকারী কোন কোম্পানী কিনতে রাজি না হ'লে তখনই কনকো-ফিলিপস তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) হিসাবে তা বিদেশে রফতানী করতে পারবে। এক্ষেত্রে এদেশে যে এলএনজি করা হবে তার ২০ ভাগ বাংলাদেশের জন্য রিজার্ভ রাখতে হবে। বাকী যে ৮০ ভাগ থাকবে তাতে পেট্রোবাংলার অংশের দাম পাবে। এদিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও বিশেষজ্ঞরা এ চুক্তির বিরোধিতা করে বলেছেন, এ ধরনের চুক্তি দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর। কারণ এ চুক্তি অনুযায়ী ৮০ ভাগ গ্যাস বহুজাতিক কোম্পানির ভাগে যাবে, মাত্র ২০ ভাগ পাবে বাংলাদেশ। এতে গ্যাস মূল ভূখণ্ডে পৌঁছাবার কোন ব্যবস্থা চুক্তিতে রাখা হয়নি, চুক্তিতে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণের কোন ধারা অন্তর্ভুক্ত নেই। উল্লেখ্য, উক্ত কোম্পানীটি বিশ্বব্যাপী ইতিপূর্বে অনেকগুলো দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে।

বিদেশ

আমেরিকা যা চায় তা করতে পারে

-ওবামা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বলেছেন, মার্কিন বাহিনীর অভিযানে আল-কায়েদার প্রধান ওসামা বিন লাদেনের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ন্যায়বিচার করা হয়েছে। তিনি বলেন, যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি। কিন্তু আবারো আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আমেরিকা যা চায় তা করতে পারে। এটা আমাদের ইতিহাসেরই বিবরণ। এটা আমাদের জনগণের জন্য কল্যাণের কাজ। বিশ্বকে নিরাপদ জায়গা হিসাবে প্রস্তুত করার জন্যই আমাদের আত্মত্যাগ। টুইন টাওয়ারে হামলায় নিহতদের স্মরণ করে ১লা মে রাতে টেলিভিশনে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি এ কথা বলেন।

জাপানে আত্মহত্যার প্রবণতা বেড়েছে

জাপানে দুই বছরের মধ্যে মে মাসে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ আত্মহত্যা করেছে। চলতি বছরের মে মাসে দেশটিতে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে ৩ হাযার ২শ' ৮১ জন মানুষ, যা গত বছরের একই মাসের তুলনায় ২০ শতাংশ বেশী। শুধু মে মাসে জাপানের সবচেয়ে জনবহুল শহর টোকিওতে ৩২৫ জন আত্মহত্যা করেছে।

ধূমপানজনিত মৃত্যুর জন্য বিশ্বের সরকারগুলো দায়ী

ধূমপানের কারণে চলতি বছর বিশ্বব্যাপী প্রায় ৬০ লাখ মানুষ মৃত্যুবরণ করবে। এর মধ্যে পরোক্ষ ধূমপানের কারণে মারা যাবে প্রায় ৬ লাখ মানুষ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) এ তথ্য জানিয়েছে। এতো মানুষের মৃত্যুর জন্য ডব্লিউএইচও বিশ্বের সরকারগুলোকে দায়ী করেছে। সংস্থাটি সতর্ক করে বলেছে, বর্তমান অবস্থা চলতে থাকলে চলতি একবিংশ শতাব্দীতে তামাকের কারণে ১শ' কোটি মানুষের মৃত্যু হ'তে পারে, যা বিগত শতাব্দীর দশগুণ। উল্লেখ্য, বিংশ শতাব্দীতে তামাকজনিত কারণে দশ কোটি মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

বিশ্বের প্রতি চারজন ক্ষুধার্ত মানুষের মধ্যে একজন ভারতীয়

'অক্সফাম'-এর তথ্যানুযায়ী এশিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ ভারত ১৯৯০ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি দ্বিগুণ বৃদ্ধি করতে পারলেও লাখ লাখ ভারতবাসীর ক্ষুধা দূর করতে পারেনি। বিশ্বের প্রতি চারজন ক্ষুধার্ত মানুষের মধ্যে একজন ভারতীয়। অধিক জনসংখ্যার কারণে বিশ্বে স্বাভাবিকের চেয়ে কম ওযনের শিশুদের মধ্যে ৪২ ভাগেরই অবস্থান ভারতে এবং দেশটির ৩১ ভাগ শিশুই অপুষ্টির শিকার।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা কমিয়ে আনার প্রস্তাব

মার্কিন কংগ্রেসে সামরিক বাজেট নিয়ে পর্যালোচনা করার সময় প্রতিনিধি পরিষদে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা কমিয়ে আনার প্রস্তাব আনা হয়েছে। প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যরা সম্প্রতি প্রতিরক্ষা খাতে ৬৯ হাযার কোটি ডলারের বাজেট পাস করে লিবিয়ায় স্থলসেনা পাঠানো এবং গুয়ান্তামো কারাগারের বন্দী সংকট নিরসনে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা কমিয়ে এনে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, লিবিয়ায় যুদ্ধের ব্যাপারে জাতিসংঘের প্রকাশিত ইশতেহারের বাইরে লিবিয়ায় মার্কিন সেনা পাঠানোর কোন ক্ষমতা প্রেসিডেন্ট ওবামার হাতে থাকবে না। একই সাথে গুয়ান্তামোর নির্যাতন ক্যাম্প বন্ধ করে দেয়া কিংবা বন্দীদের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতাও প্রেসিডেন্টের হাতে থাকবে না।

অর্থনৈতিক সংকটে ব্রিটেন

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ব্রিটেন ব্যাপক অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হওয়ায় তা থেকে উত্তরণের নতুন কর্মসূচী দিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন। তার কোয়ালিশন সরকার বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সেনা সমাবেশ ও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ায় তাদের অর্থনৈতিক সংকট তৈরী হয়েছে। দেশটির বর্তমান ও আগের সরকার মার্কিন হস্তক্ষেপকারী নীতি অনুসরণ করে ইরাক ও আফগানিস্তানে সামরিক হামলা চালাতে অঢেল অর্থ ব্যয় করেছে। বর্তমানে তারা লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট মু'আম্মার গাদ্দাফীকে প্রতিহত করার অজুহাতে সেখানে সামরিক হামলায় অংশ নিয়েছে, যার ব্যয় ধরা হয়েছে ১০০ কোটি পাউন্ড। সরকারের অর্থনৈতিক কর্মসূচী অব্যাহত থাকলে ২০১৫ সালের মধ্যে তিন লাখেরও বেশী মানুষ বেকার হয়ে পড়বে। চলতি বছরে প্রথম তিন মাসে দেশটির প্রবৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ০.৫ শতাংশেরও কম। এছাড়া মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ ছিল ২.৪ শতাংশেরও বেশী।

সামরিক খাতে সবচেয়ে বেশী ব্যয় করে যুক্তরাষ্ট্র

বিশ্বে সামরিক খাতে ব্যয়ের ক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। গত বছর বিশ্বে প্রতিরক্ষা খাতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে তার ৪৩ শতাংশই ব্যয় করেছে এ দেশটি। টাকার অংকে এর পরিমাণ ৬৯ হাযার ৮০০ কোটি ডলার। তাছাড়া ২০০৬ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত বিশ্বে যে পরিমাণ অস্ত্র বিক্রি হয়েছে তার অর্ধেকই বিক্রি করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া।

বিশ্বে পরমাণু বোমার সংখ্যা ২০ হাযার ৫শ'র বেশী

বিশ্বের পরমাণু শক্তিধর আটটি দেশ অর্থাৎ ব্রিটেন, চীন, ফ্রান্স, ভারত, ইসরাঈল, পাকিস্তান, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ২০ হাযার ৫শ'র বেশী পরমাণু বোমা মজুদ রয়েছে। এর মধ্যে রাশিয়ার কাছে ১১ হাযার ও যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সাড়ে ৮ হাযার। তাছাড়া বিশ্বে বর্তমানে পাঁচ হাযারের বেশী পরমাণু বোমা মোতায়েন রয়েছে।

চীন থেকে ১২ হাযার কোটি মার্কিন ডলার নিয়ে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তারা লাপাত্তা

চীনের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তারা দুই দশকেরও কম সময়ে ১২ হাযার কোটি মার্কিন ডলার দেশের বাইরে নিয়ে গেছে। চীনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এক সমীক্ষায় একথা বলা হয়। সম্প্রতি প্রকাশিত এ সমীক্ষায় বলা হয়, ১৬ থেকে ১৮ হাযার সরকারী কর্মকর্তা ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের নির্বাহীরা অবৈধভাবে অর্জিত ১২ হাযার ৩শ' ৭০ কোটি মার্কিন ডলার নিয়ে চীন থেকে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি উন্নত দেশে পালিয়ে গেছে।

মুসলিম জাহান

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা ও চাকরিতে মুসলমানদের দুর্দশা

ভারতের পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা ও চাকরিতে মুসলমানদের দুর্দশা চরম আকার ধারণ করেছে। ২০১১ সালের হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ৯ কোটি ১৩ লাখ ৪৭ হাযার ৭৩৬ জন। এর মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ২ কোটি ৩৭ লাখ ৫০ হাযার ২০০ জন এবং স্বাক্ষরতার হার ৫৭.৪ শতাংশ। এক বছরে পশ্চিমবঙ্গে সরকারী চাকরি পেয়েছেন ১৪ হাযার ৪৬৫ জন। তন্মধ্যে মুসলমান মাত্র ৭১৭ জন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দাবী, পুলিশে শতকরা ৯ জন মুসলিম চাকরি করছেন। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। সরকারী চাকরিতে মুসলমানদের হার মাত্র ৪ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় সরকারের জরিপ সংস্থা 'ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে অফিস' (এনএসএসও)-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে, প্রতি ১০০ জন মুসলিম ছাত্রের মধ্যে মাত্র ১০ জন উচ্চ বিদ্যালয় বা উচ্চ শিক্ষালয়ে যায়।

পাকিস্তানে বিষাক্ত রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করছে যুক্তরাষ্ট্র

পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় মার্কিন পাইলটবিহীন বিমান বা ড্রোন থেকে নিক্ষিপ্ত ক্ষেপণাস্ত্রে বিষাক্ত রাসায়নিক উপাদান রয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ড্রোন হামলায় বেঁচে যাওয়া লোকজনেরা নানা ধরনের চর্ম ও চোখের রোগ এবং শ্বাসনালীর জটিলতায় ভুগছে। ডাক্তাররা বলছেন, ড্রোন থেকে ছোঁড়া ক্ষেপণাস্ত্রে রাসায়নিক পদার্থ থাকার কারণেই এসব জটিলতা দেখা দিচ্ছে। এছাড়া ঐ অঞ্চলে ফসল ও গবাদিপশুর ওপরও মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। আফগান সীমান্তবর্তী পাকিস্তানের উপজাতি এলাকায় যুক্তরাষ্ট্র ২০০৬ সাল থেকে ড্রোন হামলা চালিয়ে আসছে। এতে এক হাযারের বেশী মানুষ মারা গেছে এবং আহত হয়ে দুরারোগ্য রোগে ভুগছে আরো কয়েক হাযার মানুষ।

গাযায় সবচেয়ে বেশী বেকার

গাযায় কর্মক্ষম মানুষের মধ্যে বেকারত্বের হার বিশ্বে সবচেয়ে বেশী। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী ২০১০ সাল পর্যন্ত অঞ্চলটিতে কর্মহীন মানুষের হার ৪৫ দশমিক ২ শতাংশ। বর্তমানে গাযার জনসংখ্যা প্রায় ১৫ লাখ। এর মধ্যে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই শরণার্থী। ফিলিস্তীনের অংশ গাযা পাঁচ বছর ধরে অবরোধ করে রেখেছে ইসরাঈল। বেসরকারী খাতে ব্যবসায় উদ্যোগ গ্রহণ করা কঠিন হওয়া এবং প্রায় সব ধরনের রফতানির ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকায় এ ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে ফিলিস্তীনের শরণার্থী বিষয়ক জাতিসংঘের ত্রাণ ও কর্ম সংস্থার (ইউএনআরডব্লিউএ) প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। ২০০৬ সালে ইসরাঈলী সেনা গিলাড শালিতকে গাযায় অপহরণ করার পর থেকে ওই অঞ্চলের উপর অবরোধ আরোপ করে ইসরাঈল। এর এক বছর পর বিদ্রোহী হামাস গাযা থেকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ফাতাহকে হটিয়ে ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ নেয়। এরপর ইসরাঈল গাযার ওপর অবরোধ আরো জোরদার করে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

বাল্ব নয়, আলো ছড়াবে দেয়াল

উন্নত দেশগুলোতে ক্রমেই বাড়ছে এলইডি লাইটের ব্যবহার। এখন আবার এর সঙ্গে যোগ হ'তে যাচ্ছে অর্গানিক। অর্থাৎ ওএলইডি। ওএলইডি হচ্ছে প্রাকৃতিক উপাদান থেকে তৈরী এলইডি লাইট। অত্যন্ত পাতলা কাচের মতো এই ওএলইডির মধ্যে যখন বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা হয়, তখন সেই এলইডির ইলেকট্রনগুলো প্রাকৃতিক উপাদানগুলোর সহায়তায় জ্বলে ওঠে। ফলে আলো বিচ্ছুরিত হ'তে শুরু করে সেই পাতলা কাচ থেকে। জার্মানির বিজ্ঞানীরা স্বপ্ন দেখছেন, অদূর ভবিষ্যতে এই ওএলইডিকে এতো পাতলা করে তৈরী করা সম্ভব হবে যে, সেগুলোকে কাগজের মতো করে মুড়ে রাখা যাবে। তখন হয়ত কাউকে আর ঘরের সিলিং-এ কিংবা দেয়ালে বাতি ঝুলিয়ে রাখতে হবে না, কারণ গোটা দেয়ালটাই থাকবে ওএলইডিতে মোড়া। ফলে একটি সুইচ টেপার সঙ্গে সঙ্গে গোটা দেয়ালটাই আলোকিত হয়ে উঠবে।

পানি ছাড়া দাঁত ব্রাশ

সম্প্রতি পানি ব্যবহার ছাড়াই দাঁত ব্রাশ করা যায় এমন একটি ব্রাশ উদ্ভাবন করেছেন গবেষকরা। গবেষকদের দাবী, চলার পথেই পানি বাঁচিয়ে এই ব্রাশ ব্যবহার করে দাঁত মেজে নেয়া যাবে। 'ব্রেশ' নামের এ ব্রাশের সাথে রয়েছে একটি নমনীয় ক্যাপ যার মধ্য থাকে বিশেষ ধরনের টুথপেস্ট। নন-ফ্লুরাইড এই টুথপেস্ট-এর প্রধান উপাদান হচ্ছে প্রাকৃতিক জাইলিটল, যা মূলতঃ চিনি ছাড়া এক ধরনের চুইংগাম, মিন্ট এবং অন্যান্য ক্যান্ডির মিশ্রণ। জাইলিটল এর স্বাদ হচ্ছে অনেকটা মিষ্টি, যদিও এতে চিনির কোন উপাদান থাকে না। তাই এটিতে মুখে আলাদা কোন এসিড তৈরী হয় না যা দাঁতের ক্ষয় করতে পারে। এই টুথপেস্ট ব্যাকটেরিয়াও প্রতিরোধ করে।

বেশী টিভি দেখলে মৃত্যু ঝুঁকি বাড়ে

অধিকাংশ সময় যারা টেলিভিশনের সামনে বসে থাকেন তারা নিজের অজান্তেই নিজের মৃত্যুকে ডেকে আনছেন কিংবা ডায়াবেটিস ও হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। এমনকি প্রতিদিন ২ ঘণ্টা টিভি দেখাও যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হ'তে পারে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত এক গবেষণায় একথা বলা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড স্কুল অব পাবলিক হেলথ-এর গবেষক ফ্রাঙ্ক হু কর্তৃক এ গবেষণাকর্মটি পরিচালিত হয়। ২ লাখেরও বেশী মানুষের ওপর এ গবেষণাটি চালানো হয়। এতে হু ও তার গবেষক দল দেখতে পান, যারা দৈনিক ২ ঘণ্টা টেলিভিশন দেখেন তাদের ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি ২০ শতাংশ বেশী, আর হৃদরোগ হওয়ায় ঝুঁকি ১৫ শতাংশ বেশী। তাদের মতে দৈনিক ২ ঘণ্টা টেলিভিশন দেখার ফলে মৃত্যুঝুঁকি ১৩ শতাংশ বেড়ে যায়।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সমাপ্ত

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য, সাধারণ পরিষদ সদস্য ও যেলা কর্মপরিষদ সদস্য সমন্বিত কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ তিন ব্যাচে গত ৯-১০, ১৬-১৭ ও ২৩-২৪ জুন রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার দারুল ইমারত আহলেহাদীছ, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত হয়। ১ম দিন বৃহস্পতিবার সকাল ৯-টায় শুরু হয়ে ২য় দিন শুক্রবার জুম'আ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রশিক্ষণ অব্যাহত থাকে। ১ম ব্যাচে গত ৯-১০ জুন তারিখে অংশগ্রহণকারী যেলা সমূহ ছিল- ঢাকা, গাযীপুর, নরসিংদী, টাঙ্গাইল, জামালপুর ও রাজশাহী। ২য় ব্যাচে ১৬-১৭ জুন অংশগ্রহণকারী যেলা সমূহ ছিল- সাতক্ষীরা, খুলনা, যশোর, পিরোজপুর, কুষ্টিয়া-পূর্ব, কুষ্টিয়া-পশ্চিম, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও চট্টগ্রাম। ৩য় ব্যাচে গত ২৩-২৪ জুন অংশগ্রহণকারী যেলা সমূহ ছিল- চাঁপাই নবাবগঞ্জ, নাটোর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, গাইবান্ধা-পশ্চিম, দিনাজপুর-পূর্ব, দিনাজপুর-পশ্চিম, রংপুর, লালমণিরহাট, নওগাঁ, জয়পুরহাট ও বাগেরহাট।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ, অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, 'আন্দোলন'-এর মজলিসে শূরা সদস্য ডঃ এ.এস.এম আযীযুল্লাহ, অধ্যাপক ফারূক আহমাদ ও মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও বর্তমানে 'আন্দোলন'-এর 'সাধারণ পরিষদ সদস্য' ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল প্রমুখ। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন।

কুড়িগ্রাম-উত্তর যেলা গঠন

কুড়িগ্রাম ১৪ জুন মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার নাগেশ্বরী থানাধীন ডাঙ্গির পাড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কুড়িগ্রাম-উত্তর যেলা গঠন উপলক্ষে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। আলহাজ্জ সফরুদ্দীন ছাহেবের সভাপতিতে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন লালমণিরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুস্তাযির রহমান। সমাবেশে যেলার ধরলা নদীর উত্তরাংশের চারটি থানা নাগেশ্বরী, ফুলবাড়ী, ভূরুঙ্গামারী ও কচাকাটাকে নিয়ে কুড়িগ্রাম-উত্তর যেলা গঠন করা হয়। আলহাজ্জ আযীযুল হক (নাগেশ্বরী)-কে সভাপতি ও জনাব সোহরাব হোসাইন (ফুলবাড়ী)-কে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি গঠন করে প্রধান অতিথি তাদের শপথ বাক্য পাঠ করান। এ সময়ে তিনি দাওয়াতী কাজের গুরুত্ব তুলে ধরে সকলকে সংগঠনভুক্ত হয়ে আহলেহাদীছ আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার আহ্বান জানান।

আলোচনা সভা

স্বরূপকাঠি, পিরোজপুর ২ জুন বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার স্বরূপকাঠি থানাধীন সোহাগদল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পিরোজপুর যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল হামীদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ আখতার।

যুবসংঘ

কমিটি গঠন

স্বরূপকাঠি, পিরোজপুর ৩ জুন শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় সোহাগদল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পিরোজপুর যেলার উদ্যোগে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল হামীদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ আখতার। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ তাওহীদকে সভাপতি ও হাসীবুয্যামানকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট পিরোজপুর যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

আলোচনা সভা

সিঙ্গাপুর, ১ মে রবিবার : অদ্য বাদ যোহর সিঙ্গাপুরের ঐতিহাসিক সুলতান জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিঙ্গাপুর শাখার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সিঙ্গাপুর 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম (কুমিল্লা)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মুওয়াযযম (বগুড়া), ফাকীরুল ইসলাম (মেহেরপুর), হাফেয শু'আইব (কুমিল্লা), মুহাম্মাদ হাবীব (রাজশাহী), আব্দুল্লাহ আল-মানছূর (টাঙ্গাইল), আতাউর রহমান (সিরাজগঞ্জ) প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ' সিঙ্গাপুর শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মুকীত। অনুষ্ঠানে নতুন আহলেহাদীছদের মধ্য থেকে বক্তব্য পেশ করেন, মুহাম্মাদ আলী (চুয়াডাঙ্গা) ও মুহাম্মাদ আতীকুর রহমান (কুমিল্লা)। জাগরণী পেশ করে মুহাম্মাদ সাজু (মেহেরপুর), মুহাম্মাদ আসীফ (জয়পুরহাট), আতাউর রহমান (সিরাজগঞ্জ) ও মুওয়াযযম (বগুড়া)।

বক্তাগণ সর্বাবস্থায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী নিজেদের ঈমান-আক্বীদা ও আমল গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তারা বলেন, জীবনের সকল ক্ষেত্রে কেবল কুরআন ও

ছহীহ হাদীছ মেনে চলার মধ্যেই রয়েছে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি। অনুষ্ঠানে অর্ধশতাধিক কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

যশোর ২০ মে শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যশোর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যশোর টাউন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক এবং যশোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক আকবার হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা বযলুর রশীদ প্রমুখ। উল্লেখ্য, সমাবেশে মুহাম্মাদ আব্দুস সালামকে সভাপতি ও যিল্লুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ২০১১-২০১৩ সেশনের যশোর যেলা 'যুবসংঘে'র কর্মপরিষদ পুনর্গঠন করা হয়।

মহিলা সমাবেশ

ঝাড় আমবাড়ী, পীরগঞ্জ, রংপুর, ৪ মে ২০১১ শুক্রবার : অদ্য রাত সাড়ে ৯-টায় ঝাড় আমবাড়ী দারুস সালাম মহিলা হাফেযিয়া মাদরাসা ও ইয়াতীম খানায় এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রংপুর যেলার সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়ারেছের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রকীব ও সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ বযলুর রহমান।

বের হয়েছে! বের হয়েছে!!

স্পেনে মুসলমানদের উত্থান ও পতন শীর্ষক গ্রন্থটি তত্ত্ব ও তথ্যসমৃদ্ধ একটি গবেষণাধর্মী গ্রন্থ। এটি অনুসন্ধিৎসু পাঠকবৃন্দের জ্ঞানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করবে। এতে স্পেনে মুসলমানদের আটশ' বছরের শাসনামলের সামগ্রিক চিত্র সার্থকরূপে তুলে ধরা হয়েছে। তদুপরি স্পেনে মুসলমানদের আগমনের প্রাক্কালে সেখানকার অবস্থা, স্পেনে মুসলমানদের আগমন, তারিক বিন যিয়াদের ঐতিহাসিক ভাষণ, ১ এপ্রিলের হৃদয়বিদারক ঘটনার বিবরণ, জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান, স্পেন হ'তে মুসলমানদের চূড়ান্ত বিতাড়ন, মুসলমানদের পতন ইত্যাদি বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

প্রাপ্তিস্থান

১. **দি বুক সেন্টার,** ৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
২. **ড. মোহাম্মাদ আজিবার রহমান,** ফোন : বাসা-০৭২১-৭৫০৪৩, মোবা : ০১৭১৭-০১৩২৮৩।
৩. **মাসিক আত-তাহরীক,** নওদাপাড়া, রাজশাহী, ফোন (০৭২১) ৮৬১৩৬৫, মোবা : ০১৭২৬-৯৯৫৬৩৯।

ট্রাস্টের বহুল আলোচিত মামলায়

আমীরে জামা'আত বেকসুর খালাস

ঢাকা : গত ২৬.৬.১১ ইং রবিবার সকাল ১১.৪০ মিনিটে ঢাকার সি, এম, এম ৫ নং (বর্তমানে ২৬ নং) আদালতের বিজ্ঞ বিচারক কেশব রায় মুহতারাম আমীরে জামা'আতের বিরুদ্ধে প্রায় ৯ বৎসর পূর্বে ৩০.৩.২০০২ তারিখে তাওহীদ ট্রাস্টের বায়'আত ভঙ্গকারী সদস্যদের দায়েরকৃত ৯৯৪/০২ অর্থ আত্মসাতের মিথ্যা মামলার রায়ে তাঁকে 'বেকসুর খালাস' বলে ঘোষণা করেন। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*। উল্লেখ্য যে, ব্যাপক আর্থিক দুর্নীতির কারণে জনৈক ট্রাস্টীকে ২৪.০৬.২০০১ ইং তারিখে ট্রাস্ট ও মূল সংগঠনের সকল পদ থেকে অব্যাহতি দিলে উক্ত ট্রাস্টী ও তার সহযোগীরা একজোট হয়ে আমীরে জামা'আতের বিরুদ্ধে একের পর এক মিথ্যা মামলা দায়ের করে এবং নানা গীবত-তোহমত ও অন্যান্য ষড়যন্ত্র চালাতে থাকে।

(২) একই বছর একই দিনে তাদের দায়েরকৃত অর্থ আত্মসাতের অপর মামলাটি (নং ৯৯৬/০২) হাইকোর্টে কোয়াশ্ড (বাতিল) হয়ে যায়। (৩) ২৬.৯.২০০২ তারিখে ঢাকার মতিঝিল থানায় তাদের দায়েরকৃত অর্থ আত্মসাতের আরেকটি মামলা প্রাথমিক তদন্তেই ভুয়া প্রমাণিত হয় এবং ৬.১১.২০০৪ তারিখে তা নথিভুক্ত হয়ে যায়। (৪) ১৪.৯.০২ তারিখে তাদের একজন নিজের ঘরে আগুন লাগিয়ে রাতের অন্ধকারে তার ঘুমন্ত পরিবারকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার মত নিকৃষ্টতম নাটক সাজিয়ে আমীরে জামা'আতকে প্রধান এবং বগুড়া যেলা সংগঠনের ৪জন নেতাকে আসামী করে বগুড়া সদর থানায় মামলা দায়ের করে। পুলিশী তদন্তে তা মিথ্যা প্রমাণিত হয় ও এফ,আর,টি দেওয়া হয়। অতঃপর ২৫/৬/০৩ ইং তারিখে বগুড়া আদালত তাঁদের 'বেকসুর খালাস' বলে রায় দেয়। (৫) এছাড়া রাজশাহীতেও তারা কয়েকটি মামলা করে। কিন্তু কোনটাই তারা প্রমাণ করতে পারেনি। (৬) হাদীছ ফাউণ্ডেশনের বিরুদ্ধে করা মামলাটিতে নিম্ন কোর্টে ও হাইকোর্টে হেরে গিয়ে এখন তারা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। এই লোকগুলি ট্রাস্টের ৩টি মাইক্রো ও কয়েকটি হোণ্ডা ছাড়াও জয়পুরহাট, বগুড়া, গাইবান্ধায় মোট ৪০ বিঘা এবং ঢাকার উত্তরা (ফায়েদাবাদ), ভাষানটেক ও আমেরিকান এমব্যাসির সন্নিকটে মোট ১১ কাঠা মূল্যবান সম্পত্তি থেকে প্রয়োজন মত বিক্রি করে অন্যায় ভাবে ব্যবহার করছে ও আমীরে জামা'আতের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা সমূহ চালিয়ে যাচ্ছে। জানিনা এইসব লোকেরা ক্বিয়ামতের ময়দানে এই সমস্ত জমিজমার বিদেশী দাতাদের সম্মুখে কি জওয়াবদিহি করবে? আল্লাহ সকলকে হেদায়াত করুন- আমীন!

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৩৬১) : বিতর ছালাতে দো'আ কূনূত পড়তে ভুলে গেলে সহো সিজদা দিতে হবে কি?

-রুমানা আখতার
বালিয়াগাছী, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : দো'আ কুনূত পড়তে ভুলে গেলে সহো সিজদা দিতে হবে না। কারণ সহো সিজদা কেবল ছালাতের কোন ওয়াজিব হুকুম ছাড়া পড়লে দিতে হয় *(মির'আত ৩/৩৯৩ পৃঃ ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ নং-১১০৭১ ৭/১২৬০ পৃঃ)*। আর বিতর ছালাতে দো'আ কুনূত পড়া মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয় *(মির'আত ৪/২৮৩ পৃঃ; আবূদাঊদ হা/১৪২৫; তিরমিযী হা/৪৬৪)*।

প্রশ্ন (২/৩৬২) : রামাযান মাসে জান্নাতের দরজা খোলা হয় এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ রাখা হয়। তাহ'লে এ মাসে কেউ মারা গেলে সে কি জান্নাতে যাবে? সে যদি পাপী ব্যক্তি হয় তবুও কি জান্নাতে যাবে?

-আব্দুল বাতেন
স্থলচর, এনায়েতপুর, পাবনা।

উত্তর : মাহে রামাযানের সম্মানার্থে জান্নাতের দরজা খোলা হয় এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ রাখা হয়। উক্ত হাদীছ সম্পর্কে ক্বাযী ইয়ায বলেন, এর অর্থ হল: যেসব আমলের মাধ্যমে জান্নাত অর্জিত হয় আল্লাহ রামাযান মাসে সেসব আমলের পথ আরো বেশী উন্মুক্ত করে দেন এবং যেসব আমলের দরুণ জাহান্নামে অবধারিত হয়, সেসব আমলের প্রবণতা হ্রাস করে দেন'। সুতরাং জাহান্নাম দরজা বন্ধের অর্থ এই নয় যে, রামাযান মাসে কোন পাপী ব্যক্তি মারা গেলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এ কথা হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয় *(মুসলিম হা/২৪৯২ 'নববী' পৃঃ ১৮৭)*।

প্রশ্ন (৩/৩৬৩) : ফজর ও মাগরিব ছালাতের পর অনেকে উনিশবার 'বিসমিল্লাহ' পড়ে থাকেন। কারণ পুলছিরাতের উনিশটি স্তর আছে। এই আমল করলে উক্ত স্তরগুলো খুব সহজে পার হ'তে পারবে। উক্ত বক্তব্য কি ঠিক?

-দারেস
ধুরইল, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত মর্মে কোন ছহীহ দলীল পাওয়া যায় না। আর কোন আমল ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত না হ'লে তা বিদ'আত হবে। যার পরিণাম জাহান্নাম *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১; নাসাঈ হা/১৫৭৮)*।

প্রশ্ন (৪/৩৬৪) : পানি থাকা অবস্থায় কুলুখ না নিয়ে শুধু পানি নিলে পবিত্রতা অর্জন হবে কি?

-আসাদুযযামান
ঝিকরগাছা, যশোর।

উত্তর : শুধু পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করলেই পবিত্রতা অর্জিত হবে। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন পায়খানায় প্রবেশ করার ইচ্ছা পোষণ করতেন, তখন আমি ও আরেকটি ছেলে পানি ভর্তি পাত্র এবং একটা বর্শা নিয়ে যেতাম। তিনি পানি দ্বারা ইস্তেঞ্জা করতেন *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৩৪২)*। আয়েশা (রাঃ) একবার মহিলাদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা তোমাদের স্বামীদের পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করতে বল। কেননা আমি রাসূল (ছাঃ)-কে অনুরূপই করতে দেখেছি *(তিরমিযী, হা/১৯, সনদ ছহীহ)*। ইমাম তিরিমিযী বলেন, বিদ্বানগণ পানিকেই যথেষ্ট মনে করেন। পানি না পেলে কুলুখ নিবে *(ঐ)*।

উল্লেখ্য যে, কুলুখ ব্যবহার করার পর পানি ব্যবহার করতে হবে- মর্মে যে কথা প্রচলিত আছে তা ঠিক নয় *(ইওয়াউল গালীল হা/৪২-এর আলোচনা দ্রঃ)*। সুতরাং পানির বর্তমানে ঢেলা কুলুখ নেওয়া অপ্রয়োজনীয় কাজ। বিশেষ করে বর্তমান যুগে এ নিয়ে কিছু মানুষ ৪০ কদম হাঁটার যে বেহায়াপনা করে, তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৫৬ পৃঃ)*।

সুবুলুস সালাম প্রণেতা ইমাম ছান'আনী বলেছেন, নবী করীম (ছাঃ) পবিত্রতা অর্জনে পানি ও কুলুখ উভয়টি এক সাথে ব্যবহার করেছেন মর্মে আমি কোন হাদীছ খুঁজে পাইনি *(দ্রঃ মির'আত ২/৭২ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৫/৩৬৫) : জেলখানার লকআপে জুম'আর ছালাতের আয়োজন করা যাবে কি?

-ডাঃ মুছত্বফা
কেন্দ্রীয় কারাগার, রংপুর।

উত্তর : ওযরের কারণে বন্দী জীবনে জুম'আর ছালাত ওয়াজিব নয়। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা শোনো ও আনুগত্য কর' *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*। তবে যদি লকআপে জুম'আর ছালাত আদায় করা সম্ভব হয় এবং জেল কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা না থাকে, তবে খুৎবা প্রদানের মাধ্যমে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করতে পারবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা, ফৎওয়া নং ২০/৮২৬৭)*। ওমর (রাঃ)-কে বাহারায়নের লোকেরা জুম'আর ছালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে হ'লে তিনি লিখে পাঠান, جَمِّعُوْا حَيْثُمَا كُنْتُمْ 'তোমরা যেখানেই জমা হবে, সেখানেই জুম'আ পড়বে' *(মুছান্নাফ ইবনে শায়বা ১/৪৪০; ইরওয়া হা/৫৯৯-এর আলোচনা দ্রঃ ৩/৬৬ পৃঃ; ফাৎহুল বারী, জুম'আ অধ্যায় ১১ অনুচ্ছেদের আলোচনা দ্রঃ ২/৪৪১)*। কারণ জুম'আর জন্য শর্ত হ'ল, খুৎবা ও জামা'আত। আর সম্ভব না হ'লে যোহর পড়বে।

প্রশ্ন (৬/৩৬৬) : দুই রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতে দ্বিতীয় রাক'আতে উঠার সময় এবং চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতের দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাক'আতে উঠার সময় সিজদা

থেকে সরাসরি উঠতে হবে- না বসার পর উঠতে হবে? ছহীহ দলীলের ভিত্তিতে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-রামাযান
মালঞ্চি, নাটোর।

উত্তর : সুস্থিরভাবে বসে মাটিতে ভর দিয়ে উঠতে হবে। মালেক বিন হুওয়াইরিছ (রাঃ) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এভাবে ছালাত আদায় করতে দেখেছেন যে, তিনি ছালাতের মধ্যে যখন বেজোড় রাক'আতে পৌঁছতেন, তখন সিজদা থেকে উঠে সুস্থিরভাবে না বসে দাঁড়াতেন না *(বুখারী, মিশকাত হা/৭৯৬)*। একই রাবীর অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, এ সময় তিনি মাটির উপর ভর দিতেন। অতঃপর দাড়াতেন' *(বুখারী, ফৎহ সহ হা/৮২৪)*। উল্লেখ্য যে, সিজদা থেকে উঠে না বসে তীরের মত সোজা দাঁড়িয়ে যাওয়া সম্পর্কে ত্বাবারাণী কাবীরে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা 'জাল' এবং উক্ত মর্মে বর্ণিত সকল হাদীছই 'যঈফ' *(সিলসিলা যাঈফাহ হা/৫৬২, ৯২৯, ৯৬৮; নায়লুল আওত্বার ৩/১৩৮পৃঃ, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৯৯পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৭/৩৬৭) : শায়খ আলবানী (রহঃ)-এর ছিফাতু ছালাতিন নবী বইয়ে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফজর ছালাতের শেষ বৈঠকে বাম পায়ের উপর বসতেন। অর্থাৎ দু'রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতে নিতম্বের উপর বসা যাবে না; বরং চার রাকা'আত বিশিষ্ট ছালাতে নিতম্বের উপর বসতে হবে। উক্ত বিষয়ের সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল আলীম
বংশাল, ঢাকা।

উত্তর : ছালাতের শেষ বৈঠকে বসা নিয়ে মুহাদ্দিছগণের মধ্যে দুই ধরনের মত দেখা যায়। ছহীহ বুখারীতে উল্লেখিত جلس في الركعة الآخرة *(হা/৮২৮)* এবং ছহীহ ইবনু হিব্বানে উল্লেখিত التي تكون خاتمة الصلاة *(হা/১৮৭৬, ৫/১৯৬ পৃঃ)*- বাক্যদ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেছেন, অন্যান্য ছালাতের শেষ বৈঠকের ন্যায় ফজর ছালাতের শেষ বৈঠকেও নিতম্বের উপর বসবে। ইমাম আহমাদ (রহঃ)-এর নিকট দুই তাশাহ্হুদ বিশিষ্ট ছালাতের শেষ বৈঠকে নিতম্বের উপর বসতে হবে। শায়খ আলবানীও এই মত অবলম্বন করেছেন। তবে ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর মতটি প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য। কেননা তাঁর মতের পক্ষে বর্ণিত হাদীছদ্বয়ের পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায় *(তুহফাতুল আহওয়াযী ২/১৫৪ পৃঃ)*। অতএব প্রত্যেক সালামের বৈঠকে অর্থাৎ শেষ বৈঠকে নিতম্বের উপর বসাই দলীলসম্মত।

প্রশ্ন (৮/৩৬৮) : কোন এক মাসে কোন মহিলার লাগাতার মাসিক হ'লে তার জন্য করণীয় কী? সে কি ছালাত ছেড়ে দিবে এবং ছিয়াম ক্বাযা করবে?

-তানিয়া
চুপিনগর, বগুড়া।

উত্তর : পূর্বের মাসগুলোতে নির্দিষ্ট যে কয়দিন মাসিক হয়েছে সেই কয়দিন মাসিক বলে গণ্য হবে। তার অতিরিক্ত দিনগুলো অসুখ বা 'মুস্তাহাযা' বলে গণ্য হবে। সুতরাং নির্ধারিত মাসিকের পরের দিনগুলোতে ছালাত ও ছিয়াম আদায় করতে পারবে। প্রকাশ থাকে যে, রক্তের রং হয় কালো গাঢ় এবং ইস্তেহাযার রং হয় হলদে পাতলা। হাদীছে এক্ষেত্রে ৪টি নিয়ম পাওয়া যায়- (১) যদি প্রথমবারেই লাগাতার মাসিক হয় এবং প্রবাহিত মাসিকে উভয় রঙের পার্থক্য বুঝা যায়। এক্ষেত্রে তার হুকুম এই যে, যে কয়দিন কালো রক্ত দেখতে পাবে, সে কয়দিন ছালাত পরিত্যাগ করবে। তারপর সময় পার হলে গোসল করে নিবে এবং ছালাত সহ সব কাজ করবে *(আবূদাঊদ হা/২৮৬; নাসাঈ হা/৩৬১)*। (২) ইতিপূর্বে মাসিকের যে নিয়ম ছিল, সে কয়দিন মাসিক মনে করে ছালাত ছেড়ে দিবে। অতঃপর উক্ত সময় পার হয়ে গেলে গোসল করে নিয়ে ছালাতসহ সব আমল করবে *(বুখারী হা/৩২৫; আবূদাঊদ হা/২৮১)*। (৩) রক্তের রঙ কালো না হলদে তা পার্থক্য না করা গেলে ঐ মহিলা তার বংশের মহিলাদের মাসিকের অনুসরণ করবে *(আহমাদ, আবূদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬১)*। (৪) আর তার মাসিকে পার্থক্য নির্ণয় করা গেলে নিয়ম মোতাবেক আমল করবে *(মির'আতুল মাফাতীহ ২/২৬৬ পৃঃ)*। সুতরাং প্রশ্নকারীনী উপরোক্ত ৪টি নিয়ম থেকে নিজের অবস্থা অনুযায়ী যে কোনটির অনুসরণ করবে।

প্রশ্নঃ (৯/৩৬৯): যে ব্যক্তি মসজিদে দুনিয়াবী কথা বলবে তার ৪০ বছরের ইবাদত নষ্ট হয়ে যাবে। উক্ত হাদীছের সত্যতা সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আকবার হোসাইন
নারুলী, বগুড়া

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি জাল *(তাযকিরাতুল মাওযূ'আত, আবুল ফযল আল-মাক্বদেসী, ৩৯ পৃঃ, হা/৪০)*। তবে মসজিদে দুনিয়াবী বাজে কথা বলা যাবে না। কেননা ওমর (রাঃ) মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে দুনিয়াবী অযথা আলোচনায় ব্যস্ত দু'জন ব্যক্তিকে বললেন তোমরা বাইরের লোক না হয়ে মদীনার লোক হ'লে আমি তোমাদের শাস্তি দিতাম *(বুখারী, মিশকাত হা/৭৪৪, মির'আত ২/৪৫৭ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১০/৩৭০) : জনৈক আলেম তার ছালাত শিক্ষা বইয়ে লিখেছেন, ওযূ করার সময় ক্বিবলামুখী হয়ে বসতে হবে এবং উঁচু স্থানে বসতে হবে। উক্ত মর্মে কোন দলীল আছে কি?

-ফরীদুল ইসলাম
চিরিরবন্দর, দিনাজপুর

উত্তর : উক্ত বক্তব্য ভিত্তিহীন ও বানাওয়াট।

প্রশ্ন (১১/৩৭১) : আমরা জানি কবরে মৃত ব্যক্তির প্রশ্নোত্তর হয়। কিন্তু যারা পানিতে ডুবে মরে, আগুনে পুড়ে মরে কিংবা বাঘে খেয়ে নেয় তাদের হিসাব কোথায় হবে?

-সোহেল
কক্সবাজার।

উত্তর : মৃত্যুর পরে তার রূহ যেখানে থাকবে সেখানেই প্রশ্নোত্তর হবে। সেখানেই সে আযাব অথবা শান্তি পাবে। সেটি মাটির কবরে হ'তে পারে কিংবা অন্যত্র, যা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র এখতিয়ারে। এটি ঈমান বিল

গায়েবের অন্তর্ভুক্ত। যে জগতের খবরাখবর ইহজগতে কোনভাবে অনুভূত হওয়ার নয়। কাজেই কুরআন-হাদীছে বারযাখী জীবন সম্পর্কে আমাদেরকে যা অবহিত করা হয়েছে তা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে নেয়াই হবে ঈমান বিল গায়েবের দাবী। এটা সুনিশ্চিত যে, প্রত্যেক মানুষকেই কবরে প্রশ্নোত্তরের সম্মুখীন হ'তে হবে *(বুখারী, মিশকাত হা/১২৬)*। তবে কীভাবে সেটা হবে তা আল্লাহই সম্যক অবগত। এ ব্যাপারে আল্লাহ্র বাণী, 'যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অটল বাক্য দ্বারা সুদৃঢ় রাখবেন ইহজীবনে এবং পরজীবনে' *(ইবরাহীম ২৭)*। এ আয়াতটি কবরের আযাব সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

প্রশ্ন (১২/৩৭২) : জনৈক আলেম বলেন, মুছাফাহা দুই হাতেই করতে হবে। কারণ ইমাম বুখারী (রাঃ) দুই হাতে মুছাফাহা করার কথা বলেছেন। উক্ত দাবীর সত্যতা সম্পর্কে জানতে চাই।

-ফিরোজ
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ মুছাফাহা এক হাতে করার বিষয়টি একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) কারো সাক্ষাতে মুছাফাহার করার পর নিজের হাতটি আগে সরাতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত সে ব্যক্তি নিজের হাত না সরাতো *(ফাৎহুল বারী ১১/৬১ পৃঃ)*। অন্য হাদীছে রয়েছে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, কোন মুসলমান যদি পারস্পরিক সাক্ষাতের সময় দু'জন দু'জনের হাত মিলায় তাহ'লে তাদের দুই হাত পৃথক হওয়ার পূর্বে তাদের পাপ ক্ষমা করা হয় *(তারগীব হা/৩৮৮৩)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যখন কোন মুমিন কোন মুমিনের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তার একটি হাতের মাধ্যমে তার সাথে মুছাফাহা করে তাহ'লে তাদের পাপ ঝরে পড়ে, যেমন গাছের পাতা ঝরে পড়ে *(তারগীব হা/৩৮৮৫)*। অত্র হাদীছসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুছাফাহা এক হাতে করাই সুন্নাতসম্মত। আর ইমাম বুখারী (রহঃ) 'মুছাফাহা' করার অনুচ্ছেদ রচনা করার পর অনুচ্ছেদের অর্থ হিসাবে নিম্নোক্ত হাদীছটি পেশ করেছেন–ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে তাশাহহুদ শিক্ষা দিচ্ছিলেন তখন আমার হাতটি তাঁর দু'হাতের মাঝে ছিল। তবে মূল হাদীছ হিসাবে যেটি উল্লেখ করেছেন তা ওমর (রাঃ)-এর সাথে এক হাতে মুছাফাহা করা সংক্রান্ত *(বুখারী হা/৬২৬৪)*। অতঃপর তিনি 'দুই হাত ধরা' সংক্রান্ত একটি পৃথক অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন। যেখানে ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর উক্ত হাদীছটিকে মূল হাদীছ হিসাবে উল্লেখ করেছেন *(বুখারী হা/৬২৬৫)*। দু'হাতে মুছাফাহা করা যদি শরী'আতসম্মত হ'ত তাহ'লে ইবনু মাসঊদ (রাঃ) নিজেই প্রথমে দু'হাত দ্বারা মুছাফাহা করতেন। এছাড়াও উক্ত বর্ণনায় তিন হাতের কথা রয়েছে, চার হাত নয়।

প্রশ্ন (১৩/৩৭৩) : যারা বিদ'আতকে বিদ'আতে হাসানাহ ও বিদ'আতে সাইয়েআহ বলে দু'ভাগে ভাগ করেছে, তাদের পরিণাম কী হবে?

-তালহা খালেদ
দাম্মাম, সঊদী আরব।

উত্তর : বিদ'আতকে ভাগ করার কোন অবকাশ নেই। সব বিদ'আতের পরিণতি জাহান্নাম। জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয় সবচেয়ে সত্য বাণী হচ্ছে আল্লাহ্র বাণী। আর সবচেয়ে উত্তম আদর্শ হচ্ছে রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ। আমল সমূহের নিকৃষ্ট আমল হচ্ছে শরী'আতে নবোদ্ভূত আমল। প্রত্যেক নতুন আমলই বিদ'আত। প্রত্যেক নতুন আমল ভ্রান্ত। আর ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১; নাসাঈ হা/১৫৭৯)*। স্মর্তব্য যে, বিদ'আত হ'ল ইবাদতের মধ্যে নবাবিষ্কৃত কোন পদ্ধতি, যার ব্যাপারে শরী'আতের কোন দলীল নেই *(কিতাবুল ই'তিছাম, ১/২১ পৃঃ)*। সে পদ্ধতি হাসানাহ হোক, আর সাইয়েআহ হোক, তা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যাত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪০)*।

প্রশ্ন (১৪/৩৭৪) : বিতর ছালাত পড়ার সময় তাকবীর দিয়ে হাত উঠানোর পর পুনরায় হাত বেঁধে দো'আ কুনুত পড়ার ছহীহ দলীল জানতে চাই।

-ওয়াহীদুযযামান
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : এ বিষয়ে কোন দলীল নেই *(মির'আত ৪/২৯৯ পৃঃ 'কুনূত' অনুচ্ছেদ; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৪১ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১৫/৩৭৫) : সন্তান প্রসবের পর নিফাসকালীন সময়ে স্ত্রী মিলন বৈধ কি?

-তরীকুল ইসলাম
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : বাচ্চা প্রসবের পর রক্তস্রাব চালু থাকে, ততদিন মিলন বৈধ নয়। কারণ রক্তস্রাবকালীন সময়কে আল্লাহ অপবিত্র বলেছেন *(বাক্বারাহ ২/২২২)*। উম্মু সালামা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে মহিলারা সন্তান প্রসবের পর ৪০ দিন বা ৪০ রাত ইবাদত হ'তে বিরত থাকত। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে ছালাত আদায়ের আদেশ দিতেন না *(আবুদাঊদ হা/৩১১, ৩১২)*।

প্রশ্ন (১৬/৩৭৬) : স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিতে পারে কি? এ সময় মোহরানার হুকুম কী? স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্ক থাকায় স্বামী তালাক দিলে মোহর দিতে হবে কি?

-আব্দুল্লাহ
বসুন্ধরা, ঢাকা।

উত্তর : স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিতে পারে না। তবে স্ত্রী যেকোন সময়ে দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাবার অধিকার রাখে। যাকে শরী'আতে 'খোলা' বলে। এ সময় স্ত্রী তার মোহরানা স্বামীকে ফেরৎ দিবে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ছাবেত ইবনু ক্বায়েসের স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আসল এবং বলল, হে আল্লাহ্র

রাসূল (ছাঃ)! আমি ছাবেত ইবনে কায়েসের দ্বীনদারী এবং চাল-চলনের নিন্দা করি না, তবে আমি মুসলিম নারী হয়ে (তার অসুন্দর হবার কারণে) তার নাফরমানী করব, এটা চাই না। তখন নবী (ছাঃ) বললেন, তুমি কি তার মোহর বাবত বাগান ফেরত দিবে? মহিলা বলল, হ্যাঁ দিব। নবী করীম (ছাঃ) ছাবেতকে বললেন, বাগান গ্রহণ কর এবং তাকে 'খোলা' হিসাবে এক তালাক প্রদান কর *(বুখারী, মিশকাত হা/৩২৭৪)*। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রী স্বামীকে সরাসরি তালাক দিতে পারে না, তবে তালাক নেয়ার ব্যবস্থা করতে পারে। এমতাবস্থায় স্বামীকে মোহরানা ফেরত দিতে হবে। আর স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিলে স্ত্রীর প্রাপ্য মোহর পূরণ করে দিতে হবে। অবৈধ সম্পর্কের বিষয়টি এখানে বিবেচ্য নয় *(নাসাঈ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৩১৭ 'লি'আন' অনুচ্ছেদ; বুলূগুল মারাম হা/১০৯৮-এর আলোচনা)*।

প্রশ্ন (১৭/৩৭৭) : বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, বিবাহের মোহরানা বাকী রাখা হচ্ছে। অথচ সেই বিবাহে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হচ্ছে এবং অমুসলিমদের মত ঢাক-ঢোল পিটিয়ে গান-বাজনা করে প্রচুর অর্থ অপচয় করা হচ্ছে । এর হুকুম কী?

-যাকিরুল ইসলাম
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : বিবাহের জন্য নবী করীম (ছাঃ) যে সামর্থ্যের কথা বলেছেন, সেটা মূলতঃ মোহর ও ভরণ-পোষণের সামর্থ্য *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮০; মিরক্বাত ৬/১৮৬)*। আর এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত যা পূরণ করা আবশ্যক *(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৯৮৯)*। সুতরাং মোহরানা বাকী রেখে বিবাহ উপলক্ষে কোনরূপ ব্যয়বহুল অনুষ্ঠান করা নাজায়েয। আর ঢাকঢোল বাজিয়ে গান-বাজনা করা এবং নারী-পুরুষের সমাবেশ ও রং-তামাশা করা তো সম্পূর্ণ হারাম *(লোকমান ৬)*।

প্রশ্ন (১৮/৩৭৮) : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। একটি ব্যতীত সবই জাহান্নামে যাবে। প্রশ্ন হ'ল, উম্মত বলতে মুসলিম, অমুসলিম সবাই না শুধু মুসলিম? যে দলটি জান্নাতে যাবে তাদের পরিচয় কি?

-রায়হান আহমাদ
বারিধারা, ঢাকা।

উত্তর : হাদীছের বর্ণনামতে, মুসলমানরাই ৭৩ দলে বিভক্ত হবে *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ হা/৩৯৯২)*। যে দলটি জান্নাতে যাবে তাদের পরিচয় সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ما أنا عليه اليوم وأصحابي 'আজকের দিনে আমি ও আমার ছাহাবীগণ যে নীতির উপরে আছি, তার অনুসারী দল *(হাকেম ১/১২৯)*। ইমাম আহমাদ, ইবনুল মাদীনী, ইমাম বুখারী, আব্দুল কাদের জীলানী সকলেই বলেন যে, ঐ দলটির নাম 'আহলুল হাদীছ' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৬২৮৩)*। এঁদের বাহ্যিক পরিচয় হ'ল, (১) তারা সর্বদা হক-এর উপরে জামা'আতবদ্ধ থাকবে *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪৯২)*, (২) তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মিটে যাওয়া সুন্নাতগুলো জীবিত করবে *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৭০)*, (৩) তারা নবী (ছাঃ) এবং তাঁর ছাহাবীগণের বৈশিষ্ট্যের উপর অটল থাকবে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৭১)*।

প্রশ্ন (১৯/৩৭৯) : জনৈক লেখক দাবী করেছেন, ইমাম আবু হানীফার জন্ম ৮০ হিজরীতে আর মৃত্যু ১৫০ হিজরীতে। ইমাম বুখারীর জন্ম ১৯৪ হিজরীতে আর মৃত্যু ২৫৬ হিজরীতে। সুতরাং আবু হানীফার কথা বাদ দিয়ে ইমাম বুখারীর সংগৃহীত হাদীছ গ্রহণ করা যাবে না। কারণ ইমাম বুখারীর চেয়ে ইমাম আবু হানীফা অনেক পূর্ববর্তী। উক্ত দাবীর সত্যতা জানতে চাই।

-রফীকুল ইসলাম
সিলেট সদর।

উত্তর : উক্ত দাবী তার অজ্ঞতার পরিচায়ক মাত্র। কেননা ছহীহ বুখারী ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর কোন ব্যক্তিগত মতামতের সংকলন নয় বরং তা হ'ল ছহীহ হাদীছের সংকলন। আর ইমাম আবু হানীফার ফিক্বহ হ'ল তাঁর ব্যক্তিগত রায় এবং তা সনদবিহীন, যা অনেক পরে তাঁর নামে সংকলিত হয়েছে বিভিন্ন ফিক্বহ গ্রন্থে। আর হাদীছের মুকাবিলায় ফিক্বহের কোন গুরুত্ব নেই।

প্রশ্ন (২০/৩৮০) : শরী'আতে জামা'আতবদ্ধ জীবন-যাপনের গুরুত্ব কতটুকু? ইসলামী নেতৃত্ব কিভাবে গঠিত হবে।

-সোহেল
বাহার ছড়া, কক্সবাজার।

উত্তর : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সৃষ্টিজগতের প্রতিটি সৃষ্টির মাঝেই সমাজবদ্ধ জীবনের সহজাত প্রবণতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আর পবিত্র কুরআনেও তিনি মুসলিম উম্মাহকে হাবলুল্লাহ্র মূলে ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন *(আলে ইমরান ১০৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের উপর জামা'আতবদ্ধ থাকা ফরয করা হ'ল এবং বিচ্ছিন্ন থাকা নিষিদ্ধ করা হ'ল। কেননা শয়তান একক ব্যক্তির সাথে থাকে এবং সে দু'জন থেকে দূরে থাকে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যস্থলে থাকতে চায়, সে যেন জামা'আতবদ্ধ থাকাকে অপরিহার্য করে নেয়' *(তিরমিযী হা/২১৬৫)*। তিনি বলেন, 'জামা'আতের উপর আল্লাহ্র হাত থাকে' *(তিরমিযী হা/২১৬৬; মিশকাত হা/১৭৩)*। ইসলামী নেতৃত্ব গড়ে উঠবে কেবল বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমলের ভিত্তিতে। যেখানে পরামর্শ বৈঠকের মাধ্যমে নেতৃত্ব নির্বাচন হবে, যেভাবে খুলাফায়ে রাশেদীন নির্বাচিত হয়েছিলেন *(মুসলিম হা/৪৮১৮; বিস্তারিত দ্রঃ ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন' বই)*।

প্রশ্ন (২১/৩৮১) : জনৈক আলেম বলেন, আল্লাহকে খোদা, ছালাতকে নামায ও ছিয়ামকে রোযা বলা যাবে না। এগুলো নাকি ফার্সী শব্দ। প্রশ্ন হ'ল, যারা ফার্সী ভাষায় কথা বলে তারাও কি বলতে পারবে না?

-মতিউর রহমান
রাজশাহী কলেজ।

উত্তর : আল্লাহ, ছালাত ও ছিয়াম ইত্যাদি আরবী নাম। যা বিশেষ ইসলামী পরিভাষা। কাজেই এ নামগুলি অনুবাদ ছাড়াই স্ব স্ব নামে ব্যবহার করতে হবে। তাছাড়া অন্য ভাষায় এ নামসমূহের যথার্থ অনুবাদ সম্ভব নয়। ফার্সীভাষীরাও মূল আরবী নাম বলবে।

প্রশ্ন (২২/৩৮২) : সন্তান পেটে আসলে সন্তান নষ্ট হওয়ার ভয়ে অনেক মহিলা কোমরে জালের কাঠি বাঁধে। এছাড়াও অন্যান্য কবিরাজী পদ্ধতি অবলম্বন করে। এগুলো কি শরী'আত সম্মত?

-মাকছূদা পারভীন
মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : এগুলো সামাজিক কুসংস্কারের অন্তর্ভুক্ত। নবী করীম (ছাঃ) শিরকী কথার মাধ্যমে ঝাড়-ফুঁক করা, মাদুলী ঝুলানো এবং স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভালবাসা তৈরীর জন্য কোন মাধ্যম অবলম্বন করা শিরক বলেছেন *(ইবনু মাজাহ হা/৩৫৩০; আবুদাঊদ হা/৩৮৮৩)*। তবে চিকিৎসা হিসাবে কবিরাজী ঝাড়ফুঁক বা পানিপড়া ইত্যাদির শরণাপন্ন হওয়া যেতে পারে, যদি তাতে শিরকী কালেমা না থাকে *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৪৫২৭, ২৮)*।

প্রশ্ন (২৩/৩৮৩) : অনেক আলেম বলে থাকেন, সরাসরি কুরআন হাদীছ অনুযায়ী বর্তমানে আমল করা যাবে না। কারণ কুরআন হাদীছ বুঝার বিষয় আছে। তাই চার ইমামের যেকোন একজনের অনুসরণ করতে হবে।

- নূরুল ইসলাম
নাগাইশ, কুমিল্লা।

উত্তর : শরী'আতের যেকোন আমল কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হওয়া আবশ্যক, কোন ইমাম বা মাযহাবের রায় অনুসারে নয়। তবে স্মর্তব্য যে, কুরআন-হাদীছের খুঁটিনাটি বিষয় বুঝা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। এ জন্য বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের সহযোগিতা গ্রহণ করতেই হবে' *(নাহল ৪৩, আম্বিয়া ৭)*। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, নির্দিষ্ট একজন ইমাম বা নির্দিষ্ট একটি মাযহাবের তাক্বলীদ করতে হবে। বরং সর্বাবস্থায় কুরআন এবং ছহীহ হাদীছই একমাত্র অনুসরণীয় মানদণ্ড। কোন মাযহাব বা ইমাম কিংবা কোন বিদ্বানের সিদ্ধান্ত যদি কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিপরীত প্রমাণিত হয়, তবে সে সিদ্ধান্ত অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে এবং কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে ফিরে আসতে হবে *(নিসা ৫৯, আহযাব ৩৬)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস ছেড়ে গেলাম যতদিন তোমরা তা আঁকড়ে ধরে থাকবে ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না। সে দু'টি বস্তু হ'ল আল্লাহ্র কিতাব ও তার নবীর সুন্নাহ' *(মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৮৬)*।

প্রশ্ন (২৪/৩৮৪) : যৌতুক নেওয়া ও দেওয়ার পরিণাম সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শাহাদাত
কোলারবাড়ী, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তর : বর্তমান মুসলিম সমাজে স্ত্রীর কাছ থেকে যৌতুক গ্রহণের রীতি মূলতঃ হিন্দুয়ানী রীতির অনুকরণ মাত্র। কেননা হিন্দু উত্তরাধিকার নীতিতে কন্যা সন্তান পিতা-মাতার সম্পত্তির অংশ পায় না। তাই বিয়ের সময় মেয়েকে সাধ্যমত সবকিছু দিয়ে দেয়। যা যৌতুক নামে পরিচিত। পক্ষান্তরে ইসলামী বিধানে কন্যা সন্তান পিতা-মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। তাই এখানে বরং স্ত্রীকেই মোহর দেওয়া স্বামীর উপর ফরয। এটা স্রেফ স্ত্রীর হক। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে নির্লোভ চিত্তে মোহর প্রদান কর। তবে যদি তারা সেখান থেকে স্বেচ্ছায় তোমাদের কিছু প্রদান করে, তাহ'লে তা হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ কর *(নিসা ৪)*। এক্ষণে স্ত্রীকে মোহর না দিয়ে বা দেবার নামে বাকী রেখে প্রতারণা করে উল্টা স্ত্রীর কাছ থেকে যৌতুক আদায় করা, আল্লাহ্র আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার শামিল। যার পরিণাম জাহান্নাম ব্যতীত কিছুই নয়। যদি কেউ এরূপ করে, তবে তাকে যৌতুক পুরাপুরি ফেরৎ দিয়ে অনুতপ্ত হৃদয়ে স্ত্রীর নিকট ক্ষমা চেয়ে আল্লাহ্র নিকট খালেছ মনে তওবা না করা পর্যন্ত তার গোনাহ মাফ হবে না। মনে রাখতে হবে যে, ইসলামী শরী'আতে স্ত্রীর ভরণ-পোষণের যাবতীয় দায়িত্ব স্বামীর। অতএব স্ত্রীর নিজস্ব সম্পদে হস্তক্ষেপ করা স্বামীর জন্য নিষিদ্ধ। সেকারণ স্বেচ্ছায় হৌক বা অনিচ্ছায় হৌক স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীকে যৌতুক দেওয়া ও স্বামীর যৌতুক নেওয়া দু'টিই নিষিদ্ধ। যে ব্যক্তি এরূপ হারাম কাজে যুক্ত হবে, সে ব্যক্তি তওবা না করলে জাহান্নামের কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে *(নিসা ১৩-১৪, ত্বালাক ১)*।

প্রশ্ন (২৫/৩৮৫) : কিছু হাদীছ প্রমাণ করে যে, ইমামের পিছনে কিছু পড়া যাবে না। অনেকে বলেন, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা না পড়লে ছালাত হবে না। সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নিযামুদ্দীন
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তর : জেহরী-সের্রী সকল ছালাতে সর্বাবস্থায় ইমাম-মুক্তাদী উভয়কেই সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) মুক্তাদীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, তোমরা উহা চুপে চুপে পড়। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতে শুনেছি, সূরা ফাতিহা আমার মাঝে ও আমার বান্দার মাঝে ভাগ করা হয়েছে। আমার বান্দার জন্য তাই রয়েছে যা সে চায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৩, ইরওয়াউল গালীল হা/৫০২)*। চাওয়ার বিষয়টি সবার জন্য। ইমাম-মুক্তাদী সবাইকে আল্লাহ্র নিকট চাইতে হবে। একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত শেষে বললেন, তোমরা তোমাদের ইমামের পিছনে কি কিছু পড়ছিলে? আমরা বললাম হ্যাঁ। তিনি বললেন, এরূপ করো না কেবল সূরা ফাতিহা ব্যতীত। কারণ যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়ে না, তার ছালাত হয় না *(আবু দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৮৫৪, সনদ হাসান)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, সূরা ফাতিহা ব্যতীত কোন ছালাত সিদ্ধ হবে না। আমি বললাম, যদি আমি ইমামের পিছনে থাকি? তখন তিনি আমার হাত ধরে বললেন, তুমি তা চুপে চুপে পড় *(ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/১৭৮৬, সনদা ছহীহ)*। উল্লেখিত

হাদীছসমূহ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম-মুক্তাদী সকলকেই সর্বাবস্থায় সূরা ফাতিহা পড়তে হবে।

প্রশ্ন (২৬/৩৪৬) : জনৈক বিশিষ্ট আলেম বলেন যে, সরকারী আবহাওয়া দফতরের সময়সূচীতে সূর্যাস্তের যে সময় দেওয়া হয়, বিগ ব্যাং থিওরী ও গ্যালাক্সির আবর্তন রীতি মোতাবেক সূর্য আরো ২/৩ মিনিট পরে অস্ত যায়। সুতরাং উক্ত সময়সূচীর ২/৩ মিনিট পরে ইফতার করার হানাফী আলেমদের সিদ্ধান্তই সঠিক। উক্ত দাবীর সত্যতা সম্পর্কে জানতে চাই।

-মুনীরুদ্দীন
ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৯।

উত্তর : সরকারী আবহাওয়া অধিদপ্তরের সময়সূচীতে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের যে সময় নির্ধারণ করা হয়, তা বৈজ্ঞানিকভাবে পর্যবেক্ষণ করেই প্রদান করা হয়। তাই উক্ত সময়সূচীই ধর্তব্য এবং সে মোতাবেকই সূর্য ডোবার সাথে সাথে ইফতার করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'দ্বীন ততদিন বিজয়ী থাকবে যতদিন লোকেরা তাড়াতাড়ি ইফতার করবে। কেননা ইহুদী ও নাছারাগণ দেরীতে ইফতার করে' *(আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৯৯৫)*। সরকার এদেশের কোটি কোটি ছিয়াম পালনকারীর দায়িত্বশীল। এতে অবহেলা করলে সরকারকে আল্লাহ্র আদালতে কৈফিয়ত দিতে হবে। তবে কোনভাবে এ পর্যবেক্ষণ ভুল প্রমাণিত হলে তা সংশোধনের জন্য সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরে অভিযোগ করা যেতে পারে। কিন্তু সঠিক বিষয়টি যাচাই না করে অসত্য তথ্য দিয়ে এবং সূর্যাস্তের সাথে অপ্রাসঙ্গিক বৈজ্ঞানিক থিওরী আউড়িয়ে আপন মাযহাবের পক্ষে সাফাই গাওয়া নিতান্তই নিবুর্দ্ধিতার পরিচায়ক। মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য উক্ত আলেম অবশ্যই দায়ী হবেন।

প্রশ্ন (২৭/৩৪৭) : তাবলীগী নেছাবে বলা হয়েছে, যারা ছালাত আদায় করে না তাদেরকে ১৫ প্রকারের শাস্তি দেওয়া হবে। উক্ত কথার দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সজীব
মাদারটেক, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত মর্মে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফির ও জাহান্নামী। কিন্তু যে ব্যক্তি ঈমান রাখে, অথচ অলসতা ও ব্যস্ততার অজুহাতে ছালাত তরক করে, 'এমন মুসলমানরা কর্মগত কাফির হলেও বিশ্বাসগত কাফির নয়। বরং খালেছ অন্তরে পাঠ করা কালেমার বরকতে এবং কবীরা গোনাহগারদের জন্য শেষনবী (ছাঃ)-এর শাফা'আতের ফলে জাহান্নামের শাস্তি ভোগের পর এক সময় তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে' *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ২৯; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৭৩-৭৪)*।

প্রশ্ন (২৮/৩৪৯) : সংক্ষিপ্তভাবে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সঠিক সময়সূচী জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আলী
রামচন্দ্রপুর, কাহারোল, দিনাজপুর।

উত্তর : ছালাতের ওয়াক্ত সমূহ নিম্নরূপ : (১) **ফজর :** 'ছুবহে ছাদিক হতে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বদা গালাস বা ফজরের অন্ধকারে ফজরের ছালাত আদায় করতেন এবং জীবনে একবার মাত্র ইসফার বা চারদিক ফর্সা হওয়ার সময়ে ফজরের ছালাত আদায় করেছেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এটাই তার নিয়মিত অভ্যাস ছিল *(আবুদাউদ, নায়ল ২/৭৫ পৃঃ)*। অতএব গালাস ওয়াক্তে অর্থাৎ ভোরের অন্ধকারে ফজরের ছালাত আদায় করাই সুন্নাত। (২) **যোহর :** সূর্য পশ্চিম দিকে ঢুলে পড়লেই যোহরের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং বস্তুর নিজস্ব ছায়ার এক গুণ হলে শেষ হয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮১)*। (৩) **আছর :** বস্তুর মূল ছায়ায় এক গুণ হওয়ার পর হ'তে আছরের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং দ্বিগুণ হলে শেষ হয়। তবে কোন কারণবশত সূর্যাস্তের প্রাক্কালে রক্তিম সময় পর্যন্ত আছর পরা জায়েয আছে *(নায়ল ২/৩৪-৩৫ পৃঃ)*। (৪) **মাগরিব :** সূর্য অস্ত যাওয়ার পরই মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং লালিমা শেষ হওয়া পর্যন্ত বাকী থাকে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮১)*। (৫) **এশা :** মাগরিবের পর হ'তে এশার ওয়াক্ত শুরু হয় এবং মধ্য রাতে শেষ হয়। তবে যরূরী কারণ বশতঃ ফজরের পূর্ব পর্যন্ত এশার ছালাত আদায় করা জায়েয *(মুসলিম হা/১৫৯৪; দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৪৩-৪৪পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২৯/৩৫০) : বিতর ছালাতের কুনূত হিসাবে আমাদের এলাকায় আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাঈনুকা ওয়া নাস্তাগফিরুকা... পড়া হয়। কিন্তু জনৈক আলেম বলেন, বিতরের কুনূতে উক্ত দো'আ পড়ার কোন দলীল নেই। উক্ত দাবী কি সঠিক?

-আবুল বাশার
বামন্দী, মেহেরপুর।

উত্তর : বিতর ছালাতের কুনূত হিসাবে *'আল্লা-হুম্মাহ্দিনী ফীমা হাদায়তা...'* মর্মে বর্ণিত ছহীহ দো'আটি পড়তে হবে *(আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১২৭৩)*। *'আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাঈনুকা ওয়া নাস্তাগফিরুকা...'* দো'আটি কুনূতে নাযেলায় পড়ার ব্যাপারে এসেছে *(বায়হাক্বী ২/২১০)*। আলবানী বলেন, আমি এ দো'আটি বিতরের কুনূতে পড়ার ব্যাপারে কোন রেওয়ায়াত পাইনি' *(ইরওয়াউল গালীল ২/১৭২ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩০/৩৫১) : মাসবূকের সামনে সুতরা রেখে কেউ চলে আসতে পারে কি? যেমনটি বর্তমানে শহরের মসজিদগুলোতে দেখা যাচ্ছে।

-রেযাউর রহমান
দেবহাটা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : বর্ণিত নিয়মের কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। বরং ছালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাই হাদীছ সম্মত। কারণ হাদীছে এসেছে, যদি মুছল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী জানত যে, এটা তার জন্য কত বড় অপরাধ, তাহ'লে সে অতিক্রম করার চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকাকে উত্তম মনে করত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৭৬)*। তবে যদি মুছল্লীর অবস্থান দূরে থাকে, সেক্ষেত্রে সুতরা না থাকলেও মুছল্লীর সিজদার স্থান থেকে একটি বকরী যাবার দূরত্ব রেখে অথবা তিন হাত দূর থেকে অতিক্রম করলে দোষ নেই *(বুখারী, আহমাদ, মুসলিম, ছিফাত পৃঃ ৬২)*। তবে অপেক্ষা করাই উত্তম।

প্রশ্ন (৩১/৩৫২) : যোহর ও আছর ছালাতের শেষ দুই রাক'আতে মুক্তাদীগণ সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলাতে পারবে কি? দলীল ভিত্তিক জওয়াবদানে বাধিত করবেন।

-নাছরুল্লাহ
কাঠেঙ্গা, তেরখাদা, খুলনা।

উত্তর : সাধারণ নিয়ম হ'ল- মুছল্লী যোহর ও আছরের ছালাতে ইমাম-মুক্তাদী সকলে সূরায়ে ফাতিহাসহ অন্য সূরা পড়বে এবং ৩য় ও ৪র্থ রাক'আতে কেবল সূরায়ে ফাতিহা পড়বে। আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যোহরের প্রথম দু'রাক'আতে সূরায়ে ফাতিহা ও অন্য দু'টি সূরা পড়তেন এবং শেষের দু'রাক'আতে কেবল সূরায়ে ফাতিহা পড়তেন। কখনো কখনো আমরা আয়াত শুনতে পেতাম *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২৮)*। অবশ্য শেষের দু'রাক'আতেও কোন কোন ছাহাবী সূরা মিলাতেন বলে জানা যায় *(মুওয়াত্ত্বা, মির'আত ১/৬০০ পৃঃ; ঐ ৩/১৩১ পৃঃ; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৮৪-৮৫)*।

প্রশ্ন (৩২/৩৫৩) : চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পর ৫ লাখ টাকা পেনশন পেয়ে ব্যাংকে রাখলাম। অতঃপর তা বৃদ্ধির পর সেই টাকা দিয়ে হজ্জ করা যাবে কি? এছাড়া শুধু পেনশনের টাকা দিয়ে হজ্জ করা যাবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল জাব্বার
বল্লা, টাঙ্গাইল।

উত্তর : চাকুরী থেকে অবসরকালীন প্রাপ্ত টাকা ব্যাংকে জমা রেখে, তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার পর সেই টাকা দিয়ে হজ্জ বা অন্যান্য ইবাদত বৈধ হবে না। কারণ তা সূদের অন্তর্ভুক্ত। ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, পণ্য বা অর্থের বিনিময়ে প্রদেয় অতিরিক্ত পণ্য বা অর্থই হল রিবা বা সূদ' *(সূদ, পৃঃ৬)*। আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন *(বাক্বারাহ ২৭৫)*। তবে শুধু পেনশনের টাকা হ'লে তা দিয়ে হজ্জ করা যাবে। কেননা তা চাকুরীকালীন প্রাপ্য বেতনেরই কর্তিত অংশ।

প্রশ্ন (৩৩/৩৫৪) : তিনটি জিনিস সর্বদা সাথে রাখা সুন্নাত। চিরুনী, আতর ও মিসওয়াক। উক্ত কথার দলীল জানতে চাই।

-জামালুদ্দীন
ধুনট, বগুড়া।

উত্তর : উক্ত তিনটি বস্তু সর্বদা সাথে রাখা সুন্নাত, এ কথার কোন দলীল পাওয়া যায় না। তবে এগুলি অত্যন্ত তাকীদকৃত সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন (১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অতি প্রিয় বস্তু সমূহের মধ্যে অন্যতম ছিল 'আতর' *(আহমাদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৫২৬১ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়)*। (২) তিনি সর্বদা ঘুম থেকে উঠে ওযূ করার সময় মিসওয়াক করতেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৮৩)*। (৩ তিনি সর্বদা চুল আঁচড়াতেন। তিনি বলেন, 'যার মাথায় চুল আছে, সে যেন তার সম্মান করে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৪৫০ হাদীছ ছহীহ)*। সুতরাং উপরোক্ত তিনটি বস্তু প্রয়োজনীয় হিসাবে সর্বদা সাথে রাখা যায়। তাছাড়া এর মধ্যে অনেক স্বাস্থ্যগত উপকার রয়েছে।

প্রশ্ন (৩৪/৩৫৫) : মদ পানকারীর ৪০ দিনের ছালাত কবুল হয় না। তাহ'লে যারা গুল, জর্দা আলাপাতা, তামাক, বিড়ি, সিগারেট ইত্যাদি খায় তাদেরও কি একই হুকুম? আমাদের দেশের প্রায় আলেমই জর্দা, গুল খেয়ে থাকে এবং অধিকাংশ জনগণ ধূমপান করে থাকে। তাদের ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত হবে?

আব্দুল আলীম
ঘণ্টাঘর, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর : মদ পানকারীর ৪০ দিনের ছালাত কবুল হয় না-এমনটি নয়। বরং তার ছালাত ত্রুটিযুক্ত হয় (بُخِسَتْ صَلاَتُهُ) *(আবুদাঊদ হা/৩৬৮০)*। প্রশ্নে উল্লেখিত সব বস্তুই মাদক দ্রব্য এবং তা অপবিত্র বস্তু (الخَبَائِث) হিসাবে হারামের অন্তর্ভুক্ত *(আ'রাফ ৭/১৫৭; আবুদাঊদ হা/৩৬৭৪)*। তবে এগুলোর হুকুম সরাসরি মদপানকারীর হুকুমের মত নয়। কেননা কুফর, শিরক, বিদ'আত ইত্যাদির ন্যায় উক্ত মাদকদ্রব্যসমূহেরও প্রকারভেদে হুকুমের স্তরভেদ রয়েছে।

প্রশ্ন (৩৫/৩৫৬) : হারূত-মারূত দুই ফেরেশতার অপরাধের কাহিনী যদি মিথ্যা হবে তাহলে তাফসীর ইবনে কাছীরসহ অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থে কেন বর্ণনা করা হয়েছে? সঠিক ঘটনাটি কী? কেন দুই ফেরেশতাকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছিল?

-আমীনুল ইসলাম
ফায়ার সার্ভিস, শেরপুর, বগুড়া।

উত্তর : সুলায়মান (আঃ)-এর রাজত্বকালে বেঈমান জিনেরা লোকদের ধোঁকা দিত এই বলে যে, সুলায়মান জাদুর জোরে সবকিছু করেন। তিনি কোন নবী নন। শয়তানদের ভেল্কিবাজিতে বহু লোক বিভ্রান্ত হচ্ছিল। এমনকি শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সময়েও যখন তিনি সুলায়মান (আঃ)-এর প্রশংসা করেন, তখন ইহুদী নেতারা বলেছিল, আশ্চর্যের বিষয় যে, মুহাম্মাদ সুলায়মানকে নবীদের মধ্যে শামিল করে হক ও বাতিলের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটাচ্ছেন। অথচ তিনি ছিলেন একজন জাদুকর মাত্র। নইলে স্বাভাবিকভাবে কোন মানুষ কি বায়ুর পিঠে সওয়ার হয়ে চলতে পারে? *(ইবনু জারীর)*।

এক্ষণে সুলায়মান (আঃ) যে সত্য নবী, তিনি যে জাদুকর নন, জনগণকে সেটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য এবং নবীগণের মু'জেযা ও শয়তানদের জাদুর মধ্যে পার্থক্য বুঝাবার জন্য আল্লাহ পাক হারূত ও মারূত নামে দু'জন ফেরেশতাকে 'বাবেল' শহরে মানুষের বেশে পাঠিয়ে দেন। 'বাবেল' হ'ল ইরাকের একটি প্রাচীন নগরী, যা ঐসময় জাদু বিদ্যার কেন্দ্র ছিল। ফেরেশতাদ্বয় সেখানে এসে জাদুর স্বরূপ ও ভেল্কিবাজি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতে থাকেন এবং জাদুকরদের অনুসরণ থেকে বিরত হয়ে যেন সবাই সুলায়মানের নবুঅতের অনুসারী হয়, সেকথা বলতে লাগলেন' *(নবীদের কাহিনী ২/১৫৬-৫৭)*।

অতঃপর বর্ণিত তাফসীর গ্রন্থ সমূহে এসব ইস্রাঈলী কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এজন্য যে, মুমিন ব্যক্তিগণ যেন এইসব বানোয়াট গল্পে ধোঁকা না খান।

প্রশ্ন (৩৬/৩৫৭) : ইমাম ও মুক্তাদী এক সঙ্গে সমান্তরাল কাতার করে স্থায়ীভাবে ছালাত আদায় করতে পারবে কি?

-জালালুদ্দীন
কাসেম বাজার, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : জামা'আতে ছালাত আদায়ের সুন্নাতী তরীকা হল, ইমাম আগে ও মুক্তাদী পিছনে দাঁড়াবে। জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি একদিন রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে ডান পার্শ্বে দাঁড়িয়ে জামা'আতে ছালাত আদায় করছিলাম। পরবর্তীতে জাবের বিন সাখার এসে বাম পার্শ্বে দাঁড়ালে তিনি উভয়কে হাত ধরে পিছনে দাঁড় করিয়ে দিলেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১০৭)*। তবে ওযর বশতঃ একই সঙ্গে সমান্তরাল দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করা যায়। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) তাঁর বাড়িতে আলক্বামা ও আসওয়াদকে নিয়ে ছালাত আদায় করলেন এবং তিনি উভয়ের মাঝখানে দাঁড়ালেন *(নাসাঈ হা/১০২৯)*। তবে স্থায়ীভাবে এটা করা সুন্নাত বিরোধী কাজ।

প্রশ্ন (৩৭/৩৫৮) : উট, গরু, ছাগল, মহিষ, দুম্বা, ভেড়া, হাঁস-মুরগী ইত্যাদির পেশাব-পায়খানা কাপড়ে লাগলে সেই কাপড়ে ছালাত হবে কি? আলেমদের মাঝে এ নিয়ে নানা মত রয়েছে। সঠিক সিদ্ধান্ত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবুল হুসাইন
কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : যে সকল প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল সেগুলোর পেশাব-পায়খানা নাপাক নয়। সুতরাং কাপড়ে এ সব প্রাণীর মলমূত্র লাগলেও তা পরিধান করে ছালাত আদায় করা বৈধ। আনাস (রাঃ) বলেন, উরায়না গোত্রের কিছু নওমুসলিম মদীনায় অবস্থানকালে অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে উটের পালে যেয়ে তার দুধ ও পেশাব পান করতে নির্দেশ দেন *(বুখারী হা/৫৬৮৬; মুসলিম হা/৪৪৪৫)*। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ছাগল বাঁধার স্থানে ছালাত আদায় করতেন *(বুখারী হা/৪১৯; মুসলিম হা/১২০২)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ছাগল বাঁধার স্থানে ছালাত আদায় করা যাবে কি-না রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি সেখানে ছালাত আদায়ের নির্দেশ দেন *(মুসলিম হা/৮২৮)*।

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ বলেন, ছাহাবীগণের মধ্যে একজনও একে নাপাক বলেননি। বরং এগুলিকে নাপাক বলাটাই 'নতুন কথা' (قول محدث) *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১)*।

প্রশ্ন (৩৮/৩৫৯) : প্রায় মসজিদের ইমাম বলে থাকেন, ক্বিয়ামতের দিন মসজিদ ধ্বংস হবে না। মসজিদ প্রত্যেক মুছল্লীকে নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-আলীমুযযামান
ঠাকুরগাঁও সদর।

উত্তর : উক্ত বক্তব্যটি সঠিক নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবই ধ্বংসশীল এবং অবশিষ্ট থাকবে শুধু আপনার প্রতিপালকের মুখমণ্ডল যিনি মহিমাময়, মহানুভব *(রাহমান ২৭)*। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, আল্লাহর মুখমণ্ডল ব্যতীত সবকিছু ধ্বংসশীল *(ক্বাছাছ ৮৮)*। সুতরাং নিঃসন্দেহে মসজিদসহ বিশ্বজগতের সবকিছুই সেদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। তবে ক্বিয়ামতের দিন যমীন তাঁর উপরে কৃত ভাল-মন্দ সব বিষয়ে সাক্ষ্য দিবে *(যিলযাল ৪)*। সে হিসাবে মসজিদের মাটি তার মুছল্লীদের ব্যাপারে সাক্ষী হবে।

প্রশ্ন (৩৯/৩৬০) : মাদরাসা ও ইসলামী সম্মেলনের জন্য অমুসলিমদের নিকট থেকে সহযোগিতা নেওয়া যাবে কি?

-সফিউদ্দীন আহমাদ
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর : উপার্জন হালাল হ'লে তাদের কাছ থেকে সহযোগিতা নেয়া যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অমুসলিমদের নিকট থেকে বিভিন্ন সময়ে 'হাদিয়া' গ্রহণ করেছেন *(বুখারী হা/২৬১৫-১৮ 'মুশরিকদের নিকট থেকে হাদিয়া গ্রহণ' অনুচ্ছেদ)*। কিন্তু ঈমান না থাকার কারণে তারা আখেরাতে কোন প্রতিদান পাবেনা। কেবল দুনিয়াতে কিছু পাবে *(শূরা ২০)*।

প্রশ্ন (৪০) : বর্তমানে জাতীয় নেতাদের কবরে যেয়ে আড়ম্বরের সাথে রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী বা পরিবারের সদস্যদের হাত তুলে ফাতেহা পাঠের যে প্রচলন দেখা যায়, কুরআন ও হাদীছে এর কোন দলীল আছে কি?

ইউসুফ শরীফ
নারিন্দা, ঢাকা

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরাম থেকে এভাবে ফাতেহা পাঠের কোন দলীল নেই *(আলবানী, তালখীছু আহকামিল জানায়েয ৮২ পৃঃ)*। সুতরাং এটি নিঃসন্দেহে বিদ'আত। যা থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করল যার ব্যাপারে আমার কোন নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত' *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/১৪০)*। ইসলামী শরীঅতে কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য হ'ল মৃত্যু ও আখেরাতকে স্মরণ করা এবং মৃতের জন্য আল্লাহর নিকট মাগফেরাত কামনা করা। তাই যিয়ারতের সময় মৃতের জন্য কেবল এই দো'আ করাই যথেষ্ট, যা রাসূল (ছাঃ) শিখিয়ে দিয়েছেন, السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ نسأل الله لنا ولكم العافية 'মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীদের উপর শান্তি বর্ষিত হৌক। আমাদের অগ্রবর্তী ও পরবর্তীদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আল্লাহ চাহে তো আমরা অবশ্যই আপনাদের সাথে মিলিত হ'তে যাচ্ছি। আমাদের ও আপনাদের জন্য আল্লাহর কাছে মঙ্গল কামনা করছি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৪-৬৭)*।

উল্লেখ্য যে, এই দো'আর সময় একাকী দু'হাত উঠানো যাবে, দলবদ্ধভাবে নয়। বাক্বী' গোরস্থানে দীর্ঘক্ষণ একাকী দো'আ করার সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিন বার হাত উঠিয়েছিলেন *(মুসলিম হা/২২৫৫(৯৭৪), 'জানায়েয' অধ্যায়)*। দ্বিতীয়তঃ এইসব যেয়ারতের উদ্দেশ্য থাকে মূলতঃ দুনিয়া। যেখানে নেতা-নেত্রী বা জনগণ বা গদ্দীনশীন পীরকে খুশী করাই লক্ষ্য থাকে। যা শিরকের পর্যায়ভুক্ত। এ ধরনের লোক দেখানো যিয়ারত ও দো'আ আল্লাহর নিকটে কবুল হবে না *(কাহফ ১১০)*।